ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ১৪ শাওয়াল, ১৪৩৬ হিজরি | ৩১ ওফা, ১৩৯৪ হি. শা. | ৩১ জুলাই, ২০১৫ ঈসাব্দ

আবারও সত্যের সন্ধানে

৩০ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

৪৯তম সালানা জলসা, ইউকে ২০১৫ সফল হোক

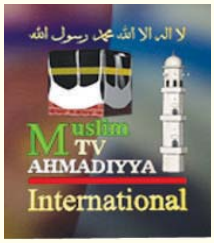

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **'সবুজ ইশতেহার'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**।

বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- (বিশ টাকা)।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

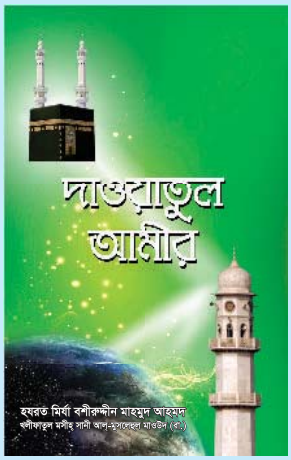

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989

E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

যুগ খলীফার দিক-নির্দেশনায় বিশ্বের শান্তি ও মুক্তি নিহিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১৯৯১ সালে তৃতীয় বিশ্বের তথা মুসলমানদের দুরবস্থার কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় নির্দেশ করে বলেন ঃ

উন্নত জাতিগুলো যাদেরকে প্রথম-বিশ্বও বলা হয় তারা কেবল স্বাধীনই নয় বরং তারা আপনাদেরকে সেবা দাস বানানোর জন্য আগের চেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। আমি আগেই বলেছি যে, তাদের অর্থনৈতিক ধারা এমন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে যার ফলে তারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে আরও পদদলিত করতে বাধ্য। এর কারণ হল, তারা তাদের জীবন যাত্রার মান কমাচ্ছে না আর তাদের রাজনৈতিক শক্তিগুলো এই জীবন যাত্রার মান কমাতে বলার সামর্থ্যই রাখে না। যে পার্টি এ কথা বলবে তারা নির্বাচনে নির্ঘাত হেরে যাবে। তারা এমন জঘন্য ধরণের ফাঁদে আটকা পড়েছে যে, অত্যাচারের পর আত্যাচার করে যেতে তারা এখন বাধ্য।

ইসলামী বিশ্বকে আমি এই পরামর্শ দিব যে, ***প্রথমে*** তোমরা ইসলামের দিকে তথা ইসলামের স্থায়ী ও বিশ্বজনীন শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র রহমত সবদিক থেকে কীভাবে নাযেল হয়, তোমরা তা অবলোকন করবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হল, তোমরা জ্ঞানচর্চা আর প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতি মনোযোগ দাও। শ্লোগান দিতে দিতে কতগুলো শতাব্দী তোমরা পার করেছ! শ্লোগান দিয়ে আর কবিতার জগতে আর রূপকথার কল্পকাহিনীর মাঝেই তোমরা সময় কাটিয়েছো। তোমাদের কপালে আজ কিছুই জোটে নি। এরই মধ্যে অন্যান্য জাতিগুলো জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর জয়লাভ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এখন তোমরা তাদের মোকাবিলা করার কথা ভাবছ অথচ তাদের কাছে যেসব পরিক্ষীত অস্ত্রসস্ত্র আছে যা তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো অবলম্বন করার কোন চেষ্টাই তোমাদের নেই। তাই আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত আবশ্যক। মুসলমান ছাত্ররা আবেগ তাড়িত হয়ে চলে। তাদেরকে দিয়ে অলি-গলিতে মারা-মারি করিয়ে, গালি দিয়ে তাদের চরিত্র ও শিক্ষা ধ্বংস করো না। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের লাঠিচার্জ আর গুলি চালিয়ে তাদের মান-মর্যাদা ও শারীরিক ধ্বংসের ব্যবস্থা করো না।

আজ পর্যন্ত তোমরা তো এই খেলাই খেলছো। মুসলমান সন্তানদের তোমরা প্রথমে উত্তেজিত কর যার ফলে, বেচারারা ইসলামের ভালবাসায় রাজপথে নামে তারপর তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। তাদেরকে লাঠিচার্জ করা হয়। তাদের ওপর গুলি চালানো হয়। আর তারা নিজেরাও জানে না, কেন তাদের সাথে এমনটি হয়। তাই আবেগ নিয়ে না খেলে তাদের সাহস যোগাও, তাদেরকে ভদ্রতা ও শালীনতার শিক্ষা দাও। তাদেরকে বলো, যদি দুনিয়ার বুকে নিজেদের জন্য কোন সম্মানজনক স্থান পেতে চাও তাহলে প্রথমে জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতম স্থান অর্জন কর, তোমাদের প্রকৃত সম্মানজনক স্থান লাভ করার এছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

তৃতীয়ত ঃ আরব এবং মুসলমানদেরকও ইনশাআল্লাহ্‌ পরামর্শ দিব–এই নতুন পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তোমাদেরকে কোন্ ধরণের কর্ম করতে হবে। কোন্ ধরণের ভুল করেছ যার পুনরাবৃত্তি হওয়া সমীচীন নয় এবং আগামী কালের জন্য কোন্ ধরণের কর্মপন্থা হবে। এটা নির্বোধ ও আবেগের কথা যে, ইংরেজদের ঘৃণা কর। আমেরিকাকে ঘৃণা কর। এটা তো পাগলের কথা। পৃথিবীতে ঘৃণা কখনও সফলতা লাভ করতে পারেনি। উচ্চাঙ্গের চরিত্রই জয়লাভ করেছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান চারিত্রিক আদর্শই সফলতা লাভ করে থাকে এবং তা হওয়াই অবধারিত। মুসলমানগণ যদি এই জীবনকে বাস্তবায়িত করে তাহলে সমগ্র বিশ্বের জন্য আদর্শে পরিণত হবে। এটা তো এমন এক সীরাত (জীবন) যা পৃথিবীতে বিজিত হবার জন্য সৃষ্টি হয়নি। দুনিয়ার কোন শক্তি সীরাতে মুহাম্মদীর ওপর জয় লাভ করতে পারবে না। সুতরাং সেই ইনসাফের চরিত্রের দিকে ফিরে এসো। সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করো। তাহলে দুনিয়ার সকল সমস্যা সমাধান হতে পারে। প্রকৃত সেই বিপ্লব সাধিত হতে পারে যাকে আমরা এই দুনিয়াতে খোদা প্রদত্ত জান্নাত বলে আখ্যা দিতে পারব।

আজ খেলাফতে আহমদীয়ার ধারাবাহিকতায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) অনুরূপ সতর্ক বার্তাই দিয়ে চলছেন বিশ্বের সর্বত্র। সকল আহমদী এ প্রত্যাশায় প্রিয় ইমামের নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে চলছে। মহান আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে এই কামনাই আমরা করি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল্‌ খামেস (আই.)-এর আশিসময় খেলাফতকালে তার গতিশীল নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্ব ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়ে পরিণত হোক। জগত সে শুভ দিন দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করুক। আমীন !

সূচিপত্র

১৫-৩১ জুলাই, ২০১৫

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৩ জুলাই, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা।**	৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৬ জুন, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা।**	১৪
ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)	২১
শান্তির দূত মহানবী (সা.) আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ	২৪
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৯
মাজহাবের ফেরে মরছে মুসলমান মাহমুদ আহমদ সুমন	৩২
ঈমান কী, মু'মিন-মুত্তাকী কারা খন্দকার আজমল হক	৩৪
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	৩৭
ইসলাম নৈরাজ্য পছন্দ করে না মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন	৪১
সেদিন অনেক চেহারা হবে ভীতসন্ত্রস্ত মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ঢালী	৪৩
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব হালিমা চৌধুরী	৪৪
সংবাদ	৪৬
প্রাণ-আরএফএলের প্রধান নির্বাহী মেজর জেনারেল (অব.) আমজাদ আহমদ খান চৌধুরী আর নেই	৫২
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৫৩
এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠান সূচি	৫৯
পত্র পত্রিকার পাতা থেকে-	৬১
পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা	৬২
হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ	৬৩
সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান সূচি	৬৪

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।

ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন **www.ahmadiyyabangla.org**

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ হিজর-১৫

*৯২। (এবং) যারা কুরআনকে খণ্ডবিখণ্ড[১৫২৫] করবে।

৯৩। অতএব তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো,

৯৪। তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

৯৫। অতএব তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে তা তুমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।

৯৬। নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾
فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾
عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ
عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾
اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾

১৫২৫। 'এয'-এর বহুবচন 'এযীন'। 'এয' অর্থ মিথ্যা কথা, দুর্নাম, যাদুমন্ত্র, কোন বস্তুর অংশ বা টুকরা বিশেষ, দল, সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী (লেইন)।

** [আমরা এসব আয়াতের অনুবাদকালে অতীতকালের পরিবর্তে ভবিষ্যতকালে অর্থ করার বেশী পক্ষপাতী। কেননা এগুলোতে মুসলমানদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। প্রশ্ন হলো, অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্বাণীরূপে কিভাবে এগুলো গণ্য হতে পারে? এর উত্তর হলো, যেসব ভবিষ্যদ্বাণী অনিবার্যভাবে পূর্ণ হতে বাধ্য, পবিত্র কুরআনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোতে অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। অতীত অপরিবর্তনীয়। অতীতকালের ক্রিয়াপদ দিয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় সেগুলো নিশ্চিতভাবে পূর্ণ হওয়ার প্রতি জোর দেয়। কাজেই এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হবে নিম্নরূপ : 'আর আমরা অবশ্যই সাতটি বার বার পঠিত (আয়াত) ও মহান কুরআন দান করেছি। আমরা তাদের কোন কোন শ্রেণীকে যেসব সাময়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছি তুমি সেগুলোর দিকে (কামনার) দৃষ্টি প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দুঃখও করো না। আর মু'মিনদের জন্য তোমার (করুণার) ডানা মেলে দাও। আর তুমি বল, আমি নিশ্চয় এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী'। আমরা তাদের ওপর যথারীতি শাস্তি অবতীর্ণ করবো, যারা দলে-উপদলে বিভক্ত হবে (এবং) যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করবে।

এই অনুবাদটির যৌক্তিকতা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় এগুলোর প্রেক্ষাপট যাচাই করলে। আলোচ্য আয়াতগুলোর সূচনা কুরআন শরীফের অতুলনীয় মাহাত্ম্য তুলে ধরে। যারা কুরআন শরীফের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের দাবি করা সত্ত্বেও এর মূল শিক্ষা অর্থাৎ 'তওহীদের' বিষয়টিকে উপেক্ষা করে, তারা পরবর্তীতে নানা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ ব্যাখ্যাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কুরআনকেই যেন বিভিন্ন ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে। এরা নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের কোন কোন আয়াতকে অবলম্বন আর অন্যরা তাদের সুবিধার্থে ভিন্ন কিছু আয়াতকে অবলম্বন কর বসে। এই বিভক্তি এত প্রকাশ্য ও চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন বিবদমান বিভিন্ন দলের মাঝে আপোস-নিষ্পত্তির কোন সুযোগই বাহ্যত নাই। এই বাস্তবতা একই উম্মতকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে ফেলেছে। এরফলে এরা যেন কুরআনকেও বহুভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

হাদীস শরীফ

আনুগত্য ব্যতিত কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না

কুরআন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তাদেরও আনুগত্য কর, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী।" (নেসা :৬০)

আজ খোদা তা'লার ফযলে পৃথিবীর ২০৬টি দেশের আহমদীগণ এক নেতার নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়ের পথকে সুগম করছে। এই বিজয়ও একমাত্র আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল।

হাদীস ঃ

হযরত ইবাদা ইব্নে সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত রসূল করীম (সা.) এর হাতে এই বলে বয়আত করেছি যে, আমরা প্রত্যেক অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব যদিও আমরা কষ্টে থাকি অথবা ভাল অবস্থায় থাকি, যদিও কোন আদেশ আমাদের ভালো মনে হয় অথবা মন্দ, যদিও আমাদের প্রাধান্য দেয়া হয় অথবা বঞ্চিত রাখা হয়। যাদের হাতে আমাদের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, আমরা তাদের সাথে ঝগড়া করব না। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ

জাতির উন্নতিতে আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে থাকে। ইহা ব্যতিরেকে কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না। কথায় কথায় নেতার বিরোধিতা জাতির প্রগতির ধারাকে শিথিল করে দেয়। নেতার ওপর ভরসা ও তাঁর আদেশ পালনের মধ্যে উন্নতির চাবি-কাঠি নিহিত। এই দুনিয়াতে যতগুলি জাতির উত্থান হয়েছে তার রহস্য হলো আনুগত্য। সুতরাং এই আনুগত্য যেভাবে জাগতিক ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত যতদিন নিজেদের মধ্যে আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়েছে ও ইহাকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করেছে, ততদিন বিজয় তাদের পদ চুম্বন করেছে, দুনিয়ার বড় বড় শক্তিগুলি তাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। কিন্তু যেদিন মুসলমানগণ ছিন্ন ভিন্ন হলো এবং আনুগত্য করা ভুলে গেল, সেদিন থেকে তারা পরাস্ত হতে লাগলো।

আজ দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান আছে কিন্তু সবাই এক কান্ডারিহীন নৌকার মতন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঠিক এমনি অবস্থায় হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের এক রজ্জুতে একত্রিকরণের বলে বলীয়ান করা।

আজ খোদা তা'লার ফযলে পৃথিবীর ২০৬টি দেশের আহমদীগণ এক নেতার নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়ের পথকে সুগম করছে। এই বিজয়ও একমাত্র আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সকলকে খেলাফত তথা নেযামে খেলাফতের আনুগত্যের মধ্যে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করেন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্‌ওয়া

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

জগদ্বাসী তাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁকে প্রাধান্য দাও, যাতে আকাশে তোমরা তাঁর জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হতে পার। রহমতের নিদর্শন দেখানো আদিকাল থেকেই খোদা তাআলার রীতি, কিন্তু তোমরা এই রীতির দ্বারা তখনই উপকৃত হতে পারবে, যখন তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকে এবং তোমাদের সন্তুষ্টি তাঁর সন্তুষ্টি ও তোমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক সফলতা ও বিফলতার সময় তোমাদের মস্তক তাঁর দ্বারে অবনত থাকবে যেন তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যদি তোমরা এইরূপ কর, তাহলে সেই খোদা তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবেন, যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপন চেহারা লুক্কায়িত রেখেছেন। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে, যে এই উপদেশ মত কার্য করতে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে এবং তাঁর 'কাযা' ও 'কদরে' (ফয়সালা ও নিয়তিতে) অসন্তুষ্ট না হতে প্রস্তুত?

> যে-ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে।

অতএব বিপদ দেখলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হবে, কারণ, এটাই তোমাদের উন্নতির উপায়। তাঁর তৌহীদ জগতে প্রচার করতে নিজেরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ও তাদেরকে নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কারো প্রতি, সে তোমার অধীনস্থ হলেও, অহঙ্কার দেখাবে না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানভূতিশীল হও, যেন খোদা তাআলার নিকট গ্রহণীয় হতে পার। অনেকে এইরূপ আছে, যারা বাহ্যত: সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং কেউ কখনো তাঁর নিকট গ্রহণীয় হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে, বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশত: অবমাননা না করে তাকে সুদপদেশ দিবে। ধনী হলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ হতে সাবধান থাকবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপাসনা করবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁর জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাক্‌ওয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছো।

সুতরাং যে-ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্ত:করণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। সুতরাং, হে লোক সকল! যারা নিজেকে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করে থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামা'তভুক্ত বলে পরিগণিত হবে, যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্‌ওয়ার (খোদাভীরুতার) পথে অগ্রসর হবে।

সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতিসহকারে এবং নিবিষ্ট-চিত্তে আদায় করবে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষাৎভাবে দেখতে পাচ্ছো। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যারা যাকাত দিবার উপযুক্ত, তারা যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে এবং তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চয় স্মরণ রেখো, যে কোন কর্মই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যাতে তাক্‌ওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য-কর্মের মূল তাক্‌ওয়া (কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণের ২২-২৩ ও ২৬-২৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)।

জুমুআর খুতবা

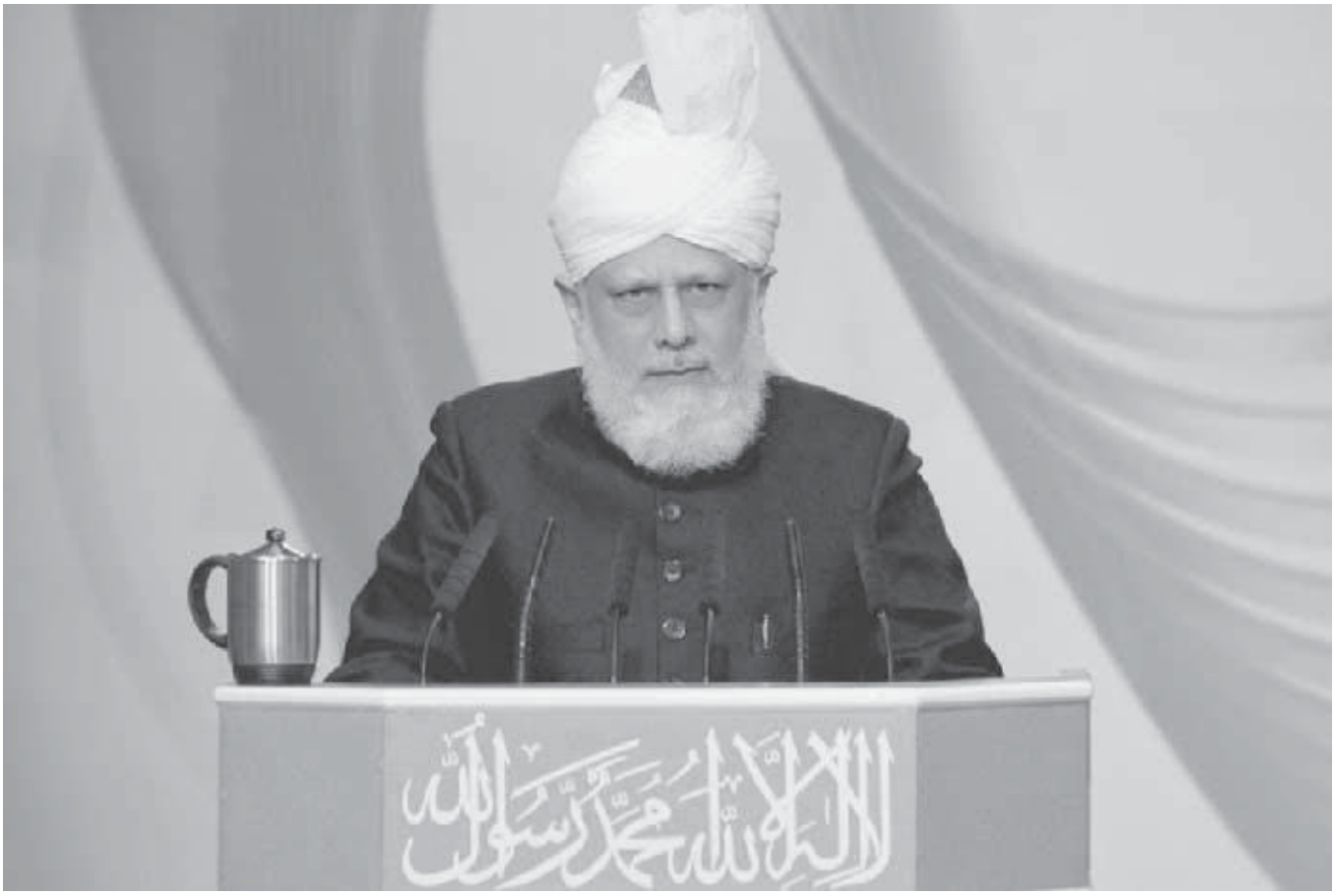

আত্মশুদ্ধি ও সংযমে পরস্পরকে সাহায্য করা

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ৩ জুলাই, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ নাযিল করেছেন সেগুলো স্মরণ রাখা, এর পুনরাবৃত্তি করা এবং অন্যদেরকে স্মরণ করানোর দায়িত্ব যাদের রয়েছে তা স্মরণ করানো মু'মিনদের জামা'তের কাজ বা বৈশিষ্ট্য। এসব আদেশ-নিষেধ অন্যদের স্মরণ করানো বা স্মরণ করাতে থাকা অর্থাৎ 'যাদের ওপর স্মরণ করানোর দায়িত্ব' এটা বলতে আমি মুরুব্বী নয়তো ওহ্দাদার বা পদাধিকারীদের বুঝিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জামা'তী নিযাম বা ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা বা সংগঠন ছাড়াও অঙ্গসংগঠনের ব্যবস্থাপনাও রয়েছে। এছাড়া জামা'তী কেন্দ্রীয় সংগঠনেও এবং অঙ্গ-সংগঠনগুলোতেও দেশীয় বা কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে আরম্ভ করে স্থানীয় বা হালকা পর্যায়েও পদাধিকারী নিযুক্ত রয়েছে। আর প্রত্যেক পদাধিকারীর কাছে এই প্রত্যাশা করা হয় যে, সে খিলাফতের সাহায্যকারী

হয়ে সেসব আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবে যা বৃহত্তর পরিসরে খিলাফতেরই দায়িত্ব।

অতএব একথা যদি সকল মুরুব্বী এবং ওহ্‌দাদারগণ অনুধাবন করে তাহলে জামা'তে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে। খোদা তা'লার আদেশ-নিষেধ বা শিক্ষা অন্যদের স্মরণ করানো বা এই চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়া যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বেচ্ছায় বা পুরোজীবন উৎসর্গ করে জামা'তের সেবা করার যে তৌফিক দিয়েছেন এর সুবাদে সর্বপ্রথম আমার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমি নিজে কতটা খোদা তা'লার নির্দেশ শিরোধার্য করে সেই দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করছি, এক খিদমতকারী ব্যক্তির দায়িত্ব হলো অন্যদেরকে এসব আদেশ-নিষেধ স্মরণ করানোর জন্য যোগ্যতা অর্জন করা। আমি যদি কেবল অন্যদেরকে স্মরণ করাই কিন্তু আমার নিজের ব্যবহারিক আচরণ এর পরিপন্থী বা এর বিপরীত হয় তাহলে এটি সত্যিই ভয়ের বিষয় আর এ জন্য ইস্তেগফারের প্রয়োজন রয়েছে। এমনিতেও ইস্তেগফার করা উচিত কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি ইস্তেগফারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

এখানে আমাদের সবার সামনে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কোন ওহ্‌দাদার বা পদাধিকারীর এটি মনে করা উচিত নয় যে, নসীহত করা আমার কাজ নয়। এটি কেবল জামা'তের আমীর, জামা'তের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, মুরুব্বী বা দু'একজন অন্য সেক্রেটারীর কাজ বা আনসারুল্লাহ্‌র সদর বা তাঁর তরবীয়ত বিভাগের কাজ বা খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর বা তাঁর তরবীয়ত বিভাগের দায়িত্ব বা লাজনার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর তরবীয়ত বিভাগের দায়িত্ব। না! বরং প্রত্যেক সেক্রেটারী, তা সে সেক্রেটারী যিয়াফত হোক বা অঙ্গ-সংগঠনগুলোতে খিদমতে খালক বা ক্রীড়া বিভাগের তত্ত্বাবধয়াক হোক; যে-ই হোক না কেন সে যদি কোন না কোন জামা'তের সেবায় নিযুক্ত থাকে বা জামা'তের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে তার দায়িত্ব হলো, দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। যদি এটি অর্জন হয় তাহলে যেমনটি আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার বলেছি, জামা'তের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খোদার নির্দেশ মান্যকারী হতে পারে। তা মসজিদে নামাযের উপস্থিতি সংক্রান্ত হোক বা অন্যান্য কুরবানী এবং মানুষের প্রাপ্য বা অধিকার প্রদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ই হোক না কেন। অতএব জামা'তের সকল পর্যায়ে খিদমতকারীর প্রথমত নিজের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা উচিত, এ সকল আদেশ-নিষেধ আমি নিজে কতটা মেনে চলছি এবং এর সহায়তায় নিজের অবস্থা উন্নত করা উচিত এবং এরপর অন্যদের নসীহত করা উচিত।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক আহমদীরও দায়িত্ব, যে এই দাবী করে, আমি আমার জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি, তার উচিত হবে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী এবং আদেশ-নিষেধের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং এর পুনরাবৃত্তি করা আর বারংবার এগুলোকে সামনে নিয়ে আসা। যদি আমরা এরূপ করা আরম্ভ করি তাহলে আমরা এক মহা বিপ্লব আনয়ন করতে পারি আর এতে শুধু আমাদেরই আত্মসংশোধন হবে না বরং আমরা পৃথিবীকেও প্রকৃত চারিত্রিক মানদন্ড সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হব। অতএব এদিকে আমাদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া আর আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা বা আদেশ-নিষেধ সন্ধান করে সেগুলো মেনে চলা উচিত।

গত খুতবায় আমি কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছিলাম যা এক মু'মিনের বিশেষত্ব হওয়া উচিত। আজও আমি কিছু বিষয় উপস্থাপন করব। রমযান মাস বান্দার সংশোধনের অনেক বড় একটি সুযোগ নিয়ে আসে। এ মাস যেখানে আমাদের ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাস সেখানে আমাদের দুর্বলতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ এবং সংশোধনের মাসও বটে। তাই এ মাসে আমাদের নিজেদের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে, খোদা তা'লার নির্দেশাবলী মেনে বা সেগুলো শিরোধার্য করে আত্মসংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। যদি আমরা এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা না করি তাহলে রমযানের সেহ্‌রী এবং ইফতারীই কেবল খাচ্ছি বা উপভোগ করছি। কার্যতঃ এর কোন প্রভাব আমাদের ওপর পড়বে না যা আমাদের আধ্যাত্মিক এবং শিক্ষাগত বা তরবিয়তী মানকে উন্নত করতে পারে। আর এটি তেমনই হবে যেভাবে কতক লোক সম্পর্কে কৌতুক প্রসিদ্ধ আছে যে, রোযা রেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তারা অজুহাত দেখায়, নফল এবং তারাবীর কথা বললে বিভিন্ন অজুহাত প্রদর্শন করে, নামায পড়া সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, বাজামা'ত নামায পড় তাহলে তারা অজুহাত দেখায় আর ইফতারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলে যে, হ্যাঁ-হ্যাঁ অবশ্যই করব। আমরা কাফিরতো নই যে, ইফতারীও করব না। অতএব আমাদের এমন

"হে মানব মণ্ডলি! সেই খোদার উপাসনা কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের যোগ্য তিনিই যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনিই চিরঞ্জীব, তাঁকেই ভালবাস।"

মু'মিন হওয়া উচিত নয়। যাদের অবস্থা এমন তারাই ধর্মকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে আর এটি কৌতুকের চেয়ে বেশি মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থারই চিত্র।

আল্লাহ্ তা'লা এদের প্রতি করুণা করুন; কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের মান অনেক উঁচু এবং উন্নত হওয়া উচিত। কোন বৈধ কারণ ছাড়া রোযা ছুটে যাওয়া উচিত নয় আর অনুরূপভাবে রমযানে ইবাদতের যে উদ্দেশ্য সেটিও সর্বোত্তমভাবে পালনের চেষ্টা করা উচিত। একইভাবে রমযানের সাথে কুরআনও বেশি বেশি পাঠ করা সুন্নত। হযরত জিব্রাঈল (আ.) রমযানে মহানবী (সা.)-কে বিশেষভাবে পুরো কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। তাই কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত আর এর ভেতর থেকে বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ সন্ধান করে তা শিরোধার্য করার চেষ্টা করা উচিত। তারাবীর নামায হয়ে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি ফরয নামায নয়। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে এর প্রচলন হয়েছে যেন যারা তাহাজ্জুদ পড়তে পারে না তাদের নফল ইবাদতের সুযোগ সৃষ্টি হয় আর ক্বারীর মাধ্যমে কুরআন করীম শোনারও সুযোগ পায়। কিন্তু যারা তাহাজ্জুদে উঠতে পারে তাদের তাহাজ্জুদও পড়া উচিত।

আজকাল সময় যেহেতু খুব সংক্ষিপ্ত তাই অল্প হলেও পড়া উচিত বা যারা রোযা রাখার জন্য জাগ্রত হয় তারা কিছুক্ষণ পূর্বেই জাগ্রত হয়। তাই আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট না করে নফল পড়া উচিত। তারাবী রোযার জন্য আবশ্যকীয় কোন শর্ত নয়। আর তাহাজ্জুদ যদিও আবশ্যকীয় শর্ত নয় কিন্তু নফল অবশ্যই পড়া উচিত। মু'মিনদেরকে সাধারণভাবে বছরের অন্যান্য সময়ও তাহাজ্জুদ পড়ার নসীহত করা হয়েছে বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার কারণ হলো, কেউ আমাকে বলেছে, রোযাদারের জন্য হয়তো অন্ততপক্ষে আট রাকাত তাহাজ্জুদ বা তারাবী পড়া আবশ্যক। তাই আমি স্পষ্ট করতে চাই যে, তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ্ রোযার কোন আবশ্যকীয় শর্ত নয়। তবে হ্যাঁ, ইবাদত করা উচিত, যখনই সুযোগ হয় নফল পড়া উচিত। আর আসল বিষয় হলো, রোযার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা যা সুন্নত। তাই সবার বেশি বেশি কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

আর আমি যেমনটি বলেছি, নামায এবং ইবাদত তো এমনিতেই প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ফরয বা আবশ্যক। অবশ্য রমযানে এসব ইবাদত এবং নামাযকে আমাদের আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার চেষ্টা করা আর অনুরূপভাবে যথাসম্ভব যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকা উচিত।

অতএব এই পরিবেশে অর্থাৎ রমযান মাসে এই চেষ্টা করা উচিত যে, যদি আমাদের ভেতর নামায এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে পূর্বে কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে আমরা তা দূরীভূত করে এই উদ্দেশ্যে এদিকে মনোযোগ দিব যে, এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকে আমরা রীতিমত আমাদের জীবনের অংশ করে নিব। শুধু রমযানেই এই নির্দেশকে শিরোধার্য করব না বা এ নির্দেশ কেবল রমযানের জন্যই নয় বরং এক মু'মিনের জন্য এটি একটি স্থায়ী নির্দেশ। অতএব আমাদের প্রত্যেকের এই বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত যে, নামায এবং ইবাদত খোদা তা'লার মৌলিক নির্দেশাবলীর অন্তর্গত। যেভাবে আজকাল আমাদের অধিকাংশ মানুষের এ কারণেই ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে যে, রমযান মাস কল্যাণের মাস আর দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস। তাই আমাদেরও খোদার অনুগ্রহরাজিতে সিক্ত হওয়া উচিত আর এই রমযান মাস থেকে লাভবান হওয়া উচিত।

এ সম্পর্কে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানেও খোদা তা'লার দৃষ্টি রয়েছে। তিনি আমাদের নিয়্যত বা উদ্দেশ্যকে জানেন এবং আমাদের কর্মকে আমাদের নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের মাপকাঠিতে যাচাই করেন। অতএব আমাদের এই নিয়্যতে মসজিদ আবাদ করার প্রতি এবং ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন করব আর এ মাসের ইবাদতসমূহকে জীবনের স্থায়ী অংশ বানানোর চেষ্টা করব। যদি তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে উঠে বা দিনের বেলা নফল পড়ার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এই অভ্যাসকে স্থায়ী রূপ দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, **'ইয়া আইয়্যুহান্নাসু'বুদু রাব্বাকুমুল্লাযি খালাকাকুম ওয়াল্লাযিনা মিন কাবলিকুম লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন'** অর্থাৎ, হে মানব মণ্ডলি! তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তাদেরকেও যারা তোমাদের পূর্বে ছিল যেন তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেন, "হে মানব মণ্ডলি! সেই খোদার উপাসনা কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের যোগ্য তিনিই যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনিই চিরঞ্জীব, তাঁকেই ভালবাস।" অতএব ঈমানদারী বা বিশ্বস্ততা হলো, খোদার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন আর অন্য সবকিছুকে তাঁর মোকাবিলায় তুচ্ছ জ্ঞান করা। জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত চিন্তা-ধারার যতটুকু সম্পর্ক আছে আমরা সবাই জানি, আল্লাহ্ তা'লাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাই চিরঞ্জীব এবং তিনিই জীবন্ত খোদা। তিনিই দোয়া গ্রহণ করেন বা শোনেন আর তাঁকেই মন দেয়া উচিত বা ভালবাসা উচিত। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমাদের বেশিরভাগ মানুষ খোদা তা'লার সাথে সেই বিশেষ সম্পর্ক বন্ধন রচনার চেষ্টা করে না যা করা আবশ্যক অর্থাৎ সেই সম্পর্ক যা অন্য সকল সম্পর্ককে আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ করে তুলবে। রমযানে একটি বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে এদিকে পদচারণা আরম্ভ হয় আর রমযানের পর অধিকাংশের অবস্থা এমন হয় যে, গতি কমতে কমতে এক সময় এই পদচারণা বন্ধ হয়ে যায় বা থেমে যায়।

অতএব নিজেদের কর্মের মাধ্যমে আমাদের এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া বাকি সব কিছুই তুচ্ছ আর এ বিষয়টি বুঝার জন্য

হৃদয়ে তাক্বওয়া বা খোদা-ভীতি সৃষ্টি করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে এ কথাই বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর যেন তোমাদের হৃদয়ে খোদার তাক্বওয়া বা খোদা-ভীতি সৃষ্টি হয়। ইবাদতের উদ্দেশ্য কেবল খোদা তা'লাকে চেনা বা শনাক্ত করা নয় বরং তাক্বওয়া সৃষ্টি করে নিজেদের আধ্যাত্মিক উচ্চতা অর্জন করা, খোদা তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করা, এগুলোও ইবাদতের উদ্দেশ্য। আর যদি খোদার গুণাবলীর বুৎপত্তি অর্জন হয় কেবল তবেই তাঁর মোকাবিলায় সবকিছু তুচ্ছ প্রমাণিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন, তোমাদের রবের বা প্রভুর ইবাদত কর। 'রব' খোদা তা'লার সেই বৈশিষ্ট্য যা মানুষের প্রতিপালন করে, সৃষ্টি করে এবং এরপর ধীরে ধীরে তাকে উন্নতির উচ্চমার্গে নিয়ে যায়, তাকে ক্রমান্বয়ে উন্নতি দান করে।

অতএব এখানে যখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর তখন তিনি বলছেন, তোমাদের সকল প্রকার ভবিষ্যৎ উন্নতি তোমাদের প্রভুর সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট। আর তোমরা যখন বিশুদ্ধ চিত্তে কেবল স্বীয় প্রভুর ইবাদত করবে তখন যেখানে রবুবিয়্যত বৈশিষ্ট্যের সার্বজনীন কল্যাণে পৃথিবীর জাগতিক প্রতিপালন হবে সেখানে তোমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি-বৃত্তির উন্নতি এবং প্রতিপালনও হতে থাকবে। অতএব এতে আমাদের জন্য এই নসীহতও রয়েছে যে, যদি আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি না হয় তাহলে আমরা নিজেদের ইবাদতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছি না এবং এর সহজাত ফলাফল স্বরূপ আমাদের প্রভুর আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি থেকে আমরা কল্যাণমন্ডিত হচ্ছি না। আমরা যখন আমাদের প্রভুর ইবাদতের দায়িত্ব পালন করে তাঁর এই সিফত বা বৈশিষ্ট্য থেকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে কল্যাণমন্ডিত হব বা কল্যাণ লাভ করব তখন তাক্বওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা উন্নতি করব। আর তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করলে আমাদের ইবাদত তখন শুধু রমযান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সারা বছর এবং সারা জীবনকে তা পরিবেষ্টন করবে। অতএব এই চিন্তা-চেতনা নিয়ে আমাদের ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "প্রকৃত কথা হলো, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো এই ইবাদত। অর্থাৎ জন্মের উদ্দেশ্য এটিই। যেভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে, **'ওয়ামা খালাকতুল যিন্না ওয়ালইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন'** অর্থাৎ আসলে ইবাদত হলো, সকল প্রকার কঠোরতা ও বক্রতা পরিহার করে হৃদয়-জমিনকে এমনভাবে পরিষ্কার করা যেভাবে এক কৃষক তার জমি পরিষ্কার করে থাকে।"

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন, "অতএব এটি কতইনা গুরুত্বপূর্ণ যেন তোমরা এটি অনুধাবন কর যে, তোমাদের সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা যেন তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁরই হয়ে যাও। এই বস্তুজগত যেন তোমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য না হয়। আমি যে এই কথা বারবার বর্ণনা করি তার কারণ হলো, আমার মতে এটিই একমাত্র উদ্দেশ্য যার জন্য মানুষ এসেছে অথচ এটি থেকেই মানুষ যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে।" অতএব এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

কতিপয় কর্মচারী এবং ওহদাদারদের সম্পর্কে যখন আমার কাছে এই অভিযোগ আসে যে, তারা নামাযে অলস, মসজিদে আসে না বা অনেকে এমন আছে যারা ঘরেও নামায পড়ে না আর তাদের স্ত্রীরাও অভিযোগ করে থাকে তখন আমি যারপর নাই লজ্জিত হই। অতএব আমাদের নিজেদের ইবাদতের বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন; এছাড়া তাক্বওয়া অর্জন হতে পারে না। আর যদি তাক্বওয়া না থাকে তাহলে মানুষ খোদার প্রাপ্য অধিকারও দিতে পারে না, তাঁর সৃষ্টির অধিকারও প্রদান করতে পারে না, জামা'তের জন্যও সে কোন কল্যাণকর সত্তা হতে পারে না আর তার কাজ কোনভাবে কল্যাণকরও হতে পারে না।

অতএব আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত সচেতনতার সাথে নিজেদের ইবাদতের তত্ত্বাবধান এবং সুরক্ষা করা প্রয়োজন যেন আমরা খোদার কৃপাভাজন হতে পারি আর আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও যেন হয়। এছাড়া আমাদের জন্য খোদা তা'লার আরও একটি নির্দেশ রয়েছে, তিনি বলেন **'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু লাতাখুনুল্লাহা ওয়ার রসূলা ওয়াতাখুনু আমানাতিকুম ওয়ানতুম তা'লামুন'** অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করো না নতুবা এর ফলে তোমরা নিজেদের আমানতের প্রতি জেনেশুনে বিশ্বাস ঘাতকতা মূলক আচরণ করবে।

অতএব এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ যা গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। খিয়ানত বা বিশ্বাস

মহানবী (সা.) বলেন, "তিনটি বিষয়ে মুসলমানের হৃদয় বিশ্বাস ঘাতকতার আশ্রয় নিতে পারে না। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানে কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন। দ্বিতীয়তঃ সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা। তৃতীয়তঃ জামা'তবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা।"

ঘাতকতা শুধু বড় কথা বা বড় বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয় বরং তুচ্ছ বিষয় থেকে আরম্ভ করে বড় বড় কথা এবং কাজও এর আওতাভুক্ত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যিনি পবিত্র একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন তিনি তাঁর বয়আতের শর্তাবলীর দ্বিতীয় শর্তে আমাদের কাছ থেকে বিশেষভাবে খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা বর্জন এবং একে এড়িয়ে চলার অঙ্গীকার নিয়েছেন। প্রত্যেক পাপ তা ছোট হোক বা বড় সেটি পাপই। কিন্তু কোন কোন পাপ এমন যা থেকে নতুন নতুন পাপ সৃষ্টি হতে থাকে আর খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা সেই ধরনেরই একটি পাপ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বিশ্বাস ঘাতকতার অভ্যাস নিজের আমানত এবং অবশ্য পালনীয় বিষয় সমূহের ক্ষেত্রেও খিয়ানতে প্রবৃত্ত করে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বিশ্বাসঘাতক আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রাপ্য অধিকারও দিতে জানে না আর বান্দাদের অধিকারও প্রদান করতে পারে না। এক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি যদি লক্ষ বারও বলে যে, আমি নামায পড়ি, ইবাদত করি কিন্তু যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো তাক্বওয়া বা খোদা-ভীতি সৃষ্টি করা আর তাক্বওয়ার অর্থই হলো, খোদা-প্রেম ও খোদা-ভীতির কারণে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা মানুষকে তাক্বওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এটি হতেই পারে না যে, মানুষ বিশ্বাসঘাতকও হবে আর একই সাথে তাক্বওয়ার ওপর বিচরণকারীও হবে আর মানুষের অধিকারও যথাযথভাবে প্রদান করবে। আর এর সহজাত ফলাফলস্বরূপ এমন মানুষের ইবাদতও আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন না। আবেদ বা ইবাদতকারী হওয়া তো দূরের কথা এক বিশ্বাসঘাতক তো ঈমানদারও আখ্যা পেতে পারে না।

মহানবী (সা.) একস্থানে বলেন, "কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমান এবং কুফরী আর সত্যবাদিতা ও মিথ্যা একত্রিত হতে পারে না বা সহাবস্থান করতে পারে না।" অনুরূপভাবে আমানত এবং খিয়ানতও একত্রিত হতে পারে না। তাই ঈমানের চিহ্ন হলো, সত্যতা এবং আমানত প্রত্যর্পণ বা ফেরত দেওয়া। এ কারণেই মহানবী (সা.) একস্থানে বলেন, মিথ্যা এবং বিশ্বাস ঘাতকতা ছাড়া অন্য বদভ্যাস মু'মিনের মাঝে থাকতে পারে কিন্তু এ দু'টো বদভ্যাস এক মু'মিনের মাঝে থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং বিশ্বাসঘাতক সে মু'মিন নয়। আমানতের সুরক্ষা বা আমানতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং বিশ্বাস ঘাতকতা এড়িয়ে চলার বিষয়টি অনেক ব্যাপক একটি বিষয়। আর এক মু'মিনের কাছে আশা করা হয় যে, সে এর গুরুত্ব এবং ব্যাপকতা অনুধাবন করবে। আর এটি বুঝার জন্য মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি বিষদভাবে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে।

তিনি (সা.) বলেন, "তিনটি বিষয়ে মুসলমানের হৃদয় বিশ্বাস ঘাতকতার আশ্রয় নিতে পারে না। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানে কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন। দ্বিতীয়তঃ সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা। তৃতীয়তঃ জামা'তবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা।" অতএব এতে খোদার প্রাপ্য অধিকারের কথাও রয়েছে, বান্দার অধিকার প্রদানের কথাও বলা হয়েছে আর জামা'তের প্রতি বিশ্বস্ততার দিকটাও রয়েছে। এই তিনটি বিষয়ই এর অন্তর্গত।

আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইবাদতের পাশাপাশি সেসব দায়িত্বও এসে যায় যা খোদার ধর্মের খিদমতকারীদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ওহদাদারদের ওপর যেসব আমানত ন্যস্ত করা হয়েছে নিজেদের সেসব আমানত যথাযথভাবে প্রত্যর্পণের বিষয়টি যদি প্রত্যেকে নিজেই খতিয়ে দেখে, প্রত্যেক সেবক বা খিদমতকারী যদি নিজেই তা বিশ্লেষণ করে আর আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া বা খোদা-ভীতিকে সামনে রেখে যদি এই কাজ করে তাহলে সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, সেই আমানতের সে কতটা সুরক্ষা করছে যা তার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে বা সে এর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল।

এরপর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) একথাও বলেছেন, যদি তোমরা নিজ ভাইদের অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান না কর তাহলে এটিও এক প্রকার খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা। তোমাদের জিহ্বা এবং হাত দ্বারা যদি অন্যরা কষ্ট পায়, তাহলে এক মুসলমান হিসেবে তোমার ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্ব তুমি পালন করছ না আর অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান না করে তুমি খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করছ। বরং এক বর্ণনায় মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন, এক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো তার হাত এবং জিহ্বা থেকে যেন অন্যরা নিরাপদ থাকে।

অতএব প্রত্যেক মানুষের অধিকার প্রদান করা এক মুসলমানের জন্য আবশ্যক আর সেই অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান না করা তাকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে। এছাড়া একজন আহমদীর জন্য জামা'তী ব্যবস্থাপনা মেনে চলা এবং নিজ বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করা আবশ্যক। জামা'তের প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ অঙ্গ সংগঠনের ইজতেমায় এই অঙ্গীকার করে যে, সে জামা'তের ব্যবস্থাপনা মেনে চলবে। তাই এই অঙ্গীকারও এক প্রকার আমানত এবং এটি রক্ষা করা আবশ্যক। নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে এটি রক্ষা করা উচিত। খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আনুগত্যও আবশ্যক, আহাদনামায় এই অঙ্গীকারও করা হয়। আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, পারিবারিক জীবনে ছেলে এবং মেয়ে যখন বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন পরস্পরের ওপর পরস্পরের কিছু অধিকার রয়েছে; সেই অধিকার প্রদানও এক প্রকার আমানত। পারিবারিক জীবনে স্বামীর ওপর যে সকল আমানত রয়েছে তার মাঝে উদাহারণস্বরূপ মহিলার মোহরানা রয়েছে যা তার পরিশোধ করা উচিত।

এমন অনেক কেইস এসে থাকে যে, যখন ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায় তখন মোহরানা না দেয়ার চেষ্টা করা হয়। রসূল করীম (সা.) এই বিষয়ে এটি পর্যন্ত বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে বিয়ের জন্য মোহরানা নির্ধারণ করে আর তার নিয়্যত এটি থাকে যে, সে তা

পরিশোধ করবে না তাহলে এমন ব্যক্তি ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কারও কাছ থেকে ঋণ ফেরত না দেয়ার মানসে ঋণ নেয় এমন ব্যক্তি চোর।"

এরপর দেখুন! মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আমানতের মানকে কোন পর্যায়ে উপনীত করার আশা রেখেছেন এবং তাকিদ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, "যার কাছে তার মুসলমান ভাই কোন পরামর্শ চায় আর সে যদি না বুঝে কোন পরামর্শ দেয় তাহলে সে তার সাথে খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। অর্থাৎ যদি সকল তথ্য-উপাত্ত সামনে রেখে সঠিকভাবে পরামর্শ না দেয় তাহলে এটি খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতার নামান্তর। কেউ কেউ এমন হয়ে থাকে যে, অন্যরা যখন তাদেরকে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে পরামর্শ চায় তখন সঠিক পরামর্শ দেয় না। অতএব আমানত রক্ষা বলতে যা বুঝায় তাহলো, যদি কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকে তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিন। আর যদি কোন উত্তম পরামর্শদাতার কথা জানা থাকে তাহলে তার ঠিকানা বলে দেয়া উচিত বা তার কাছে পাঠানো যেতে পারে।

আমি অনেক উকিলকে দেখেছি, তারা এখানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের ভুল পরামর্শ দেয় বা পুরো আন্তরিকতার সাথে পরামর্শ দেয় না। নিজেদের ফিস ঠিকই পুরোপুরি নেয়। তারা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করছে। অনুরূপভাবে আরও অনেক বিষয় রয়েছে। অতএব এমন লোকদের ভাবা উচিত, এক ব্যক্তি যখন বিশ্বাস করে আপনার কাছে আসে তখন তাকে সঠিক পথ দেখান নতুবা আল্লাহ্‌র রসূলের সিদ্ধান্ত অনুসারে এমন ব্যক্তি খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করছে।

অতএব এসব বিষয়ে অনেক সাবধানতার প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মাঝে আমানত প্রত্যর্পণ এবং বিশ্বাস ঘাতকতা এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে কি মান দেখতে চান তা দেখুন! তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, "যে ব্যক্তি কুদৃষ্টি, বিশ্বাস ঘাতকতা, ঘুষ এবং সকল প্রকার অবৈধ তসরুফ বা কাজ থেকে তওবা করে না সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।" তিনি (আ.) আরও বলেন, "প্রত্যেক সেই পুরুষ যে স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।" তিনি (আ.) আরও বলেন, "আল্লাহ্ তা'লাকে এক ও অ-দ্বিতীয় মানার পাশাপাশি আবশ্যকীয় বিষয় হলো, তাঁর সৃষ্টির অধিকার খর্ব না করা। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের অধিকার খর্ব করে এবং খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এ বিশ্বাসী নয়।" তিনি (আ.) আরও বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাক্বওয়াকে পোষাক নামে অভিহিত করেছেন। দেখুন! 'লেবাসুত্ তাক্বওয়া' কুরআনেরই শব্দ। এটি এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য এবং আধ্যাত্মিক শোভা তাক্বওয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় আর তাক্বওয়া হলো, মানুষ যেন খোদা তা'লা কর্তৃক ন্যস্ত সকল আমানত এবং ঈমানী অঙ্গীকার আর একইভাবে সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত সকল আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান থাকা অর্থাৎ এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া।"

অতএব আমানতের সূক্ষ্ম দিক সমূহ সন্ধান করে সেগুলোর ওপর আমল করা আমাদেরকে আমানত প্রদানকারীর আসনে আসীন করে যার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রদান যা আমাদের দায়িত্ব তা একটি আমানত। সকল আবশ্যকীয় দায়িত্ব যা আমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে এগুলো এক আমানত আর তা পালন করা আমাদের জন্য ফরয বা আবশ্যক। আর আমরা যদি খোদা তা'লার কৃপাবারির অধিকারী হতে চাই তাহলে এই আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা জরুরী বা অবধারিত।

অতএব আমাদের প্রত্যেককে এর প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এরপর খোদা তা'লার আরও একটি নির্দেশ আজ বর্ণনা করার জন্য নিয়েছি যা সমাজের শোভা এবং সৌন্দর্য্য বর্ধন করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, **'আল্লাযিনা ইউনফিকুনা ফিস্‌সার্‌রায়ে ওয়াযার্‌রায়ে ওয়ালকাযিমিনাল গাইযি ওয়ালআফিনা আনিন্নাস, ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহ্‌সিনিন'** অর্থাৎ, যারা স্বাচ্ছন্দ্যেও খরচ করে এবং অস্বাচ্ছন্দ্যেও খরচ করে আর যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে মার্জনা করে। আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের ভালবাসেন।

যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয বা আবশ্যক। অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের মানদন্ড কি হওয়া উচিত তা আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে সুস্পষ্ট করেছেন বরং আরও গভীরে গিয়ে আমাদেরকে এই নসীহত করেছেন যে, অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের চেয়েও অগ্রসর হয়ে ত্যাগ বা কুরবানীর ফলে সমাজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। শুধু

রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে বিয়ের জন্য মোহরানা নির্ধারন করে আর তার নিয়্যত এটি থাকে যে, সে তা পরিশোধ করবে না তাহলে এমন ব্যক্তি ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কারও কাছ থেকে ঋণ ফেরত না দেয়ার মানসে ঋণ নেয় এমন ব্যক্তি চোর।"

অধিকার বা প্রাপ্যই দেবে না বরং অনেক সময় প্রাপ্য বা অধিকার প্রদানের জন্য ত্যাগও স্বীকার করতে হয়। যে সমাজের প্রতিটি সভ্য বা ব্যক্তি শুধু পরস্পরের অধিকারই প্রদান করে না বরং কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকারের মন মানসিকতা নিয়ে যদি অধিকার প্রদান করে তাহলে সেই সমাজ সত্যিকার অর্থে সেই মানে উপনীত হয় যাকে আমরা বলতে পারি, এটি জান্নাতের মতো সমাজ বা জান্নাত প্রতীম সমাজ। এর দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে দেখতে পাই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লাও বলেছেন, **'ওয়াইউছিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়ালাও কানাবিহিম খাসাসা'** অর্থাৎ, আর দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তারা অন্যদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়।

অতএব এমন চিন্তা-চেতনা এবং এমন আমল বা কর্ম যদি হয় তাহলেই ত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি হয়, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে মানুষ পিষ্ট করে, অন্যের মঙ্গল কামনা করে আর অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করে। এরূপ চারিত্রিক মাহাত্ম্যের সবচেয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর যাপিত জীবনে দেখতে পাই। আমরা দেখি, তিনি (সা.) তাঁর কন্যার হত্যাকারীকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন আর এমনই আরও অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। এছাড়া রাগ এবং ক্রোধ সংবরণ আর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শনের জন্য তিনি কীভাবে তাঁর সাহাবীদের নসীহত করেছেন এবং তরবীয়ত করেছেন তা দেখুন! একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যে, "এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে আজেবাজে কথা বলা আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিরব ছিলেন। মহানবী (সা.) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন আর সেই ব্যক্তির কথা শুনে মুচকি হাসছিলেন। সেই ব্যক্তির অন্যায় যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) কঠোর ভাষায় সেই ব্যক্তির কিছু কথার উত্তর দেন। তখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় অসন্তোষের ছাপ প্রকাশ পায় আর তিনি সেখান থেকে উঠে চলে যান। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, সেই ব্যক্তি আপনার উপস্থিতিতে আমাকে আজেবাজে কথা বলছিল অথচ আপনি বসে ছিলেন। কিন্তু আমি যখন তার কিছু কথার উত্তর দিলাম তখন আপনি রাগ করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, সে যখন গালি দিচ্ছিল আর তুমি নিরব ছিলে তখন খোদা তা'লার এক ফিরিশ্‌তা তোমার পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু তুমি যখন পাল্টা উত্তর দিলে তখন ফিরিশ্‌তা চলে যায় আর শয়তান সেই স্থান নিয়ে নেয়।" আর এটি জানা কথা যে, এরপর মহানবী (সা.)-এর সেখানে বসার কোন যৌক্তিকতা ছিল না।

অতএব মহানবী (সা.) এভাবে সাহাবীদের তরবীয়ত করেছেন, তাদের বৈধ রাগ এবং ক্রোধকেও মার্জনায় বদলে দিয়েছেন বরং তাদেরকে ইহসান বা অনুগ্রহ করার রীতি শিখিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "তিনি (সা.) কখনও নিজের খাতিরে তাঁর ওপর কৃত কোন যুলুম বা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রাপ্তদেরকে অনেক বড় বড় গালি দেয়া হয়েছে, অনেক মারাত্মকভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে কিন্তু তাদেরকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, **'ওয়া আ'রিয আনিল যাহেলিন'** স্বয়ং সেই পূর্ণ মানব আমাদের নবী (সা.)-কে খুবই ভয়াবহ কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং গালি, নোংরা ভাষা ও ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু উন্নত নৈতিক গুণাবলীর মূর্তপ্রতীক সেই সত্তা এর মোকাবিলায় কি করেছেন? তাদের জন্য দোয়া করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তুমি যদি অজ্ঞদের অবজ্ঞা কর বা এড়িয়ে চল তাহলে আমরা তোমার সম্মান এবং প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করব আর এসব বাজারী মানুষ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না আর তাই হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর বিরোধীরা তাঁর কোন সম্মানহানী করতে পারেনি বরং নিজেরাই লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েছে বা তাঁর সামনেই ধ্বংস হয়েছে।"

এরপর মহানবী (সা.)-এর এই নিবেদিত প্রাণ দাসের ব্যক্তিগত আদর্শ কেমন ছিল এর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। ডক্টর মার্টিন ক্লার্ক হত্যা সংক্রান্ত মামলায় খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হন তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উকীল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব যিনি একজন অ-আহমদী ভদ্র মানুষ ছিলেন, তিনি মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাক্ষ্যকে দুর্বল করার জন্য আদালতে মৌলভী সাহেবের কাছে তার বংশ সম্পর্কে এমন কিছু তীর্যক প্রশ্ন করেন। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) একস্থানে বলেন, "যে ব্যক্তি কুদৃষ্টি, বিশ্বাস ঘাতকতা, ঘুষ এবং সকল প্রকার অবৈধ তসরুফ বা কাজ থেকে তওবা করে না সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।"

তিনি (আ.) আরও বলেন, "প্রত্যেক সেই পুরুষ যে স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।"

> *হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আরো বলেন, আমি দেখেছি যে, জামা'তের অধিকাংশ সদস্যের মাঝে এখনও রাগ এবং ক্রোধের ব্যাধি রয়েছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ দানা বাঁধে এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। এমন লোকদের জামা'তের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আমি বুঝি না, কেউ যদি গালি দেয় তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরব থাকলে বা এর উত্তর না দিলে সমস্যা কোথায়। প্রত্যেক জামা'তের সংশোধন প্রথমে চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। প্রথমে ধৈর্য্যের মাধ্যমে তরবীয়তের ক্ষেত্রে উন্নতি করা উচিত আর এর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো, কেউ যদি বাজে কথা বলে তাহলে তার জন্য হৃদয়ে বেদনা নিয়ে দোয়া করা যে, আল্লাহ্ তা'লা তার সংশোধন করুন।*

তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর উকিলকে বাঁধা দেন এবং বলেন, মৌলভী সাহেবকে এমনভাবে জেরা করার অনুমতি আমি আপনাকে কিছুতেই দিতে পারি না। আর এটি বলতে গিয়ে তিনি (আ.) নিজের হাত তাৎক্ষণিকভাবে উকীল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেবের মুখের ওপর রেখে দেন। এটি সেই উন্নত নৈতিক চরিত্র যে, নিজেকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েও তিনি (আ.) নিজের প্রাণের শত্রুর সম্মান ও সম্ভ্রমের সুরক্ষা করেছেন।

মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব সবসময় এই ঘটনার উল্লেখ করতেন যে, মির্যা সাহেব অদ্ভুত ও বিস্ময়কর চরিত্রের অধিকারী এক মানুষ। এক ব্যক্তি তাঁর সম্মান বরং জীবনের ওপর আঘাত হানছে; তার বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্যকে দুর্বল করার জন্য কিছু প্রশ্ন করা হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এই বলে বাঁধা দেন যে, আমি এমন প্রশ্ন করার অনুমতি দিতে পারি না। অতএব এটি হলো সেই মর্যাদা যা ক্রোধ দমন ও মার্জনা বরং অনুগ্রহেরও দৃষ্টান্ত। যা এযুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের জীবনে বা জীবন চরিতে আমরা দেখতে পাই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, **'ওয়ালকাযিমিনাল গাইযি ওয়ালআফিনা আনিন্নাস, ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহ্‌সিনিন'** অর্থাৎ, তারাই মু'মিন যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর অপলাপকারী অত্যাচারীদের ক্ষমা করে এবং বাজে কথার মাধ্যমে বাজে কথার উত্তর দেয় না। জামা'তকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুখ, কান, চোখ তথা সকল অঙ্গে যেন তাক্বওয়া প্রবেশ করে। তার ভেতর এবং বাহিরে যেন তাক্বওয়ার জ্যোতি বিরাজ করে। সে যেন উন্নত চরিত্রের মহান আদর্শ হয়। অযথা রাগ এবং ক্রোধ যেন আদৌ না থাকে।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমি দেখেছি যে, জামা'তের অধিকাংশ সদস্যের মাঝে এখনও রাগ এবং ক্রোধের ব্যাধি রয়েছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ দানা বাঁধে এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। এমন লোকদের জামা'তের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আমি বুঝি না, কেউ যদি গালি দেয় তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরব থাকলে বা এর উত্তর না দিলে সমস্যা কোথায়। প্রত্যেক জামা'তের সংশোধন প্রথমে চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। প্রথমে ধৈর্য্যের মাধ্যমে তরবীয়তের ক্ষেত্রে উন্নতি করা উচিত আর এর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো, কেউ যদি বাজে কথা বলে তাহলে তার জন্য হৃদয়ে বেদনা নিয়ে দোয়া করা যে, আল্লাহ্ তা'লা তার সংশোধন করুন।

আর হৃদয়ে হিংসা বিদ্বেষকে কোনভাবেই যেন বৃদ্ধি পেতে না দেয়। যেভাবে পৃথিবীর বা জাগতিক আইন আছে সেভাবে আল্লাহ্ তা'লারও আইন আছে। এই জগত যেখানে নিজের আইন পরিত্যাগ করে না সেখানে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে নিজের আইন পরিত্যাগ করতে পারেন। অতএব যতক্ষণ পরিবর্তন না আসবে ততক্ষণ তাঁর দৃষ্টিতে তোমাদের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্ তা'লা আদৌ এটি পছন্দ করেন না যে, নমনীয়তা, ধৈর্য্য এবং মার্জনা যা উন্নত গুণাবলী সেগুলোর স্থান নেবে পাশবিকতা। যদি তোমরা এসব উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে উন্নতি কর তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।"

আল্লাহ্ তা'লা এই রমযানে আমাদেরকে ইবাদতের মান উন্নত করার এবং সেগুলোতে অবিচল থাকার তৌফিক দানের পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলী এবং প্রাপ্য অধিকার প্রদান নিশ্চিত করার এবং সেগুলোকে স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে রূপ দেয়ার তৌফিক দান করুন। আর আমি যেমনটি বলেছি, আমাদের সকল কর্মী যারা কোন না কোনভাবে জামা'তের কাজ করছেন তাদের নিজ ঘরেও আর বাইরেও সর্বপ্রথম নিজেদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত।

দোয়ার প্রতি পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করছি, রমযানের প্রথম খুতবায়ও বলেছিলাম সংক্ষেপে আবারও বলছি, নিজেদের জন্য দোয়ার পাশাপাশি জামা'তের উন্নতি এবং শত্রুর ভয়াবহ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকাল অনেক বেশি দোয়া করুন আর ইসলামের বিশ্ববিজয়ের জন্যও অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

জুমুআর খুতবা

রমযান : আত্মশুদ্ধি ও আমাদের দায়িত্ব

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৬ জুন, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ***"কেবল কথাবার্তা বা তর্ক-বিতর্কের মাঝেই আমাদের জামাতের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, আর এটি মূল উদ্দেশ্য নয় বরং আত্মশুদ্ধি এবং সংশোধন আবশ্যক, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন।"*** অতএব তিনি (আ.) জামাতের সদস্যদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন চান। যখন তিনি বলেন যে, শুধু কথাবার্তা বা তর্ক-বিতর্কের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়–এর অর্থ হলো, শুধু কথার খৈ ফোটাবে না, বা কথার মাঝেই সীমিত থেকো না। এটি যেন না হয় যে, যেখানে নিজের স্বার্থ দেখবে সেখানেই কথা পরিবর্তন করে বসবে বা নৈতিকতার মানকে জলাঞ্জলী দিবে। বরং ঈমান, খোদার কথা মেনে চলা, আত্মসংশোধন এবং নফসকে সর্বদা পবিত্র রাখাকে জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত কর। আর যখন এমন হবে

লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর নামাযের খুতবা শ্রবণরত মুসল্লীগণ

তখনই তাঁর (আ.) হাতে বয়আত করা অর্থবহ হবে আর এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) প্রেরণ করেছেন।

অতএব একজন আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, তাঁর (আ.) হাতে বয়আত গ্রহণকে অর্থবহ করে তোলার জন্য খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং সেগুলো মেনে চলা আবশ্যক। আমাদের সদা স্মরণ রাখা উচিত, খোদার সন্তুষ্টিই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখতে চাও তাহলে 'ফালইয়াসতাযিবুলি' -এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হও, আমার নির্দেশাবলী শিরোধার্য কর। খোদা তা'লার নির্দেশাবলী শিরোধার্য করার অর্থ কী? এর অর্থ হলো, আমাদের সমূহ শক্তি-সামর্থকে কাজে লাগিয়ে খোদার নির্দেশ মেনে চলা। নিজেদের জীবনকে খোদার নির্দেশের অধীনে অতিবাহিত করা।

অতএব রমযানের এই বিশেষ পরিবেশে আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা খোদা তা'লার নির্দেশাবলী কতটা শিরোধার্য করছি? যদি এমনটি না হয় তাহলে এসব কেবল মৌখিক দাবী হবে যে, আমরা খোদার নির্দেশাবলী মান্য করি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অগণিত নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সর্বদা এসব আদেশ-নিষেধকে নিজেদের সামনে রাখা উচিত যেন আত্মশুদ্ধির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর কিছু এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি যেগুলো আমাদের আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সমাজে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: 'ওয়াইবাদুর রাহমানিল্লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরযি হাওনা ওয়াইযা খাতাবাহুমুল যাহিলুনা কালু সালামা' অর্থাৎ, আর তারাই রহমান খোদার প্রকৃত বান্দা যারা বিনম্রতা, নমনীয়ভাব এবং গাম্ভীর্যের সাথে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে, অহংকার করে না। যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে বা কিছু বলে তখন তারা বিতন্ডায় লিপ্ত হয় না বরং বলে, আমরা তো তোমাদের জন্য শান্তির দোয়াই করি।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে সেই মহান চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংক্রান্ত শিক্ষার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন। আর তাঁর মান্যকারীরা, তাঁর সাহাবীরা এই চারিত্রিক সৌন্দর্য নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই যুগ, যখন পৃথিবী অন্ধকারে বা অমানিশায় নিমজ্জিত ছিল আর শয়তানের থাবা কবলিত ছিল, অহংকার, আত্মশ্লাঘা, গর্ব এবং ফিতনা ও নৈরাজ্য পৃথিবীকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। তখন তিনি (সা.) মানুষকে শুধু উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিনয় ও নম্রতার শিক্ষাই দেন নি বরং এমন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে যারা এই আয়াতের ব্যবহারিক চিত্র ছিলেন।

আজও পৃথিবীর অবস্থা এমনই আর এই যুগেও আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রেরণ করে তাঁকে ইবাদুর রহমান বান্দাদের সমন্বয়ে এমন জামা'ত গঠনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। অতএব তাঁর জামাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে এই মানদন্ড এবং মাপকাঠিকে নিজেদের সামনে রাখা প্রয়োজন। আয়াতে রহমান খোদার বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন, 'ইয়ামশুনা আলাল আরযি হাওনা' অর্থাৎ তারা ভূপৃষ্ঠে শান্তিপূর্ণভাবে, গাম্ভীর্য ও বিনয়ের সাথে এবং নিরহংকার হিসেবে চলাফেরা করে।

অতএব রহমান খোদার একজন বান্দাকে এ কথাগুলো দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, তার মাঝে বিনয়ও থাকতে হবে, গাম্ভীর্যও থাকতে হবে এবং তাকে নিরহংকারীও হতে হবে। অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে এমন মানুষ সমাজে ভালবাসা বিস্তারকারী এবং সমাজের শান্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী হয়ে যায়। তাদের এই গাম্ভীর্য এবং বিনয়ই অজ্ঞদের ভ্রান্ত কর্ম এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার মুখে তাদের মুখ থেকে এই উত্তর বের করে যে, সালামা অর্থাৎ তোমরা আমাদের সাথে ঝগড়া, ফাসাদ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করছো কিন্তু আমরা তোমাদের সাথে বিবাদের পরিবর্তে তোমাদের জন্য নিরাপত্তা এবং শান্তির দোয়া করি আর বিশেষ করে যখন ক্ষমতা হাতে আসে, যখন শক্তি হস্তগত হয় তখন যদি মানুষ এমন ব্যবহার করে তাহলে এটি এমন এক উন্নত নৈতিক গুণ যা

বান্দাকে প্রকৃত দাসত্ব শিখায় বা প্রকৃত বান্দা বানায়। অর্থাৎ মানুষ যখন এই নৈতিক চরিত্র রহমান খোদার বান্দা হওয়ার জন্য প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মান্য করার মানসে যখন এমন ব্যবহার করে তখন এমন বান্দা খোদার নৈকট্য লাভ করে আর এমন লোকদের দোয়া-ই আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন বা কবুল করেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে এরা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। পবিত্র হয়ে তারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পৃথিবীতে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বিনয়ের প্রসার হোক, সকল প্রকার পুণ্য পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করুক। সকল প্রকার পাপের অবসান হোক। মানুষ শয়তানের থাবা থেকে মুক্তি লাভ করুক। আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করে মানুষ এই পৃথিবীকেও শান্তি, আরাম এবং জান্নাতের লীলাভূমিতে পরিণত করবে এটিই আল্লাহ্ তা'লা চান। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা নবীদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন আর এই শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বড় নবী যিনি এসেছেন তিনি হলেন আমাদের নেতা এবং অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। যেন পৃথিবীকে প্রকৃত আব্দুর রহমান বা রহমান খোদার প্রকৃত বান্দা হওয়ার রীতি শিখাতে পারেন, পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকদের এটি অবগত করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য যে, প্রকৃত জান্নাতের ধারণা যদি লাভ করতে হয় এবং তা অর্জন করতে হয় তাহলে প্রথমে নিজেদের কর্মকে খোদার নির্দেশের অধীনস্ত করে এই পৃথিবীকেও জান্নাত-এ পরিণত কর। খোদার সেই সকল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি' অর্থাৎ এসো আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং এসো আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে রমযান দ্বারা আমাদেরকে এই শুভ সংবাদ দিচ্ছেন যে, এতে দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হয় আর আল্লাহ্ তা'লাও বান্দাদের নিকটতর হয়ে যান। খোদা তা'লা তো সর্বদা এবং সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ্ তা'লার নিম্ন আকাশে নেমে আসার অর্থ হলো, এই সময় তিনি সৎকর্মের বর্ধিত প্রতিদান দেন এবং দোয়া কবুল করেন। অতএব প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে ঈমানের দাবী করে, প্রত্যেক আহমদী যে প্রকৃত মুসলমান, যে রহমান খোদার বান্দা হওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ দাসের হাতে বয়আত করেছে তার আত্মজিজ্ঞাসার পথ অনুসরণের মাধ্যমে বিনয়ের সাথে, অহংকার পরিহার করে, নিজ সমাজে, গৃহে এবং পরিবেশে ঝগড়া-বিবাদ নিরসনের প্রচেষ্টায় শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রসার ও বিস্তার করা উচিত।

মহানবী (সা.) এ বিষয়ে তাঁর উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন উপলক্ষে নসীহতও করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন, এমনভাবে বা এতটা বিনয়ের পন্থা অবলম্বন কর যেন কেউ কারো উপর গর্ব না করে। এই মান যাচাইয়ের জন্য বাহ্যিক কোন যন্ত্র বা মাধ্যম নেই। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে সত্যিকার অর্থে ঈমানের দাবী করে তার আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। সে নিজেই সঠিক অর্থে বলতে পারবে যে, আমরা সত্যিকার অর্থে অহংকারমুক্ত কিনা? আমাদের বংশগরিমা নেইতো। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যদের চেয়ে উত্তম হওয়া নিয়ে আমরা গর্বিত নইতো। নিজেদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষিত হওয়া নিয়ে আমরা গর্বিত নইতো। নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা নিয়ে আমাদের মাঝে অহংকার নেইতো। আমাদের কোন পুণ্যকর্ম বা নেকী নিয়ে আমরা অহংকার করছি নাতো।

মহানবী (সা.) বলেন, কোন আরবের কোন অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই আর কোন অনারবেরও কোন আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এটি তার জন্য কোন প্রকার অহংকারের কারণ হতে পারে না। আসল বা প্রকৃত ভিত্তি হলো তাক্বওয়া। যার মাঝে তাক্বওয়া এবং খোদা-ভীতি থাকে তার মাথায় কোন প্রকার অহংকার দানা বাঁধতেই পারে না। অনেক সময় জ্ঞানের গর্ব বা অহংকার এত বেড়ে যায় যে, মানুষ ধর্ম থেকেও দূরে সরে যায়। মহানবী (সা.)-এর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখুন, খোদার নির্দেশে যখন তিনি এই ঘোষণা করেন যে, ***'আনা সাইয়্যেদু উলদে আদম'*** অর্থাৎ আমি সমগ্র আদম সন্তানের সর্দার। এটি এত বড় এক সম্মান যা শুধু এবং শুধুমাত্র আমাদের মনিবের লাভ হয়েছে। কিন্তু যেই মহান উচ্চতায় অন্য কারো পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয় সে পর্যায়ে পৌঁছার পর আমাদের মনিব আরও একটি উচ্চ চূড়ার কথা বলতে গিয়ে এভাবে ঘোষণা করেন যে, ***'ওয়া লা ফাখার'*** অর্থাৎ আর এটি নিয়ে আমার কোন অহংকার নেই। সমাজের নৈরাজ্য অবসানের জন্য এবং শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তাঁর (সা.) সুমহান আদর্শের আরও একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

একবার এক ইহুদী হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "মানুষ যতক্ষণ এক দরিদ্র ও দীনহীন বৃদ্ধার সাথে সেই একই ব্যবহার না করবে যা এক উচ্চ বংশীয় এবং উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তির সাথে প্রদর্শন করে থাকে বা করা উচিত আর সকল প্রকার অহংকার ও আত্মশ্লাঘা এড়িয়ে না চলবে সে কোনভাবে খোদা তা'লার রাজত্বে বা স্বর্গীয় রাজত্বে প্রবেশ করতে পারবে না।"

প্রমাণের চেষ্টা করলে মুসলমান কঠোর ভাষায় বলে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু। তখন সেই ইহুদী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলে, এই উক্তির মাধ্যমে আমাকে মর্মপীড়া দেয়া হয়েছে। তখন নবীকূল শিরোমনি বলেন, আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে যেয়ো না। এটি সেই মহান আদর্শ যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব এটি সেসব লোকের জন্যও উত্তর যারা এই শান্তি-সন্ধি এবং মিমাংসার বাদশাহ্‌র ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, তাঁর কারণে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে আর এটি সেই সকল লোকের জন্যও আদর্শ এবং শিক্ষনীয় বিষয় যারা তিনি (সা.)-এর নাম ভাঙ্গিয়ে যুলুম এবং বর্বরতার ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে কিন্তু আমরা যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার দাবী করি আজকের এই বিশ্বে এসব অপবাদ আরোপকারীদের অপবাদ খণ্ডনের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত। সত্যিকার মুসলমান হওয়ার দাবী যদি আমাদের থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকে সেই প্রকৃত শিক্ষার জীবন্ত আদর্শ হওয়ারও চেষ্টা করতে হবে যা মানার দাবী আমরা করি। আর এই কথাগুলো যেখানে আমাদের জন্য খোদার নৈকট্যের কারণ হবে সেখানে আমরা ইসলামের সুন্দর শিক্ষার প্রসারকারী হিসেবে পৃথিবীর পথ-প্রদর্শনকারীও হতে পারব।

মহানবী (সা.) একবার আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যে আমার সন্তুষ্টির জন্য এভাবে বিনয় অবলম্বন করে, এটি বলতে গিয়ে মহানবী (সা.) নিজ হাতের তালু মাটিতে স্পর্শ করেন, আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাকে আমি এত উচ্চতায় নিয়ে যাব, একথা বলতে গিয়ে তিনি (সা.) নিজ হাতের তালু উঁচু করেন আর অনেক উচ্চতায় নিয়ে যান। অতএব যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য বিনয় প্রদর্শন করে, যে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অহংকারকে ঘৃণা করে, যে খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে সমাজ থেকে ঘৃণার বীজ নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে এ জন্য যে, যেন শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়; তাকে আল্লাহ্ তা'লা এমন উচ্চতায় নিয়ে যান যা মানুষের কল্পনা এবং ধারণারও ঊর্ধ্বে।

এ দিনগুলো আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে দান করেছেন। আমি যেমনটি বলেছি, এ দিনগুলোতে আমাদের আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করে সকল আহমদীর শান্তি এবং নিরাপত্তার পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত। নিজ ভাইদের সাথে ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘটিয়ে, যার ভিত্তি অধিকাংশ সময় অহংকার এবং আত্মশ্লাঘাই হয়ে থাকে, প্রত্যেক আহমদীর সমাজে শান্তি বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। বিরোধীদের কথায় ধৈর্য্য প্রদর্শন করে তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করা উচিত যেন পৃথিবীর অশান্তি এবং নৈরাজ্যেরও অবসান ঘটে। আমরা পৃথিবীতে শান্তি, নিরাপত্তা এবং ভালবাসা প্রসারের দাবী তো অনেক করি কিন্তু সত্য তখন স্পষ্ট হয় যখন আমরা নিজেরা এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই আর আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করে এই শান্তি এবং প্রেম-প্রীতির পরিবেশ গড়ার চেষ্টা করি যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, আমি আমার জামা'তকে নসীহত করছি, *"তোমরা অহংকার পরিহার কর কেননা আমাদের মহা সম্মানিত খোদার দৃষ্টিতে অহংকার চরম ঘৃণ্য বিষয়। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের কথা বিনয়ের সাথে শুনতে চায় না এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় সেও অহংকার থেকে অংশ পেয়েছে। চেষ্টা কর যেন অহংকারের লেশমাত্রও তোমাদের মাঝে না থাকে, যেন ধ্বংস না হয়ে যাও আর যেন তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনসহ মুক্তি পেতে পার। খোদা তা'লার প্রতি ঝুঁকো বা বিনত হও আর মানুষ পৃথিবীতে কাউকে যতটা ভালবাসতে পারে সেই ভালবাসা তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে দাও। এ পৃথিবীতে মানুষ কাউকে সর্বোচ্চ যতটা ভালোবাসা দিতে পারে বা ভালবাসতে পারে সেই ভালবাসা আল্লাহ্‌কে দাও আর পৃথিবীতে মানুষের জন্য কাউকে যতটা ভয় করা সম্ভব তোমরা তোমাদের খোদা তা'লাকে ততটা ভয় কর। তোমরা পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র সংকল্পের অধিকারী হয়ে যাও। বিনয় এবং দীনতা অবলম্বন কর। নিরীহ মানুষের মত আচরণ কর যেন তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়।"*

অতএব এই অবস্থাই আমাদের প্রত্যেককে নিজের মাঝে সৃষ্টি করা উচিত। এই দিনগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থায় সকল প্রকার অহংকার দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। শান্তি প্রসারের চেষ্টা করা উচিত। আর এর জন্য দোয়ার প্রতিও সমধিক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

এরপর তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, *"এটি আদৌ আল্লাহ্ তা'লার রীতি নয়, যে তাঁর সামনে বিনয়ের সাথে সিজদাবনত হবে তাকে তিনি ব্যর্থ করবেন এবং লাঞ্ছনাজনক মৃত্যু দিবেন। যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে বা ফিরে আসে সে কখনও ব্যর্থ হয় না। সৃষ্টির সূচনা থেকে অদ্যবধি এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, অমুক ব্যক্তির আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব এই সত্যিকার এবং বস্তুনিষ্ঠ সম্পর্ক হলো আবশ্যকীয় শর্ত। আল্লাহ্ তা'লা বান্দার কাছে চান যে, সে যেন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা তাঁর দরবারে পেশ না করে। শুধু ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। কেবল কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যেন না আসে অর্থাৎ কোন প্রয়োজন দেখা দিলেই আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে! (এমন যেন না হয়) বরং বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর সামনে বিনত হওয়া উচিত। যে এভাবে ঝুঁকে বা বিনত হয় তার কোন কষ্ট হয় না আর সকল সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথ তার জন্য আপনা-আপনি খুলে যায়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন, 'ওয়ামাই ইয়াত্তা কিল্লাহা ইয়াযআল লাহু মুখরাযান ওয়াইয়ারযুকহু মিন হাইছু লা ইয়াহ তাসিব' এখানে রিযিক বলতে শুধু খাদ্য বা রুটি বুঝায় না বরং সম্মান, জ্ঞান এক কথায় সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত যার মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। যে খোদার সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখে সে কখনও ব্যর্থ হয় না।"*

তিনি (আ.) আরো বলেন, *"মানুষ! যে এক অতি দুর্বল সৃষ্টি সে কর্ম ফলের যের হিসেবে নিজেকে কিছু একটা হনুরে মনে করে আর অহংকার এবং আত্মশ্লাঘা তার*

মাঝে দানা বাঁধে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে নিজেকে সবচেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান না করবে সে মুক্তি পেতে পারে না।"

তিনি (আ.) বলেন, *"কবি বড়ই সত্য বলেছেন: 'ভালা হুয়া হাম নীচ ভায়ে হার কো কিয়া সালাম' 'জে হোতে ঘার উঁচ কে মিলতা কাহা ভাগবান' অর্থাৎ খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমরা ছোট পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি। যদি কোন অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করতাম তাহলে খোদা পেতাম না। যেখানে মানুষ নিজেদের উচ্চ বংশ নিয়ে গর্ব করে কবী সেখানে তার ছোট বংশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। তাই মানুষকে সব সময় নিজের ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত, আমি কত তুচ্ছ, আমার গুরুত্বই বা কী। কোন ব্যক্তি যত উচ্চ বংশীয়ই হোক না কেন সে যদি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের প্রতি তাকায় তাহলে কোন না কোন দিক দিয়ে নিজেকে অবশ্যই সারা বিশ্বের চেয়ে তুচ্ছ দেখতে পাবে অবশ্য যদি দেখার মতো তার চোখ থাকে।"*

অতএব শর্ত হলো, চোখ বা দৃষ্টি থাকতে হবে, নিজের ভেতরকার অবস্থা আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে আর নিজেকে চিনতে হবে, তাহলে আর কোন অহংকার দানা বাঁধতে পারে না।

তিনি (আ.) বলেন, *"মানুষ যতক্ষণ এক দরিদ্র ও দীনহীন বৃদ্ধার সাথে সেই একই ব্যবহার না করবে যা এক উচ্চ বংশীয় এবং উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তির সাথে প্রদর্শন করে থাকে বা করা উচিত আর সকল প্রকার অহংকার ও আত্মশ্লাঘা এড়িয়ে না চলবে সে কোনভাবে খোদা তা'লার রাজত্বে বা স্বর্গীয় রাজত্বে প্রবেশ করতে পারবে না।"*

অতএব এই হলো সেই মান যাতে আমাদের উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীতে খোদার ধর্মের প্রসার এবং বিস্তারের মাধ্যমে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার দাবী আমরা করি। আমাদের এই দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে আমাদের নিজেদের খোদার রাজত্বে প্রবেশ করা উচিত; কার্যতঃ আমাদের অবস্থা এমনই হওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, *"যদি এই অহংকার ইত্যাদি থেকে থাকে, নিজের অবস্থা যদি বিশ্লেষণ না কর, কোন অর্থে যদি নিজেকে বড় মনে কর, কোন প্রকার অহংকার যদি থেকে থাকে তোমাদের মাঝে তাহলে এমন মানুষ আদৌ খোদা তা'লার রাজত্বে প্রবেশ করতে পারবে না।"*

অতএব এই দিনগুলোতে, যা খোদার কৃপায় পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন এবং দোয়া গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন, আমাদের এদিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। যার যে বিষয়েই অহংকার আছে বা যে বিষয়টি আমাদের বিনয় ও দীনতার পথে বাধ সাধে বা যে বিষয়টি পরিবেশে আমাদের কারণে অশান্তি এবং নৈরাজ্যের কারণ হতে পারে তা খোদার দরবারে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করে দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত যেন আমাদের সত্তা সর্বত্র এক শান্তি প্রসারী সত্তায় পরিণত হয়। অশান্তি এবং নৈরাজ্য প্রসারের কারণ যেন না হয়। অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান, শান্তির প্রসার আর অহংকার এড়ানোর জন্য অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা এভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۙ﴿۳۷﴾

অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক বা সমকক্ষ দাঁড় কোরো না। আর পিতামাতার প্রতি সদয় হও এবং নিকট আত্মীয়দের প্রতিও, এতিমদের প্রতিও আর মিসকিনদের প্রতিও, আর আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের প্রতিও এবং যাদের সাথে তোমাদের উঠাবসা আছে তাদের প্রতিও আর মুসাফিরদের প্রতিও এবং তাদের প্রতিও যারা তোমাদের ডান হাতের অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা অহংকারী এবং দাম্ভিককে পছন্দ করেন না। (সূরা আন নিসা, আয়াত: ৩৭)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার নসীহত এবং শিরক থেকে বারণের পর কিছু অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। রমযান যেখানে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাস সেখানে এটি সামাজিক অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণের মাস। কাজেই এ দিনগুলোতে এই অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান করাও এক মু'মিনের জন্য আবশ্যক। আর এই দিনগুলোতে অর্থাৎ রমযানে যদি অভ্যাস হয়ে যায়, আসলে এই দায়িত্ব তো মানুষের স্থায়ী ভাবে সবসময়ই পালন করা উচিত কিন্তু রমযান মাস এমন, যে মাসে আমরা সহজেই এই অভ্যাস রপ্ত করতে পারি। যদি এসব অধিকার প্রদান না করা হয় তাহলে নিছক বাহ্যিক ইবাদতের ফলে মু'মিনের সেই সমস্ত লক্ষ্য অর্জিত হয় না যা রমযানের মূল উদ্দেশ্য। রমযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, এতে যে সকল পরিবর্তন আমরা আনয়ন করি সেগুলোকে যেন জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নেই। প্রধান বিষয় হলো ইবাদত। আর এই মাসে যেই ইবাদত করব সেটি যেন জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। সেই সাথে এই মাসে মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তাও যেন আমাদের জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

এ কারণেই এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বান্দার অধিকার প্রদানের জন্য এবং গরীব ও মিসকীনদের সাহায্যার্থে বিশেষ করে এই দিনগুলোতে নিজের হাত এত বেশি খুলতেন অর্থাৎ এত বেশি দান-খয়রাত করতেন যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, *"তাঁর উদারতা এবং বদান্যতা প্রচন্ড তুফানের চেয়েও প্রবলতর হয়ে যেত।"* সাধারণ দিনগুলোতেও তাঁর উদারতা এবং বদান্যতার মান এত উন্নত ছিল যে, অন্য কারে জন্য সে মানে পৌঁছা সম্ভব ছিল না আর রমযানে এর দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্য প্রবল তুফানের সাথে যে তুলনা করা হয়েছে এর চেয়ে উত্তম কোন দৃষ্টান্ত হতে পারে না। যাহোক অভাবীদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের সবচেয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত তিনি (সা.) স্থাপন করেছেন যা অর্থনৈতিক সাহায্যের আকারে ছিল। এছাড়া তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, তাদের অন্যান্য চাহিদা পূরণের বিষয়ে সচেতন হওয়া এগুলোর সাথে রয়েছে। এরপর তিনি (সা.) মু'মিনদের এই নসীহতও করেছেন, এই দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ কর, এটি

খোদা তা'লারও নির্দেশ। যদিও এই নির্দেশ সারা বছরের জন্য কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, রমযানে যেহেতু পুণ্যের প্রতি মনোযোগ বেশী নিবদ্ধ থাকে বা থাকা উচিত তাই এ দিনগুলোতে আমাদের বিশেষ করে এসব অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আর রমযানের এই পুণ্যের অভ্যাস পরবর্তীতে স্থায়ী পুণ্যেরও কারণ হয়ে যায়।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মানব জন্মের মূল উদ্দেশ্য ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার পর বলেন, ইবাদত যেখানে খোদার অধিকার প্রদানকারী বানায় সেখানে এক প্রকৃত ইবাদতকারী ও রহমান খোদার বান্দাকে বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণকারী হয়ে থাকে এবং হওয়া উচিত। এই উভয় প্রকার প্রাপ্য এবং অধিকার যদি প্রদান না করা হয় তাহলে এমন ব্যক্তি মু'মিন নয় বরং সেসকল লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা সকল ইবাদতকারীর কাছে সেসব উন্নত চরিত্রের আশা রাখেন এবং তার নির্দেশ দেন যা বিনয়ের সাথে এক মু'মিনের পালন করা উচিত। কেউ যেন এসব অধিকার প্রদান বা প্রাপ্য প্রদানকে এমন মনে না করে যে, অনেক বড় কাজ করে ফেলেছি, এগুলো অতিরিক্ত কোন কাজ নয়। অন্যের অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান করা সকল মু'মিনের জন্য ফরয বা আবশ্যক আর এসব অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের মাধ্যমেই ইবাদতও গৃহীত হয়। যেভাবে এই আয়াত থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, এ সকল অধিকার বা প্রাপ্যের মাঝে পিতা-মাতার অধিকারও রয়েছে, আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্যও রয়েছে, এতিমদের অধিকার রয়েছে, মিসকীনদের অধিকার রয়েছে, আত্মীয় প্রতিবেশীদের অধিকার রয়েছে, অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের প্রাপ্য রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে যারা সাথে থাকে ও একসাথে উঠাবসা করে এমন লোকদের অধিকার রয়েছে, মুসাফিরদেরও অধিকার রয়েছে আর যারা আমাদের দয়া-মায়ার উপর নির্ভর করে, আমাদের অধীনস্ত, তাদেরও অধিকার বা প্রাপ্য রয়েছে। এক কথায় এই একটি মাত্র আয়াতে সমগ্র মানবতার প্রতি খেয়াল রাখা এবং তাদের অধিকার প্রদানের বিষয়টি পরিবেষ্টন করে সেগুলো প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পিতা-মাতার প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্রও নির্দেশ রয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে তাদের খিদমত বা সেবা করা, তাদের যত্ন নেয়া সন্তান-সন্ততির জন্য ফরয বা আবশ্যক আর এটি কোন অনুগ্রহ নয়। এরপর আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে, শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য যদি দেয় যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লারও নির্দেশ রয়েছে যে, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতিও খেয়াল রাখ তাহলে অনেক পারিবারিক বিবাদের নিরসন হয়ে যায় এবং প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠে। যেসব ঘরে এমন ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, এমন অনেক বিষয় সামনে আসে, এ দিনগুলোতে তাদের বিশেষভাবে ভাবা উচিত আর হঠকারিতা এবং অহমিকার দাসত্ব করার পরিবর্তে নিজেদের ঘরগুলোকে আবাদ করার বা ঘরের পরিবেশকে সুন্দর করার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর এতিমদের দেখাশোনা করা বা খবরাখবর রাখাও অনেক বড় একটি দায়িত্ব। তাদেরকে সমাজের কল্যাণকর অংশে বা শ্রেণীতে পরিণত করার চেষ্টা করা উচিত। তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়ের ওপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি এবং এতিমের দেখাশোনাকারী জান্নাতে সেভাবে অবস্থান করব যেভাবে এই দুই আঙ্গুল একসাথে অবস্থান করে অর্থাৎ আমাদের সম্পর্ক বড় কাছের হবে।

অতএব এই গুরুত্বকে জামাতের সদস্যদের সবসময় নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর এতিমদের দেখাশোনার জন্য খরচ করা উচিত। জামা'তীভাবেও এর ব্যবস্থা রয়েছে। এরপর অভাবী এবং মিসকীনদের অধিকার রয়েছে যার মাঝে শিক্ষা খরচ, চিকিৎসা খরচ, বিয়ে-শাদীর খরচ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত খাতে ব্যয়ের জন্য জামাতে পৃথক পৃথক তহবিলও রয়েছে। এই খাতেও সামর্থবান লোক যাদের সাধ্য রয়েছে জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে ব্যয় করা উচিত। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিকটাত্মীয় এবং প্রতিবেশী যারা আছে তাদের অধিকার প্রদান কর। তাই এতে সেসব প্রতিবেশীও অন্তর্ভুক্ত যারা নিকটাত্মীয় এবং কাছে অবস্থান করে আর তারাও যাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাল সম্পর্ক রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে, আর এমন প্রতিবেশীদেরও দেখাশুনা কর যাদেরকে তোমরা ভালভাবে জান না। এই শ্রেণীতে সেসব প্রতিবেশীও অন্তর্ভুক্ত যারা আমাদের কাছের প্রতিবেশী নয় বরং দূরের আর সেসব অভাবী প্রতিবেশীও এর গন্ডিভূক্ত যাদের সাথে তোমাদের সুসম্পর্ক নেই।

অতএব এটি হলো সেই সুন্দর শিক্ষা যা প্রেম ও ভালবাসার বিস্তার ঘটায় আর সন্ধি বা মিমাংসা ও শান্তির ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরিবেশের শান্তি ও

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, "যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করতে চায় তার উচিত হবে সে যেন পুণ্য কর্মের বিষয়ে অনুষ্ঠানিত করে আর সৃষ্টির হিতসাধন করে বা উপকার করে।"

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে। এরপর মুসাফির এবং যারা একসাথে উঠাবসা করে তাদের অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। এই বাক্য বা শব্দগুলোতে অধিকার প্রদানের বিষয়টিকে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার প্রদানের সাথেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং নিজের বন্ধু, সঙ্গী-সাথী ও সহকর্মীদের গন্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে আর কর্মকর্তা ও অধীনস্তদের বিষয়টিকেও এতে পরিবেষ্টন করা হয়েছে। এরপর 'ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম' বলে সকল প্রকার অধীনস্ত এবং দয়া-মায়ার ওপর নির্ভরশীল কর্মচারীদের অধিকারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আর এই সকল প্রাপ্য অধিকারের কথা বলার পর বলেন, যদি এই অধিকার প্রদান না কর তাহলে তোমাদের মাঝে অহঙ্কার এবং আত্মম্ভরিতা রয়েছে, দম্ভ রয়েছে যা খোদার দৃষ্টিতে খুবই অপছন্দনীয়।

অতএব পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এটি হলো ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা। অতএব যে দিনগুলো আমাদের হস্তগত হয়েছে, যা আমাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করার দিন বরং যে দিনগুলোতে খোদা তা'লা স্বয়ং আমাদের কাছে এসে গেছেন এবং তাদেরকে স্বীয় দানে ভূষিত করতে চান যারা তাঁর অধিকারও প্রদান করবে, যারা ইবাদতের দায়িত্বও পালন করবে এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার বা প্রাপ্যও প্রদান করবে।

অতএব যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, বিনয়ের সঙ্গে সকল প্রকার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। রমযানের এক বিশেষ পরিবেশের কারণে এই দিনগুলো আল্লাহ্‌র ইবাদতের দায়িত্ব পালনের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে আর অন্যান্য পুণ্যের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে বা মনোযোগী করে। এই দিনগুলো থেকে আমাদের যথাসম্ভব লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি আমরা চাই যে, আমাদের ইবাদত গৃহীত হোক তাহলে খোদার বান্দাদের প্রাপ্য বা অধিকার প্রদানের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ***"যদি তোমরা চাও যে, আকাশে বা স্বর্গে খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন তাহলে তোমরা একই মায়ের পেটের দুই সহোদরের মত হয়ে যাও। তোমরা অধীনস্তদের প্রতি এবং স্ত্রীদের প্রতি আর নিজ দরিদ্র ভাইদের প্রতি দয়ার্দ্র হও যেন স্বর্গে তোমাদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হয়। তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁর হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান।"***

তিনি (আ.) অপর এক জায়গায় বলেন, ***"যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করতে চায় তার উচিত হবে সে যেন পুণ্য কর্মের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে আর সৃষ্টির হিতসাধন করে বা উপকার করে।"***

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের পাশাপাশি অন্য সকল অধিকার অর্থাৎ হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার প্রদানেরও তৌফিক দান করুন আর আমরা যেন সত্যিকার অর্থে রহমান খোদার বান্দা হয়ে যাই আর এই রমযানে পূর্বের তুলনায় অধিক খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারি এবং স্থায়ীভাবে এগুলোকে জীবনের অঙ্গীভূত বা অংশ করে নিতে পারি।

নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি জানাযা শ্রদ্ধেয়া হিদায়াত বিবি সাহেবার যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম ওমর আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ২০১৫ সনের ৪ঠা জুন কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর ইন্তেকাল করেছেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন'। তিনি দরবেশীর যুগ পরম ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। রোযা, নামায, তাহাজ্জুদ, কুরআনের প্রতি ভালবাসা, আতিথেয়তা, পুণ্য ও নিষ্ঠা ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তিনি অনেক ছেলে মেয়েকে পবিত্র কুরআন নাযেরা এবং অনুবাদ পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমা মূসী ছিলেন। তিনি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এক কন্যা এবং দু'জন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তার বড় ছেলে জামাতের খিদমত থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন আর দ্বিতীয় ছেলে জামাতের সেবা করছেন। তার কন্যা রাবওয়াতে বসবাস করছেন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, মৌলভী মুহাম্মদ আহমদ সাকেব সাহেবের। যিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ও জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার সাবেক শিক্ষক ছিলেন। তিনি ২০১৫ সনের ১৮ই মে স্বল্পকাল রোগভোগের পর ৯৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন'। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.)-এর পৌত্র এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হাকীম মুহাম্মদ আব্দুল আযীয সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি নিজ পৈত্রিক নিবাস শেখুপুরা জেলার সড়কপুরের ভিনি গ্রামে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর কাদিয়ান চলে যান এবং জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন। ১৯৩৯ সনে জীবন উৎসর্গ করলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাকে জনাব মালেক সাইফুর রহমান সাহেব মরহুমের সাথে দিল্লীর এক প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায় ফিকাহ্ এবং হাদীসে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। এরপর তিনি দেওবন্দ, সাহারানপুর এবং লাহোর থেকেও ফিকাহ্‌র বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি কিছুকাল উমুরে আমা এবং পরবর্তীতে ওসীয়্যত বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পাকিস্তানে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাকে সেখানে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে ৪০ বছর পর্যন্ত ফিকাহ্ এবং হাদীস পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ফিকাহ্‌র প্রসিদ্ধ বই 'বিদায়াতুল মুজতাহেদ'-এর একটি অংশের উর্দূ অনুবাদ করেছেন যা 'হিদায়াতুল মুকতাসেদ' নামে জমাতের পক্ষ থেকে ছাপা হয়েছে। একইভাবে তিনি রাবওয়ার কাযা বিভাগের কাযি বা বিচারক এবং এক বছর পর্যন্ত নাযেম দারুল কাযা হিসেবে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি দোয়াশীল, বিনয়ী এবং শান্ত প্রকৃতির একজন পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। তার অনেক শিষ্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন উচ্চ পদে থেকে জামাতের খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সাত মেয়ে এবং চার পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা উভয় মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাদের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৮ম কিস্তি)

যথাসম্ভব চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাপূর্বক আমি দেখতে পাচ্ছি, খোদিত অক্ষরে লেখার মতো এ বিষয়টি সুনিশ্চিত যে, এ অবধি আমাদের মৌলবীগণ কুরআন করীমের সাথে হাদীসসমূহের সমন্বয় বিধানের দিকে এক বিন্দু পরিমাণও মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি। ঘটনাচক্রে যে দিকে খেয়াল ধাবিত হয়েছে সেটার ওপরই তারা জোর দিয়ে চলেছেন। আমি নিশ্চিত জানি, হাদীসসমূহের বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে তাদের সৃষ্টি করা ধ্যান-ধারণা এবং কুরআন করীমের মধ্যে সমন্বয় করে দেখানো আমাদের উলামাবৃন্দের পক্ষে আদৌ কোনো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বরং এ বিষয়ের দিকে যখন তারা মনোযোগী হবেন তখন তাদের সচ্চেতনা, অন্য কথায় তাদের বিবেক স্বয়ং তাদের অভিযুক্ত করবে, যে-সব ধ্যান-ধারণা বাহ্যিক আকারে স্থূল অর্থে তাদের হৃদয়-পটে অঙ্কিত হয়ে আছে সেগুলোকে তারা কক্ষনও কুরআন করীমের স্বতঃস্পষ্ট আয়াতসমূহের সাথে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেখাতে পারবেন না, অথবা কুরআন করীমের ঐসব আয়াতের ক্ষেত্রে কোনো 'তা'বীল' বা সমন্বয়কারী ব্যাখ্যার পথও খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন না। আর এ বিষয় তো স্বতঃসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, কোনো হাদীস যখন এর অর্থ ও মর্মের দিক দিয়ে কুরআন করীমের সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপন্থী সাব্যস্ত হয় তখন কুরআন করীমে ঈমান স্থাপন করা অগ্রগণ্য। কেননা হদীসের মর্যাদা কখনও কুরআন মজীদের মর্যাদার সমান (বা সমতুল্য) নয়। হাদীসের ক্ষেত্রে এমন সব সন্দেহ- সংশয় ও আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে যা হাদীসাবলীর প্রামাণিকতা, বিশুদ্ধতা ও আস্থাশীলতার মানকে দুর্বল করে দেয়। এ সন্দেহ বা আশঙ্কাগুলোর একটিও কুরআন করীম সম্পর্কে আরোপিত (বা প্রযোজ্য) হতে পারে না। কাজেই কেন-ই বা আমরা কুরআন মজীদকেই অগ্রাধিকার দেব না? কুরআনের শুদ্ধতার ওপর তো সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে এবং কুরআন করীম যে সংরক্ষিত অবস্থায় চলে আসছে, এর পক্ষে অতি উচ্চ স্তরের দলিল-প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে।

বস্তুত আমাদের ওলামাবৃন্দের ওপর 'ওয়াজিব' (তথা অবশ্য কর্তব্য বর্তায়) তারা যেন এ প্রসঙ্গে আমার ওপর কোন আপত্তি উত্থাপনের পূর্বে প্রথমে কুরআন করীম এবং হাদীসসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মাঝে পরস্পর পুরোপুরি সমন্বয় সাধন করে দেখান এবং যুক্তি-সঙ্গত ভাবে আমাদের

চলমান টীকা ঃ 'হারিস' নাম সংবলিত যে ভবিষ্যদ্বাণীটি রয়েছে, এতে তার বিশেষ পাঁচটি চিহ্ন বর্ণিত হয়েছে। ***প্রথমতঃ*** সে তলোয়ার তথা কোনো অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া কেবল তার ঈমান ও বিশ্বাসের জোরে, তার তত্ত্ব-জ্ঞানের জ্যোতি ও ঐশী কল্যাণসমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে সত্যান্বেষী ও সত্য-পিপাসুদের শক্তি যোগাবে। সে তার নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ বীরত্ব ও মু'মিনসুলভ সাক্ষ্যসমূহের কারণে সেভাবে তাদের পা সুদৃঢ় করবে যেভাবে কুরায়শ বংশীয় মু'মিনগণ মক্কা মুয়ায্‌যামায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতাকে গ্রহণ করতঃ নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সার্বিক নিষ্ঠা ও কামেল ঈমানের চমক ও লক্ষণসমূহ প্রদর্শন করে তাঁর (সা.) দাওয়াত ও আহ্বানের বাহু জোরদার ও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন এবং মক্কা মুয়ায্‌যামায় ইসলামের অবস্থানকে দৃঢ়ভিত্তিক ও স্থিতিশীল করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ চিহ্নটি হচ্ছে, সেই 'হারিস' 'মা-ওয়ারায়িন-নহর' অঞ্চলের (বাসিন্দা) হবে। এর অর্থ দাঁড়ায়, সে সমরকন্দী বা বুখারীয় বংশোদ্ভুত হবে।

তৃতীয়তঃ সে বিশিষ্ট জমিদার পরিবারের মধ্যকার হবে এবং কৃষিজীবি হবে।

চতুর্থতঃ সে এমন সময়ে আবির্ভূত হবে, যখন 'আলে-মুহাম্মদ' অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে প্রকৃত মু'মিন-মুত্তাকীগণ যাঁরা আসলে জাতির 'সৈয়দ' তথা নেতৃস্থানীয় ও মিল্লাতের 'আশরাফ' তথা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত সন্তান ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হয়ে থাকেন তাঁরা সবাই তখন দ্বীনের কোনো বিশিষ্ট সাহায্যকারী এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে কোনো যোগ্য ও প্রকৃত বীর পুরুষের মুখাপেক্ষী হবেন। 'আলে-মুহাম্মদ'-শব্দদ্বয় দ্বারা (জাতির মধ্যকার) একটি শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্রতা ও তাক্‌ওয়া-তাহারাতে জাতির অন্য সবাই যারা বিশিষ্ট এই অংশের সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রাখে তারাও সে-অংশের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হয়েছে। যেমন কিনা 'মুতাকাল্লেমীন' তথা সাহিত্য ও দর্শনবিদগণের এটি এক সাধারণ নিয়ম ও পদ্ধতি যে, অনেক সময় কোনো কিছুর অংশ বিশেষের উল্লেখ করে সেটির পুরোটাকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

(চলমান টীকা

বুঝিয়ে দেন, কুরআন করীম যেহেতু খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে হযরত মসীহ্‌র মৃত্যুবরণ সাব্যস্তকারী, কাজেই তাঁর মারা যাওয়া ও বেহেস্তে দাখিল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সেই দেহ যা কুরআনের প্রাঞ্জল বর্ণনা অনুযায়ী ভূগর্ভে সমাহিত সেটি কিভাবে আকাশ থেকে নেমে আসবে?!

এক্ষেত্রে কেবল কুরআন করীমই তাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয়, বরং সহীহ্ (তথা প্রামাণ্য) হাদীসসমূহও সম্পূর্ণ বিপরীত ও প্রকাশ্যভাবে তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যেমন 'সহীহ্ বুখারী' শরীফে "ইমামুকুম মিনকুম" (–তিনি তোমাদের ইমাম; তোমাদেরই মধ্যকার) এ হাদীসটি যদি নানা রকম 'তা'বীল' ও ব্যাখ্যার যাঁতাকলে চড়ানো না হয় এবং হাদীসটির দৃশ্যমান যে শব্দাবলী রয়েছে সে অনুযায়ীই এর অনুবাদ করা হয় তাহলে এ হাদীসটির দৃশ্যত: এ অর্থই বটে যে, তিনি তোমাদের নেতা হবেন এবং তোমাদেরই মধ্যকার হবেন, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ একজন মুসলমান (উম্মতি) হবেন। যে, মরিয়মপুত্র মসীহ্‌র ওপর ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যাঁকে আলাদা এক উম্মত দেয়া হয়েছিল, সত্যি সত্যি সেই মসীহ্ আকাশ থেকে নেমে আসবেন, এমনটি নয়। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত, ইমাম মুহাম্মদ ইসমাঈল (রহ.) তাঁর প্রণীত 'সহীহ্ বুখারী' (প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থটি)-তে আগমনকারী মসীহ্ সম্পর্কে যে 'ইমামুকুম মিনকুম'– কেবল এটুকু হাদীস বর্ণনা করে নীরব হয়ে যান এতে স্পষ্টত: প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইসমাঈল বুখারীরর ধর্মবিশ্বাস এই ছিল যে সত্যিসত্যি

পঞ্চমতঃ চিহ্ন হলো সেই 'হারিস' শাসক বা বাদশাহ্ দলবদ্ধতামূলক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের আকারেও আবির্ভূত হবেন না। বরং (তার ওপর ন্যস্ত) এ উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের কাজ সম্পাদনের জন্যে তিনি তাঁর জাতির সাহায্য-সহায়তার মুখাপেক্ষী হবেন।

এখন প্রথমে আমরা সহীহ আবু দাউদে বর্ণিত হাদীসটি-এর মূল ভাষায় উপস্থাপন করব। এরপর সমীচীন ও পর্যাপ্তভাবে আমার ক্ষেত্রে এর পূর্ণতালাভের প্রমাণ তুলে ধরবো। অতএব জানা আবশ্যক যে হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ–

"আন আলীয়্যিন কালা কালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ইয়াখ্‌রুজু রজুলুন মিন ওরায়িন-নাহ্‌রি ইউকালু লাহুল হারিসু হার্‌রাস আলা মুকাদ্দামাতিহি রজুলুন ইউকালু লাহু মানসূর ইউতিনু আও ইউমিক্কিনু লি-আলেমুহাম্মাদিন কামা তামাক্‌কানাত কুরাইশুন লি-রসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, ওয়াজাবা আলা কুল্লি মু'মিনিন নাস্‌রুহু আও কালা ইজাবাতুহু" ।

অর্থাৎ, আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু হতে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এক ব্যক্তি 'মা-ওরায়িননাহ্‌র'–নদীর ওপার থেকে বের হবে অর্থাৎ বোখারা বা সমরকন্দ তার আসল জন্মভূমি হবে। সে হারিস নামে অভিহিত হবে অর্থাৎ তার পিতৃপুরুষের পেশার দিক দিয়ে জনশ্রুতিতে কিংবা এই (যেমন ব্রিটিশ) সরকারের দৃষ্টিতে 'হারিস' তথা একজন জমিদার বলে অভিহিত হবে। এরপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, কেন সে 'হারিস' (জমিদার) বলে অভিহিত হবে? এ কারণে যে, সে 'হাররাস' অর্থাৎ স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন জমিদার হবে। কৃষি-কার্যের সাথে জড়িত একটি সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য হবে। এর পর তিনি (সা.) বলেন, তার বাহিনী তথা তার জামা'তের শীর্ষনেতা ও প্রধান হবে একজন ঐশী সমর্থনপুষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তি। আকাশের ওপরে (তথা উর্ধলোকে) তাকে 'মনসুর' (সাহায্য প্রাপ্ত) নামে ডাকা হবে। কেননা খোদা তা'লা স্বয়ং তার অন্তরস্থ অকৃত্রিম সেবক সুলভ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পসমূহের বাস্তবায়নে সাহায্যকারী হবেন। এ স্থলে এই 'মনসুর'কে যদিও সেনাপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক (পার্থিব) কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ বোঝায় না। বরং এটি এক রূহানী বাহিনী হবে যা সেই 'হারিস'কে দান করা হবে। যেমন কিনা কাশফী অবস্থায় (দিব্যদর্শনে) এ অধম প্রত্যক্ষ করেছে, মানবাকারে দু'জন ব্যক্তি একটি গৃহে বসে রয়েছে। একজন মাটিতে, আপরজন ছাদের কাছে বসে আছে। তখন আমি মাটিতে বসা ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললাম, 'আমার এক লাখ সংখ্যক বাহিনীর প্রয়োজন।' কিন্তু সে নীরব রইল। কোন উত্তর দিল না। তখন আমি অপরজনের দিকে মনোযোগী হলাম। সে ছাদের কাছে আকাশের দিকে বসা ছিল। তাকে আমি সম্বোধন করে বললাম, 'আমার এক লাখ সংখ্যক সৈন্যদল আবশ্যক।' সে আমার কথা শুনে বললো, 'এক লাখ পাবে না, তবে পাঁচ হাজার সংখ্যক সৈনিক দেয়া হবে।" তখন আমি মনে মনে বললাম, যদিও পাঁচ হাজার স্বল্প সংখ্যক মানুষ, কিন্তু খোদা তা'লা চাইলে অল্প সংখ্যক লোকও বহু সংখ্যক লোকের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে। তখন আমি এ আয়াত পাঠ করি, ***"কাম মিন ফিয়াতিন কালীলাতিন গালাবাত ফিয়াতান কাসীরাতান বি-ইযনিল্লাহি ।"*** [অর্থ ঃ কত স্বল্প সংখ্যক দল বহু সংখ্যক দলের ওপর আল্লাহ্‌র আদেশে বিজয়ী হয়েছে (সূরা আল বাকারাঃ ২৫০)–অনুবাদক]

এ কাশ্‌ফে আমায় সেই 'মনসুর'-কে দেখানো হয় এবং বলা হয় ঃ "খুশহাল হ্যায়, খুশহাল হ্যায়।" (- সুখী বটে, সুখী –অনুবাদক)। কিন্তু খোদা তা'লার কোন গোপন প্রজ্ঞা বশত: তাকে চিনতে আমার দৃষ্টিকে অক্ষম রাখা হয়। তবে আশা রাখি, অন্য কোন সময় দেখানো হবে।

এরপর এখন হাদীসটির অনুবাদ হল ঃ "সে (হারিস) 'আলে রসূল'-কে (এ শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা আগেই বর্ণিত হয়েছে) শক্তি যোগাবে এবং তাদের সহায় ও আশ্রয়স্বরূপ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এমন সময়ে, যখন মু'মিন মুসলমানগণ নিঃস্বতার চরম অবস্থায় উপনীত হবে এবং দ্বীনে-ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অসহায়ের মতো হয়ে যাবে এবং চারদিক থেকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ শুরু হবে, তখন সেই হারিস সর্বশক্তি প্রয়োগে সর্বাত্মকভাবে ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারে দন্ডায়মান হবে। বৈরী মুর্খদের বাক্যবাণ থেকে মু'মিনদের রক্ষার্থে স্বীয় ঈমানের উদ্দীপনায় ওঠে দাঁড়াবে ও জ্যোতির্ময় ঐশী সূক্ষ্মতত্ত্ব-জ্ঞানের আলো থেকে শক্তি লাভ করে বিরুদ্ধবাদীদের সব আক্রমণ প্রতিহত করবে ও মু'মিনদের নিজ হেফাজতে গ্রহণ করবে। আর তাদের সেরূপ আবাসস্থল তৈরী করে দিবে, যেরূপ কুরায়শ বংশীয় সাহাবা-কিরাম তৈরি করেছিলেন। অর্থাৎ শত্রুর (ইসলাম বিরোধী) নানা রকম আপত্তি-অভিযোগ, কুৎসা, জবাবদিহি ও (ইসলামের সত্যতার পক্ষে) প্রমাণাদি তলবের সময়ে সকল মু'মিনের জন্যে ঢালস্বরূপ হয়ে যাবে। নবী করীম (সা.)-এর অনুবর্তিতার সুবাদে সে তার শক্তিশালী সুদৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক ও আলী হায়দার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)গণের ধারায় ইসলামী কল্যাণ ও আশিস এবং 'ইস্তেকামাত' (তথা অবিচল দৃঢ়তা) দেখিয়ে মু'মিনদের নিরাপদ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ হবে। "প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য-কর্তব্য হবে তাকে সাহায্য-সাহায়তা করা বা তার ডাকে সাড়া দেওয়া ও তাকে মেনে নেওয়া"– হাদীসের এ বাক্যটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে, এমন এক মহামর্যাদাপূর্ণ 'সিলসিলা' তথা ঐশী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এই হারিসের ওপর ন্যস্ত করা হবে, যা পরিচালনায় জাতির পক্ষে তাকে সাহায্য-সহায়তা করা আবশ্যক হবে। যেমন আমরা 'ফতেহ্ ইসলাম' গ্রন্থে উক্ত 'সিলসিলা'র পাঁচটি শাখা সবিস্তারে বর্ণনা করে এসেছি।

(চলমান টীকা

মরিয়মপুত্র মসীহ্ (আ.) আকাশ থেকে নাযেল হবেন না। আর (আকাশ থেকে স্বশরীরে) নাযেল হওয়ার পক্ষে তিনি কখনও মত পোষণকারী ছিলেন না। বরং তিনি 'ইমামুকুম মিনকুম'– হাদীস বর্ণিত বাক্যটিতে পরিষ্কার ও প্রকাশ্যভাবে তাঁর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসটির কথা ব্যক্ত করে গেছেন।

অনুরূপভাবে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সংকলিত 'সহীহ্' তথা প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থটিতে আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মে'রাজ সম্পর্কিত হাদীসে আকশসমূহে তাঁর (হযরত ঈসা আ. সহ) অন্যান্য নবীগণের সাথে সাক্ষাতের যে বিবরণ রয়েছে সেখানে হযরত ঈসার কোনো বিশেষভাবে দেহধারী হওয়ার কথা কখনও বর্ণনা করেননি। বরং যেভাবে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মূসার রূহ্ তথা আত্মার সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখ করেছেন, ঠিক সেভাবেই বিনা কোন ব্যতিক্রমে হযরত ঈসার রূহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। বরং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত মূসার কথোপকথন সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাজেই এ হাদীস পাঠে এরকম কোনো সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে না যে হযরত মসীহ্কে জাগতিক দেহধারী রূপে আকাশে ওঠানো হয়ে থাকলে হযরত ইব্রাহীম ও মূসা ও অন্যসব নবীদেরকেও জাগতিক দেহধারী রূপে ওঠানো হয়ে থাকবে। কেননা মে'রাজের রাতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদের সবাইকে আকাশসমূহে একই অবস্থায় দেখতে পান। এমন নয় যে হযরত মসীহ্র মাঝে পার্থিব দেহসহ ওঠানোর কোন বিশেষ পোষাক বা কোনো চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন, আর অন্য নবীদের মাঝে সে রকম পোষাক বা চিহ্ন দেখতে পাননি। হাদীসে এমন কোনো বিষয়ের উল্লেখ নেই।

মে'রাজ সম্পর্কিত সকল হাদীস পাঠকারীগণ ভালোভাবে জানেন, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাতে যে-সকল নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এঁদের সবার দৈহিক আকার ও অবস্থা একই রকম ভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত মসীহ্র কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট বর্ণনা করেন নি। আমাদের উলামাবৃন্দের পক্ষে উক্ত বিষয়টির দিকে মনোযোগ দেওয়া কি আবশ্যিক নয়?

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

এস্থলে ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে, এ 'হারিস' রাজা-বাদশাহ ও আমির-ওমরাদের মধ্যকার হবে না, যাতে সে নিজে থেকে একাই এর (আর্থিক) ব্যয়ভার বহণ করতে পারে। হাদীসটিতে জোরদারভাবে এ রকম তাগিদ করায় এ বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই হারিস (ঐশী আদেশে) 'মসীলে-মসীহ্' বা মসীহ সদৃশ হওয়ার দাবীদার হবে। তার আবির্ভাবের সময় তাই এক পরীক্ষায় তাদেরকে পড়তে হবে। তাদের মধ্য অনেকে বিরোধিতায় তৎপর হয়ে উঠবে। তারা (এই হারিস ও তার সিলসিলাকে) সাহায্য-সহায়তা দিতেও বাধা দেবে বরং চেষ্টা করবে, তার জামা'ত যেন বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কাজেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পূর্ব থেকে তাগিদ করেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের ওপর এই হারিসের (যথাযথ) সাহায্য করা 'ওয়াজিব' তথা বাধ্যতামূলক। এমন যেন না হয় যে তোমরা কারো উসকানি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির দরুন এ মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাও।'

এক্ষেত্রে খোদা তা'লার মহান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, তিনি (সা.) বলেছেন, এই হারিসের আবির্ভাবে মু'মিনদের শক্তি লাভ হবে। তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হবে। ময়দানে এসে তার দন্ডায়মান হওয়ার দরুন বিভক্তির শিকার মুসলিম উম্মতে পুনরায় জামা'তবদ্ধ অবস্থার উন্মেষ ঘটবে। সে তাদের জন্যে ঢালস্বরূপ হয়ে যাবে। দৃঢ়ভাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ হবে। যেমন- মক্কায় ইসলামের কদম (অবস্থান) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সাহাবা কেরাম কারণ হয়েছিলেন। এ নির্দেশটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত দেয় যে, সে (হারিস) তলোয়ার তথা যুদ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম সেবায় তৎপর হবে না, এরকম কাজের জন্য তাকে পাঠানো হবে না। কেননা মক্কায় বসে (স্বল্পসংখ্যক) কুরায়শ বংশীয় মু'মিনগণ অন্যান্য জাতির লোকদের অংশগ্রহণ ছাড়াই যে ইসলামের সাহায্য ও সহায়তায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা কেবল ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞানের শক্তি দিয়ে সাধিত সাহায্য-সহায়তা ছিল। কোনো তালোয়ার চালানো হয়নি বা কোনো অস্ত্র-সস্ত্র ধারণ করা হয়নি। বরং দৈহিকভাবে মোকাবিলা করতে তাদের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কেবল ঈমানের শক্তি ও ঐশী জ্ঞানতত্ত্বের জ্যোঃতির কান্তিময় প্রভাব-যুক্ত হাতিয়ার দিয়ে এবং এসব হাতিয়ারের যেসব গুণগত বেশিষ্ট রয়েছে যেমন– ধৈর্য, ইস্তেকামাত (অবিচল দৃঢ়তা), ভালোবাসা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ঐশী তত্ত্বোপলব্ধি ও সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্ব এবং উচ্চস্তরের ধর্মীয় অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পর্যাপ্ত হারে তাদের হাতে মওজুদ ছিল যা তারা জনমানবের সামনে তুলে ধরেন। গালিগালাজ শোনতেন। প্রাণ নাশের হুমকির মাধ্যমে তাদের ভীত-ত্রস্ত রাখা হতো। জানমালের ক্ষতি সাধন করা হতো এবং অন্যান্য সব রকম কষ্ট ও নির্যাতনেরও শিকার হতেন। কিন্তু এমন এক প্রেমের নেশায় তারা বেহুশ ও মাতোয়ারা হয়েছিলেন যে, কোনো ক্ষতি বা খারাপির পরোয়া করতেন না। কোনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে ভীত ও নিরাশ হতেন না। জাগতিক জীবনোপরণের দিক দিয়ে সে-সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে কী-বা ছিল। যার আশায় তাঁরা তাদের প্রাণ ও সম্মান কঠিন ঝুঁকি ও সঙ্কটাবলীর মুখে রেখে দিতেন আর তাদের জাতির সঙ্গে পুরাতন ও লাভজনক বন্ধন ও সম্পর্কাবলী ছিন্ন করে ফেলতেন? ওই সময় তো হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর দিয়ে অভাব-অনটন, কাঠিন্য ও দুঃখ-দুর্দশার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল এবং ভবিষ্যতের আশার স্বপ্ন দেখার কোন রকম সুযোগ ও আভাস ছিল না। কাজেই এই নিঃস্ব দরবেশ, যিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন মহামর্যাদাবান প্রতাপান্বিত সম্রাট (সা.) তাঁর এরূপ নাজুক সময়ে পরম বিশ্বস্ততার সাথে, ভালোবাসায় ভরপুর হৃদয়ে তারা তাঁর আঁচল ধরেছেন। যে সময়ে ভাগ্যোন্নতির আশা তো সুদূর পরাহত, স্বয়ং এই সংস্কারক মহাপুরুষের কয়েক দিনের মধ্যে প্রাণ যায় এমন আশঙ্কা জনক অবস্থা প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও [তাঁর (সা.) সঙ্গে] তাঁদের ওই বিশ্বস্ততার অটুট সম্পর্ক শুধুমাত্র ঈমানী শক্তির উদ্দীপনা বশত ছিল। এর নেশায় তাঁরা তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে এমনভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেমন চরম সীমায় পিপাসা কাতর ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এক স্নিগ্ধ ও সুমিষ্ট প্রস্রবনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

(চলবে)

শান্তির দূত মহানবী (সা.)

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব এমন এক সময়ে হয়েছে যখন পৃথিবীর অবস্থা ছিল 'যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররে ওয়াল বাহার' এমন সময়ে যখন মানবজাতি চরম অধপতিত ছিল। একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিল, সামান্য ঘটনায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং এ যুদ্ধ বংশপরম্পরায় চলতে থাকতো। নারী পুরুষ শিশু কারো সম্মান ছিলো না, নিরাপত্তা ছিলো না, সামাজিক কদাচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, মানবেতর জীবন, আন্তধর্মীয় শান্তি ও সম্পৃতি অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অশান্তির আগুন জ্বলছিল। এ সময়ে আল্লাহ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বললেন, 'ওয়ামা আর সালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ সমগ্র জগতের জন্য তোমাকে রহমত রূপে প্রেরণ করেছি, জগতের এ চরম অবস্থায় তোমার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনা হবে। তোমার শিক্ষার মাধ্যমে এ পৃথিবী শান্তি লাভ করবে। তুমি হলে জগতের জন্য শান্তি অর্থাৎ শান্তির দূত। সমকালীন বিশ্বে মানুষ, সামগ্রিক ভাবে, বস্তুগত কারনে অনেক উচুস্তরে পৌছতে পেরেছে , এটা হয়েছে মানবীয় প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিহরন জাগানো অগ্রগতির ফলে, তথাপি মানুষ সূখী নয় পরিতৃপ্ত নয়। অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে ভীতি শঙ্কা ও ভবিষ্যতের প্রতি অনাস্থা। আজকের এ পৃথিবীর সব চাইতে মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে শান্তির অনুপস্থিতি।

মহানবী (সা.) ইসলাম ধর্মের প্রর্বতক, ইসলাম অর্থ হলো শান্তি। এ শব্দের মাঝেই বলে দেয়া হয়েছে এখন পৃথিবীর শান্তি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। অশান্ত আরবে শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ শান্তিকে প্রতিষ্টিত করে বিশ্ব বাসীকে দেখিয়েছেন শান্তি কাকে বলে এবং শান্তি কিভাবে প্রতিষ্টিত করতে হয়। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তার চারিত্রিক গুনাবলী মক্কাতে শান্তির সূবাতাস বইয়ে দিয়ে ছিল। হিলফুল ফুযুল সংগঠন গড়ে এর মাধ্যমেও মক্কায় শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। আর এতে সফল হয়ে ছিলেন। কারন শান্তির দূত হবার জন্য আবশ্যক গুনাবলীর মাঝে অন্যতম বৈশিষ্ট সততা ও বিশ্বস্ততা তার

মাঝে প্রকাশিত ছিল। আর এজন্য তিনি (সা.) মক্কা বাসিদের দ্বারা আল-আমীন সদৃক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সূতরাং শান্তির বরপূত্র কৈশর থেকেই সে সবগুনাবলীতে সজ্জিত ছিলেন যা তাকে পৃথিবীতে এক অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে এবং রাহমাতাল্লিল আলামিন হয়েছেন। আজ এ অশান্ত প্রথিবীর রক্ষা কবচ হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তার শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরনেই পৃথিবী এক শান্তির নীড়ে পরিনত হতে পারে। এসব দিকে চিন্তা করতে গেলে বর্তমানে বিরাজমান অশান্তির কারন গুলোর অন্যতম হলো আন্তধর্মীয় বিবাদ বিসম্বাদ, ফ্রি মিডিয়ার কারনে এবং অসাধু মানুষের সেচ্ছা চারিতার কারনে তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে আজ গোটা মানব জাতিকে বিভক্ত করে ধর্মীয় অশান্তির দাবানল সারা বিশ্বকে ঘিরে নিয়েছে, যার ফলে আজ বিশ্ব ভয়াবহ পরিনামের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন। হযরত নবী করীম (সা.) যিনি শান্তির দূত তিনি মানব জাতিকে বললেনঃ 'আল্লাহ তা'লা প্রতিটি জাতিতে রসূল প্রেরণ করেছেন।'

তিনি ঘোষনা দিলেনঃ- 'এ রসূল নিজেই তার উপর ঈমান রাখে যা তার প্রভূর পক্ষ থেকে অবতীর্ন করা হয়েছে এবং অন্যন্য মুমিনরাও, তারা সকলে আল্লাহ এবং তার ফিরিস্তা এবং তার কিতাব সমূহ এবং তার রসূলগনের ওপর ঈমান রাখে, তারা বলে আমরা তার রসূলগনের কারো মাঝে কোন পার্থক্য করিনা। আল্লাহ বলেন 'এবং তোমরা তাদের গালি দিওনা যাদেরকে তারা আল্লাহকে ছেড়ে ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার দরুন শত্রুতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।' এ হলো সেই মৌলিক শিক্ষা যার উপর ভিত্তি করে আজ আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বিরাজমান হতে পাওে, তিনি স্বয়ং এর উপর আমল করেছেন। সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষনা দিয়েছেন হে মানবজাতি 'লা ইকরাহা ফিদ্দিন' ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই, আল্লাহ বলেছেন, 'যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা অস্বিকার করুক।' এ এমন এক শান্তির শিক্ষা যার উপর ধর্মীয় মূল্যবোধ, সব নবীর সম মর্যাদা, আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ও এর উন্নতি সাধন, আন্তধর্ম সহযোগিতা, বাক স্বাধীনতা এবং ইশ্বর নিন্দা বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত।

নবী করীম (সা.) এর এক সাহাবির সাথে ইউনুস নবীর এক অনুসারীর তর্ক হয়, তর্কে উভয়ে দাবী করেছিল তার নবী শ্রেষ্ঠ। তর্কে সাহাবীর কোন কথায় কষ্ট পেয়ে নবী করীম (সা.) এর কাছে সে নালিশ করলেন, তখন নবী করীম (সা.) উপস্থিত সাহাবীদের বললেনঃ- 'তোমরা আমাকে ইউনুস বিন মাত্তার চাইতে বড় বলে প্রচার কর না।' একবার এক ইহুদীর সাথে এক মুসলমান তর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং বলতে থাকে তার নবী বড়, ইহুদীটি এসে মহানবী (সা.) এর কাছে নালিশ করে, রসূল (সা.) অভ্যাসমত বিনয় প্রদর্শন করে সাহাবীদের বললেন, 'আমাকে মূসার চাইতে বড় বল না।' হুদায়বীয়ার সন্ধির ঘটনা আমাদের সকলের জানা। অশান্তির দাবানলকে নির্বাপিত করার জন্য সন্ধির শর্ত লিখাকালে রসূলুল্লাহ শব্দটিও পর্যন্ত কেটে দিয়েছিলেন। মদীনার সনদও আমাদের জানা আছে এ চুক্তির মাধ্যমে নবী করীম (সা.) মদীনায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে মদীনাকে এক শান্তির নীড় বানিয়ে ছিলেন। সারাবিশ্ব এমন এক সনদ পেল যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে অশান্তির দাবানল কখনও প্রজ্জোলিত হতে পারে না।

বর্তমানে বিশ্বের অশান্তির অন্যতম কারনের মধ্যে একটি কারন হলো অর্থনৈতিক দূরাবস্থা, আর এ ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা না থাকায় দারিদ্রের কষাঘাতে বিশ্বের এক বিরাট জনগোষ্ঠি পিষ্ট। যে সব নীতিমালার অবলম্বনে আজ পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা চলছে তা বৈষম্যে ভরা এবং স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার, এক গোষ্ঠি বিশ্বের অর্থনীতিকে শুধু নিজের নিয়ন্ত্রাধীন রেখে এ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করছে। ফলে মানব গোষ্টি আজ অসংখ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।

মহানবী (সা.)ও এমনই এক অন্ধকার যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তার শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা আরবের সে অন্ধকার দূর করে দিয়েছিলেন। তার শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরন করে আরবের জাহিল লোকেরা সোনার টুকরোতে পরিনত হয়েছিলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, হে নবী করীম (সা.) তুমি তাদেরকে গোবরের চাইতে নিকৃষ্ট অবস্থায় পেয়েছিলে কিন্তু তোমার সাহচর্যে তারা সোনার টুকরোতে পরিনত হয়েছে। মহানবী (সা.) পৃথিবীর সামনে এ সম্পর্কে এক সুমহান শিক্ষা রাখলেন। তিনি সা. এক হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে নিষেধ করেছেন, যাকাত, ঐচ্ছিক দান ও বায়তুল মাল এর ব্যাবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিচারের নীতি অবলম্বন করতে আদেশ দিলেন। সৎকাজে অর্থ ব্যয় করার শিক্ষা দিলেন, গরীব, বিধবা, ইয়াতিম, অসহায়দের সাহায্যের নীতি উপস্থাপন করলেন। ধনীদের জন্য জাকাত আবশ্যকীয় বলে খোদার সিদ্ধান্ত জানালেন। মদ্যপান, জুয়া, সুদ নিষিদ্ধ ঘোষনা করলেন। দানদাক্ষিন্যে উৎসাহিত করে অনুপ্রানিত করলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে নিদর্শনা দিয়েছেন, বিয়েশাদীর ব্যয় সম্পর্কিত শিক্ষা দিয়েছেন, সাদা সিধে জীবন যাপনের আদেশ দিয়েছেন। গরীবদের আত্নসম্মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। উপরোক্ত বিষয়াদী সম্পর্কে কুরআনের পাঠক মাত্র জানেন, কুরআনে কত সুস্পষ্টভাবে এসবের নীতি, আদেশ নিষেধ লিপিবদ্ধ আছে এবং মুসলমানদের এসব কাজ উত্তমরূপে করার জন্য কী ভাবে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে ব্যবসা-বানিজ্য, লেনদেন ও এর পদ্ধতি, অর্থনীতির মূল ভিত্তি সম্পর্কিত বিষয়াদী এবং তদসংক্রান্ত ঘটনা বলি বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) উপরোক্ত বিষয়াদী শুধু মৌখিক ভাবে ঘোষনা করেই নিজ দায়িত্ব পালন করেন নি বরং শান্তির বরপুত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার ব্যাবহারিক জীবনে তা বাস্তবায়িত করে অর্থনৈতিক শান্তি এবং উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন এসব বিষয়ের উপর সীরাতে নববীর আলোকে বলা যায় কিন্তু সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এসব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরছি।

একবার নবী করীম (সা.) সাহাবাদের মাঝে বসে ছিলেন তিনি (সা.) বললেন তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যার নিকট তার উত্তরাধীকারের সম্পদ নিজের সম্পদের চাইতে প্রিয়। সাহাবাগন বললেন হে আল্লাহ্‌র রসূল আমাদের সবার কাছেই নিজের সম্পদ বেশী প্রিয়। তিনি (সা.) বললেন তোমাদের আসল সম্পদ হলো তা যা তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে তা জমা রেখেছো, যা অবশিষ্ট থাকে তা তোমাদের উত্তরাধীকারের। একদিন ফজরের নামাজের পর সাহাবাদের সম্বোধন করে বললেন আমি তোমাদের দারিদ্র সম্পর্কে চিন্তিত নই। আমি ভীত তোমাদের জন্য সচ্ছলতার দুয়ার খুলে দেয়া হলে তোমরা অহং ও গর্বে লিপ্ত হয়ে পূর্ববর্তি জাতির পরিনামে না পৌঁছে যাও। তিনি (সা.) বললেন আমার কাছে উহুদ পরিমান সোনা এলে, দিন শেষ হবার আগেই আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতে পারলে আনন্দিত হব। শুধু ততটুকু রাখবো যা আমার প্রয়োজন। কিয়ামতের দিন ধনীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তবে যারা, আল্লাহ্‌র রাস্তায় ও অসহায়দের জন্য নির্দ্বিধায় খরচ করে তারা সফল হবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন তিনি (সা.) লোকদের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ছিলেন এবং রমজান মাসে ঝঞ্জাবায়ুর ন্যায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান-খয়রাত করতেন।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকরকে একবার দান করতে দেখে নবী করীম (সা.) বললেন তুমি গুনে গুনে দিওনা আল্লাহ্‌ও তোমাকে গুনে গুনে দিবেন। কৃপন ও দানশীলের উদাহরন দিয়ে বলেছেন দুজন লোহার এমন পোষাক পরিহিত যা তাদের বুক থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। দানশীল ব্যক্তি যখনই দান-খয়রাত করে তার পোষাক ঢিলা হতে থাকে এমন কি তা থেকে মুক্ত হয়, আর কৃপন সুযোগ পেয়েও খরচ করে না তখন তার লোহার পোষাক আরো সংকুচিত হতে থাকে এমন কি তার নিশ্বাস বন্ধ হবার অবস্থার সৃস্টি হয়ে যায় । মক্কা জীবনে তার দানশীলতা এবং আর্থিক ব্যাবস্থাপনা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে হযরত খাদিজা (রা.) তাকে বিয়ে করেন এবং প্রথম ওহী প্রাপ্তির পর তাঁর (সা.) এ সব বিষয়ের উচ্চমার্গে উপনীত থাকার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হযরত যাবের রা. যার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। দরিদ্র যাবেরের ওপর সাত বোনের লালন পালনের দায়িত্ব পড়ে যায়। আর এদিকে মদিনার ইহুদিদের কাছে হযরত আব্দুল্লাহর অনেক দেনা ছিল। ইতিমধ্যে তিনি বোনদের লালন পালনের জন্য বিয়ে করেন। তিনি (সা.) তাকে সাহায্য করতে আকাঙ্খি ছিলেন। কিন্তু যাবেরের আত্মমর্যাদা বোধের কারনে তাকে সরাসরি সাহায্য করা থেকে বিরত থাকলেন, কিছু দিনের মধ্যেই এক যুদ্ধ থেকে ফেরত পথে যাবেরের উট পথিমধ্যে দাড়িয়ে পড়ে,অর্থাত উটটি বেকার হয়ে পড়ে, রসূল করীম (সা.) তার থেকে উটটি কিনে বলেন মদীনায় পৌঁছে উটটি দিয়ে দিও, এবং হযরত বেলালকে বললেন তাকে মূল্য দিয়ে দাও। যাবেরের উটটি খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা.) এর আহবানে বিক্রি করে দেয়। মদীনায় পৌছে যখন যাবের উটটি দিতে আসে তিনি (সা.) তাকে উটটি ফিরিয়ে দিলেন এবং বলেন এর মূল্যটিও তুমি রেখে নাও।

একবার মুযার গোত্রের কিছু অভাবী লোক মদীনায় এলে রসূল করীম (সা.) তাদের অসহায়ত্ব দেখে বিচলিত হলেন চেহারায় বেদনার ছাপ ফুটে উঠে। বেলালকে দিয়ে ডাকিয়ে বলে মুসলমানদের জড় করলেন এবং আবেগ আপ্লুত কন্ঠে তাদেরকে অর্থাৎ মুযার গোত্রের লোকদের সাহায্যের জন্য বললেন তাৎক্ষনিক সবাই তাদের সাহায্য করলো এবং নবী করীম (সা.) এর চেহারায় আনন্দের দ্যূতি ছড়িয়ে পড়লো।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন দিনার বর্ননা করেন একদিন রসূলে করীম (সা.) এর হাতে দশ দিরহাম এলো, তার (সা.)এর কাপড়ের প্রয়োজন ছিল, এসময় এক কাপড়ের ব্যাবসায়ী এলে তার কাছ থেকে চার দিরহামের একটি কাপড় কিনলেন এবং তা পরিধান করলেন। কিছু ক্ষনের মধ্যেই এক অভাবী এলো এবং বললো আমাকে পড়ার মত কিছু দিন আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে পোষাক পড়াবেন। তিনি (সা.) কাপড়টি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। তিনি (সা.) সেই কাপড় ওয়ালার কাছে গিয়ে আবার চার দিরহাম দিয়ে কাপড় কিনলেন। তার হাতে দুই দিরহাম ছিল , রাস্তায় এক কৃতদাসিনীকে দেখলেন মাঠে বসে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে? বললো গৃহ কর্তা দুই দিরহাম দিয়ে কিছু কিনতে পাঠিয়েছেন তা হারিয়ে ফেলেছি। এখন তারা আমাকে মারধর করবে, তিনি (সা.) তার হাতে দুই দিরহাম দিয়ে দিলেন। এর পরও সে কাঁদতে থাকে বললেন এখন কেন কাঁদছো বললো অনেক দেরি করে ফেলেছি এজন্য তারা শাস্তি দিবে। তিনি (সা.) তার সাথে গেলেন গৃহকর্তা নবী করীম (সা.)কে দেখে আনন্দে আত্নহারা , বললো আমার মাতা পিতা আপনার ওপর কুরবান। কি সাহায্য করতে পারি। তিনি (সা.) বললেন এ ভীত ছিল দেরী হবার কারনে তোমরা না আবার এর উপর অসন্তুষ্ট হও, মালিক বলে উঠলো আমরা একে স্বধীন করে দিলাম। চিন্তা করুন এই দশ দিরহাম মহানবীর চারিত্রিক গুনাবলীর কতগুলো দিক আমাদের সামনে উন্মোচিত করলো। তিনি (সা.) সাহাবাদের দারিদ্রতা দেখে বলেছিলেন গরীবরা ধনীদের ৫০০ বছর আগে জান্নাতে যাবে। একবার তিনি সাহাবাদের বললেন তোমরা যদি সন্তুস্ট থাকতে চাও তবে ওপরের দিকে তাকিওনা নীচের দিকে দেখো অর্থাৎ তোমাদের থেকে নিম্ন শ্রেনীর দিকে দেখো। একবার মহানবী (সা.) খেজুর পাতার মাদুরের ওপর শুয়ে ছিলেন।

এ সময়ে হযরত উমর (রা.) আসলেন হুজুর (সা.) এর পিঠে খেজুর পাতার দাগ দেখে ব্যাথিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যের বাদশারা কি জাক জমক ভাবে থাকে আর আপনি এভাবে, আপনার জন্য আমরা কিছু করি, তিনি (সা.) বললেন না আমি তো এ পৃথিবীতে মুসাফিররূপে আছি। যেভাবে কোন মুসাফির সন্ধ্যার আগে দূরের গন্তব্যে পৌছার লক্ষে সাঁঝবেলায় ক্ষনিকের জন্য বিশ্রাম নেয় আমিও এ পৃথিবীতে সেই অবস্থায় আছি। একবার বললেন, কিয়ামতে আল্লাহ তার বান্দাকে বলবে আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, পিপাসিত ছিলাম, বিবস্ত্র ছিলাম.....মানুষ বলবে তুমি আল্লাহ্‌ তুমি কিভাবে এ অবস্থায় থাকতে পারো, তখন আল্লাহ্‌ বলবেন আমার অমুক বান্দা

ক্ষুর্ধাত ছিলো।

অশান্তির তৃতীয় অন্যতম কারন সামাজিক অশান্তি। এতে সামাজিক বিষয়াদি যেমন সাম্রাজ্যবাদ ও বস্তুবাদ, ন্যায় বিচার, পারলৌকিক জীবন, সতীত্ব, নারী অধিকার, জবাব দিহিতা, বিয়ে শাদী. বয়স্কদের সেবা যত্ন, ভবিষৎ প্রজন্ম, অশুভের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, উত্তম কাজের প্রচলন, শান্তির সাথে সহাবস্থান, সৎকাজের প্রতিযোগিতা, আত্মিয় স্বজনের সাথে ভালবাসা, স্রষ্টার সন্তুষ্টিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা, যুদ্ধাবস্থা ও যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়াদী, মতাদর্শের পার্থক্য থাকলে এবং মতভেদ হলে তা মিটানোর পন্থা প্রভৃতি অন্তর্গত। এসব বিষয়াদী মহানবী সা. কুরআনের তথা ইসলামের শিক্ষাকে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ননা করেছেন, সাহাবাদের নিজের আমল দ্বারা শিখিয়েছেন এবং এসব বিষয়ে এমন এক আদর্শ রেখে গেছেন যা ইতিহাসের পাতায় না তাঁর পূর্বে পাওয়া যায় আর না কিয়ামত পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার জন্য কুরআনের একটি আয়াতই যথেষ্ট:-

মহানবীর মক্কা জীবন ও মদীনার জীবন উপরোক্ত বিষয়াদীতে তাঁর অনন্য আদর্শের সাক্ষ্য বহন করে। এসব বিষয়ের দৃষ্টান্ত বলতে গেলে বহু সময়ের প্রয়োজন। সময়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি। একবার কোন বিচারের রায়ের পর কিছু লোক দোষীর শাস্তি লাঘব করার জন্য সুপারিশ করলে মহানবী (সা.) বললেন আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি এ অপরাধ করতো তাকেও এ শাস্তি পেতে হত। বলেছেন রাগের বশে যেন কোন বিচার আচার করোনা। হযরত আব্বাসের গোঙ্গানী বদরের কয়েদী, হুনেয়নের যুদ্ধে এক সাহাবীর কারনে মহানবী (সা.) এর চলার পথটি সংকীর্ণ হয়ে পরে।সাহাবী বলেন আমি মোটা চামড়ার জুতা পরে ছিলাম। আমার পায়ের তলায় মহানবী (সা.) এর পা পড়ে যায়, মহানবী (সা.) তার হাতের কোড়া দ্বারা আমাকে সরালেন। বললেন বিসমিল্লাহ্ তুমি আমাকে আঘাত দিয়েছো। সাহাবী বলেন আমি নিজেকে তিরস্কার করে রাত কাটালাম। সকালে একজন এসে বললেন মহানবী (সা.) তোমাকে খুঁজছেন। আমি ভয়ে ভয়ে তার সাথে গেলাম, মহানবী (সা.) বললেন কালকে তুমি আমাকে আঘাত করেছিলে আমিও কোড়া দিয়ে তোমাকে অল্প কষ্ট দিয়েছি। আমি তোমাকে যে একটু কষ্ট দিয়েছি সে জন্য ৮০টি ভেড়া ছাগল দিলাম।

একবার নবী করীম (সা.) মোটা পাড়ের চাদর পরে ছিলেন। এক বেদুঈন এসে এতো জোরে চাদর ধরে টানলো যে মহানবী (সা.) এর গলায় দাগ পড়ে গেলো। এবং বললো আল্লাহ্ যে সম্পদ আপনাকে মালে গনিমত রূপে দিয়েছেন তা থেকে এই দুই উট বোঝাই করে দিন। কেননা এ সম্পদ না আপনার নিজের আর না-ই পৈতৃক। তিনি (সা.) নিরব রইলেন। তারপর বললেন, সম্পদতো আল্লাহ্‌র কিন্তু আমি তার বান্দা। তিনি বললেন তুমি যে কষ্ট দিয়েছো এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে, বেদুঈন বলল না তা হবে না, নবী করীম (সা.) বললেন কেন নয়? বেদুঈন বলল আপনি মন্দের প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন না। মহানবী (সা.) হেসে ফেললেন এবং বললেন এক উটে যব এবং অন্যটিতে খেজুর বোঝাই করে দাও।

আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ও এক ইহুদীর জানাযা। মদীনার একটু দুরে এক গরীব মহিলা অসুস্থ ছিলো। মহানবী (সা.) তার খোঁজ খবর নিতেন, মহানবী (সা.) বললেন সে মারা গেলে আমাকে খবর দিও। আমি তার নামাযে জানাযা পড়াবো তারপর দাফন করো। রাতে সেই মহিলা মারা যায়, খবর নিয়ে জানা গেলো মহানবী (সা.) ঘুমিয়ে আছেন। সাহাবাগণ তাকে জাগানো উচিত মনে না করে নামাযে জানাযা পড়ে তাকে দাফন করে দেয়। সকালে সাহাবাগণ এসে রসূল করীম (সা.) কে সেই মহিলার সংবাদ দিলে তিনি বললেন তার কবরে আমাকে নিয়ে চলো, গিয়ে সেখানে নামাযে জানাযা পড়লেন এবং বললেন ভবিষ্যতে এ রকম আর করবে না। আমাকে অবশ্যই জানাবে।

একবার এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলো আমি সেবায় কাকে অগ্রধিকার দিব বললেন মা। আরেক সাহাবীকে বলেছেন মায়ের পর পিতার। বলেছেন 'আল জান্নাতু তাহতা আকদামিল উম্মাহাত'। হাসান (রা.) কে তিনি (সা.) সাহাবাদের সামনে চুমু খেলেন। সেখানে আকরা বিন হাবেস বসাছিলেন, তিনি বললেন আমার দশটি সন্তান কিন্তু তাদের কাউকে আমি কখনও চুমু খাইনি। তিনি (সা.) বললেন, যে দয়া করে না তার উপর দয়া করা হয় না। হযরত ফাতেমা ঘরে এলে মহানবী (সা.) দাড়িয়ে যেতেন।

পুরুষদের সম্পর্কে বলেছেন তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদের মুখে লুকমাও তুলে দাও তার জন্য পুণ্য রয়েছে। তিনি (সা.) বলেছেন, যে তার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পায় আর তাদের সেবা করে জান্নাতে না যেতে পারে সে বড়ই হতভাগা। তিনি (সা.) বলেছেন কিয়ামতের দিন আমি ও ইয়াতীম দুই আঙ্গুল একত্রিত করে বললেন এ অবস্থায় থাকবো। তিনি (সা.) বলেছেন দীর্ঘায়ু পেতে চাইলে আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করো। তিনি আরও বলেছেন সন্ধী করিয়ে দেয়া অনেক বড় পুণ্য। মহানবী (সা.) এর ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। যুদ্ধে বন্দী হয়েছে অনেকে তাদের সাথে সর্বদা উত্তম ব্যাবহার করেছেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে স্যার উলিয়াম ম্যুর লিখেন "বদর যুদ্ধের বন্দীদের সাথে মদীনাবাসীরা উত্তম ব্যাবহার করেছে, এক কয়েদী বিবৃতি দিয়েছে। আল্লাহ মদীনাবাসীদের উপর রহম করুন। তারা আমাদের উটের এবং ঘোড়ার ওপর সওয়ার করে এনেছে আর নিজেরা পায়ে হেটে এসেছে। তারা আমাদেরকে গমের রুটি খাইয়েছে যা সেই সময়ে অনেক মূল্যবান ছিল আর নিজেরা খেজুর খেয়েছে। পরবর্তীতে যখন তাদের মুক্তিপন দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়া হচ্ছিল তখন তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেলো।"

হযরত আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন এক ইহুদী আমার কাছে চার দিরহাম পেতো। সময় মত দিতে না পারায় মহানবীর কাছে এসে নালিশ করলো। তিনি (সা.) বললেন আব্দুল্লাহ এর ঋন শোধ কর। তিনি বললেন সেই সত্ত্যার কসম যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার এ ঋন শোধ করার

সামর্থ নেই। তিনি (সা.) আবার বললেন ঋন শোধ কর। আব্দুল্লাহ একই উত্তর দিলেন, এবং বললেন খায়বার যুদ্ধের পর কিছু পেলে আমি তোমার ঋন শোধ করবো। তিনি (সা.) বললেন তুমি এখনই তার ঋন শোধকর। আব্দুল্লাহ বাজারে গেলেন, মাথার কাপড় গায়ে পরে, গায়ের কাপড় চার দিরহামে বিক্রি করলেন। এবং বাজার থেকে ফিরে আসছিলেন। রাস্তায় এক বৃদ্ধা তাকে দেখে বলল হে রসূলুল্লাহর সাথী তোমার কি অবস্থা? আব্দুল্লাহ তাকে সব ঘটনা খুলে বললো। বৃদ্ধা শুনে তার চাদরটি আব্দুল্লাহকে দিয়ে দিলেন।

হযরত যায়েদ যিনি রাসূলুল্লাহর সেবক ছিলেন তার পুত্র উসামা নবী করীম (সা.) এর ঘরে আসতেন, তার নাক দিয়ে সর্দির পানি গড়িয়ে পড়তো, নবী করীম (সা.) তার নাকের পানি মুছে দিতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন হে আল্লাহ্‌র রসূল আমি তো আছি। আপনি করবেন না, তিনি (সা.) বলতেন না আমি পরিস্কার করবো। এবং তিনি (সা.) নিজেই পরিস্কার করে দিতেন। প্রায়শই হযরত হুসেয়ন রা. এবং কৃতদাস পুত্র উসামাকে কোলে নিয়ে দোয়া করতেন হে আল্লাহ্‌ আমি এদুজনকে ভালবাসি তুমিও এদের কে ভালবাসো। ফুজালা বিন উমেয়র রসূল করীম (সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে নিকট বর্তি হলে আল্লাহ্‌ তালা মহানবী (সা.) কে ওহী করে জানিয়ে দিলেন। মহানবী (সা.) তার নাম নিয়ে ডাকলেন এবং বললেন তোমার উদ্দেশ্য কি? সে ঘাবরে গেল এবং মিথ্যা বললো, নবী করীম (সা.) হাসলেন এবং তার বুকে হাত রাখলেন। ফুজালা বললেন মহানবী সা. যখন আমার বুকে হাত রাখলেন তখন আমার মন থেকে সব ঘৃনা উবে গেলো এবং ভালোবাসার সৃষ্টি হলো এবং সে তাৎক্ষনিক ইসলাম গ্রহন করে।

প্রোফেসর কেরন আর্মস্ট্রং লিখেন, "পশ্চিমা জগতে মানুষ মুহাম্মদ (সা.) কে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘৃনা করে আসছে, তাকে এক অত্যাচারী যোদ্ধা এবং নির্দয় রাজনীতিবীদ হিসেবে জেনে আসছে। আসলে তিনি দয়াবান এবং অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জীব জন্তুদেরও ভালবাসতেন। উদাহরণ স্বরূপ এক বিড়ালকে নিজের কাপড়ের ওপর ঘুমাতে দেখে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেননি। বলা হয়ে থাকে, কোন সমাজকে জানতে হলে জীব-জন্তুদের সাথে তাদের ব্যবহার দেখ। মুহাম্মদ (সা.) আরবদের জীবজন্তুর প্রতি সব ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।"

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com,
khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১১ ৫০১৮৩২

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ের গুরুত্ব"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ আগষ্ট, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলামে হজ্জের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইলঃ ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৩৪)

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর ধারণা থেকে বুঝা যায় যে, তাদের ধর্মটি হচ্ছে কেবলই একটি জ্ঞান, 'বোধি' যা ধ্যান এর মাধ্যমে বুদ্ধ কর্তৃক আবিস্কৃত। যেগুলোকে তাদের দর্শন হিসেবে দাবী করা হয়, তার সবই ছিল বুদ্ধের প্রেরণা।

যারা খোদায় বিশ্বাস করে, অনুকূল অবস্থান থেকে তাদের প্রেরণা হচ্ছে মনোগত অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়, যার মধ্যে মানুষ অনেক সময়ই আধ্যাত্মিকভাবে উল্লাসিত বোধ করে। উল্লাসের এই পর্যায় মানুষ শান্তি-বোধের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যাকে শান্তির খুবই চূড়ান্ত অবস্থা বলে মনে হয়। এই ভাবাবেশপূর্ণ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে মানুষ এমন কিছু প্রাপ্তির এক শক্তিশালী প্রভাব অনুভব করে, যেটাকে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যস্থল বলে তারা ভেবে আসছিল এবং যা অর্জনের জন্যে মানবজাতি প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

এই মনস্তাত্বিক অভিজ্ঞতাই হচ্ছে সার্বিক সেই বিষয়,যাকে আধ্যাত্মিক আলোকে সম্পাত এবং বস্তুর দাসত্ব বন্ধন থেকে 'দায় মুক্তি' হিসেবে তারা গর্ববোধ করতে পারে। তবে এটা এর সর্বোচ্চ সামর্থ দ্বারাও কোন বিষয়গত বাস্তবের পরিবর্তন অথবা দুষ্টলোকদেরকে শোধরাতে পারেনা। অজানা পরিমন্ডল থেকে জানা পরিমন্ডলে এটা কিছুই হস্তান্তর করতে পারে না। এটা অন্ধকার থেকে আলোয় পরিবর্তিত করতে পারেনা। ইতিহাসের সমাধিতে প্রোথিত অজানা বিষয়কে প্রেরণা যেমন কখনোই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি, তেমনি ভবিষ্যতের অনাগত কোন বিষয় সর্ম্পকে কোন ক্ষীণ আলোও বুঝতে পারা এটা দ্বারা সম্ভব হয়নি। যুক্তি সম্মত সিদ্ধান্তের স্থলে শর্তহীন আত্মঅস্বীকারের এই দর্শনই যদি অনুসরণ করা হয় , তবে এটা অপরিহার্য ভাবেই মানবজাতিকে বিলুপ্তির দিকে চালিত করবে। এই প্রেরণাদায়ক অনিচ্ছা প্রবণতাকে বুদ্ধ (আ.)-এর স্বর্গীয়ভাবে আরোপিত জ্ঞানের প্রতি আরোপ করায় তাকে কোন সম্মান করা হয়না; এটা ওহীর সেই স্বর্গীয় পেয়ালা নয়, যা থেকে আকণ্ঠ পান করে তিনি অবিস্মরণীয় হয়েছিলেন।" (২৯)

ইহুদী ধর্ম এবং খৃষ্ট–ধর্মের পরিচিতি ও পর্যালোচনাঃ

ইসলাম ধর্ম ছাড়াও পৃথিবীতে আরো যে সকল ধর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা খুবই প্রয়োজন যাতে আন্তঃধর্মীয় শান্তি–সম্প্রীতি এবং পরমত–সহিষ্ণুতার আদর্শ সমুন্নত রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজতর হতে পারে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে যুক্তি–জ্ঞান এবং নৈতিক নীতি–দর্শনের আলোকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলাম–সহ অন্যান্য ধর্মের তূলনামূলক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে এই পর্যায়ে ইহুদীধর্ম এবং খৃষ্টান ধর্মের পর্যালোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) ইহুদী ধর্মের গোড়াপত্তন

(খ) খৃষ্ট–ধর্মের পরিচিতি,

(গ) বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য,

(ঘ) বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগ তথা আখেরী যমানায় প্রতিশ্রুত মসীহ–এর আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য এবং

(ঙ) বর্তমানে প্রচলিত ইহুদী–খৃষ্টধর্মের পর্যালোচনা ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দৃষ্টিতে

ইহুদী–ধর্মের গোড়াপত্তন

প্রাচীন হিব্রু জাতির উত্তর পুরুষদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ইহুদী ধর্ম বা 'জুডাইজম' (Judaism) বলা হয়ে থাকে। মেসোপটেমিয়া (বর্তমানে ইরাকের অংশ) এবং কেনান (বর্তমান প্যালেষ্টাইন) অঞ্চলে হিব্রু ভাষার প্রচলন ছিল। পরবর্তী কালে ইহুদী ধর্মাবলম্বীগণ 'জু' (Jew) নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে জুডাইজম, জুডিয়া এবং 'জু' শব্দগুলো 'জুডাহ' (Judah) শব্দ থেকে তৈরী হয়েছে। 'জুডাহ' ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.) তথা জেসেফের সৎভাই। হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর পুত্র হযরত ইসহাক

(আ.) (জ্যাকব এবং ইস্রায়েল নামেও পরিচিত)–এর বারো জন পুত্র সন্তানের মধ্যে চতুর্থ সন্তান ছিলেন জুডাহ এবং কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন যোসেফ।

ইহুদী ধর্মের অনুসারীগণ তাদের ধর্মের আদিপিতা হিসেবে হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কে (Abraham) মান্য করে থাকে (২১৬৫–১৯৯০ খৃষ্টপূর্ব)। তাদের বিশ্বাস হলো এই যে, আব্রাহামের সঙ্গে এখন থেকে চার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহতালার এক পবিত্র চুক্তি হয়েছিল যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ইস্রায়েল বা ইসহাকের বংশে হযরত মুসা (আ.)–এর আবির্ভাব ঘটে।

[নোটঃ এখানে উল্লেখ্য যে, ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত ইব্রাহিম (আ.)–এর জ্যেষ্ঠ সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর বংশে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর আবির্ভাব ঘটে এবং বিশ্বধর্ম ইসলাম ধর্মের গোড়াপত্তন হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২ঃ১২৫–১৩০ এবং বাইবেলের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য যা পরে উল্লেখ করা হবে]।

ঘটনাচক্রে আব্রাহামের দৌহিত্র যোসেফের মিশর আগমন এবং সেখানে মিশরের সম্রাট কর্তৃক একটি অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্তি এবং তাঁর পিতা–মাতা ও ভাইদেরকে মিশরে আশ্রয় দানের মাধ্যমে মিশরে ইস্রায়েলী জাতিগোষ্ঠী তথা বণী–ইস্রায়েলের বসতি শুরু হয় যা পরবর্তী সাত/আটশো বছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কালক্রমে এই জাতিগোষ্ঠীর লোকদের সংগে ধর্মীয় এবং সামাজিক বিভিন্ন কারণে মিশরের সম্রাটগণ দুর্ব্যবহার করতে থাকে এবং তাদের সংগে ক্রীতদাসের মত (পিরামিড তৈরী এবং অন্যান্য কাজ–কর্মের জন্য) কঠোরতাপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকে। এমনকি ইস্রায়েলী জন–সংখ্যা রোধ কল্পে এবং ধর্মীয় কারণে মিশরের সম্রাট ফেরাউন বনী ইস্রায়েলী পুরুষ শিশুকে হত্যার বিধান চালু করে। এই নির্মম পরিস্থিতিতে ইহুদী জাতির উদ্ধারের জন্য আল্লাহতালার অসীম অনুগ্রহে ইস্রায়েলী বংশে হযরত মুসা (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন (১৫২৬–১৪০৫ খৃষ্টপূর্বে)। তিনি ছিলেন ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক (Moses বা হিব্রু ভাষায় 'মোশী')। জন্মলগ্নে শিশুকালে তাঁর পিতা–মাতা ফেরাউনের ভয়ে শিশু সন্তানকে একটি ঝুড়িতে করে নীল–নদে ভাসিয়ে দেন। ঘটনাক্রমে সেই ঝুড়িটি ফেরাউনের পরিবারের মহিলার দৃষ্টিগোচর হয় এবং ফেরাউনের রাজ–পরিবারে মুসার প্রতিপালনের এবং শিক্ষা–দীক্ষার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয় (বাইবেল এবং পবিত্র কুরআনে এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে হযরত মুসা [আ.] ইহুদী জাতি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার জন্য পবিত্র কুরআনের সূরা কাসাফ, আনাম, নিসা, তা-হা, আরাফ, মায়েদা, আম্বিয়া, বনিইসরাইল, মুমিন, শুআরা, বাকারা এবং অন্যান্য সূরা দ্রষ্টব্য।)

ঐশী নির্দেশে মিশর থেকে ইস্রায়েলীদের সংগে নিয়ে হযরত মুসা (আ.) লোহিত সাগরের তীরবর্তী স্থানে উপনীত হন এবং জোয়ার–ভাটার কারণে ঐ সময় ঐশী নিদর্শন রূপে একটি পথ তৈরী হয় এবং সেই পথ দিয়ে ঐশী সাহায্যে বণী–ইস্রায়েলীগণ মিশর ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছিল। পক্ষান্তরে পশ্চাদ–ধাবণকারী ফেরাউনের সৈন্যবাহিনী ঐ পথ অতিক্রম করার সময় নিমজ্জিত হয় [Enc. Bible, Col.[1437]। সেই সময় মিশরের সম্রাট ফেরাউনের নাম ছিল র‍্যামেসিস দ্বিতীয় (Ramesis II)–মতান্তরে তার পুত্র Merneptah।

ইস্রায়েলীদেরকে নিয়ে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সিনাই মরু অঞ্চলের দিকে আসার প্রাক্কালে হযরত মুসা সিনাই পর্বত–শৃঙ্গে আল্লাহতালার কাছ থেকে যে প্রত্যাদেশ বাণী প্রাপ্ত হন সেগুলো 'দশ আজ্ঞা' বা Ten Commandments নামে খ্যাত। এই দশ আজ্ঞার সার–কথা হলোঃ (১) ঈশ্বর–এর (ইলোহিম বা 'জিহোভা') উপর বিশ্বাস, (২) আল্লাহ তালার একত্ব, সকল প্রকার মূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ । (৩) বিনা প্রয়োজনে ঈশ্বরের নাম উচ্চারন নিষিদ্ধ (৪) 'সাব্বাত' হিসাবে শনিবার বিশেষ ভাবে উপাসনার জন্য নিরুপিত, (৫) পিতা,মাতাকে সম্মান করতে হবে (৬) নরহত্যা করবে না (৭) ব্যাভিচার করবে না (৮) অপহরন করবে না (৯) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না এবং (১০) প্রতিবেশির সম্পদের প্রতি লোভ করবে না।

একেশ্বরবাদী কেন্দ্রিয় বিশ্বাস ছাড়াও আরো কতকগুলো মৌলিক বিশ্বাস ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহুদীগন বিশ্বাস করে যে বনী ইস্রায়েলীগণ হলো 'Chosen People of God' (ঈশ্বরের মনোনীত জাতি)। তাদের মতে হযরত মুসা (আ.) হলেন প্রধান নবী এবং তৌরাত হলো সর্বশেষ ঐশীবানী। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বের ত্রাণকর্তা রূপে 'মসীহা'–এর আগমন এখনও হয় নাই।

মিশর থেকে মোজেস নিজ জাতি তথা বণী ইস্রায়েলীদেরকে ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে কেনানের (বর্তমানকালের প্যালেষ্টাইনের) পথে সিনাই মরু প্রান্তরে নিয়ে আসেন। সিনাই অঞ্চলে ইস্রাইলিরা যখন যাযাবরের জীবন–যাপন করতো তখন তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘোরাফেরা করেছিল। মোজেসের মৃত্যুর (১৪০৫ খৃঃ পূঃ) পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর খেলাফত–ব্যবস্থা বা ঐশী প্রতিনিধিত্ব কোন না কোন ভাবে জারী ছিল। প্রকৃত পক্ষে যিশু–খৃষ্ট ছিলেন মুসায়ী ধারার সর্বশেষ শৃংখল– যদিও ইহুদীগণ যীশুর উপর বিশ্বাস করে না এবং অদ্যাবধি তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আগমণকারী যীশুর জন্য জেরুজালেমের বিখ্যাত Weiling Wall বা ক্রন্দন–প্রাচীরে প্রতি বছর কান্না–কাটি করে যাচ্ছে বিগত দুই হাজার বছর যাবৎ।

ইহুদী ধর্ম–গ্রন্থ সমূহঃ

(ক) ইহুদী ধর্মের মূল ধর্ম গ্রন্থের নাম তৌরাত (Torah)

তৌরাতের পাঁচটি প্রধান অংশ রয়েছেঃ ১–আদি–পুস্তক (Genesis), ২-যাত্রা–পুস্তক (Exodus), ৩–লেবীয়–পুস্তক (Leviticus), ৪–গণনাপুস্তক (Numbers), ৫–দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) । এই পাঁচটি পুস্তক ছাড়াও হিব্রু বাইবেলের আরো ৩৪টি পুস্তক রয়েছে। এই পুস্তকগুলোর নামগুলো নিম্নরূপঃ

যিহোশূয় (Joshua), বিচারকর্ত্তৃগণ (Judges), রূতের বিবরণ (Ruth), শমূয়েল (I Samuel), শমূয়েল–২ (II Samuel), রাজাবলি (I Kings) –১ রাজাবলি–২ (II Kings), বংশাবলি–১ (I Chronicles), বংশাবলি–২ (II Chronicles) ইষ্রা (Ezra) নহিমিয় (Nehemiah) ইষ্টের (Esther) ইয়োব (Job) গীতসংহিতা (Psalms) হিতোপদেশ (Proverbs) উপদেশক (Ecclesiastes) পরমগীত (The

Song of Solomon) যিশাইয় (Isaiah) যিরমিয় (Jeremiah) বিলাপ (Lamentations) যিহিস্কেল (Ezekiel) দানিয়েল (Daniel) হোশেয় (Hosea) যোয়েল (Joel) আমোষ (Amos) ওবদিয় (Obadiah) যোনা (Jonah) মীখা (Micah) নহুম (Nahum) হবক্কুক (Habakkuk) সফনিয় (Zephaniah) হগয় (Haggai) সখরিয় (Zechariah) এবং মালাখি (Malachi)

[নোটঃ এই নামগুলোর সংগে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন এই জন্য যে, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কোন কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে এগুলোর রেফারেন্স দেওয়া হয়]।

*(খ) মিশনাহ (***Misnah):** হিব্রু বাইবেলের আর একটি বিবরণ রয়েছে যার নাম মিশনাহ যা ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ের সংগে সম্পর্ক-যুক্ত।

*(গ) তালমুদঃ (***Talmud)** ঃ তৌরাতের অন্তর্ভূক্ত পুস্তকগুলো ছাড়াও তৌরাতের মৌখিক অংশ রয়েছে যা তালমুদ নামে পরিচিত। তালমুদের দুটি বিবরণ রয়েছে-'ব্যাবীলনীয় তালমুদ' এবং 'জেরুজালেম তালমুদ'।

মুসায়ী শরীয়তের অধীনস্থ খলীফাগণঃ

যখন হযরত মুসা (আ.) সিনাই পর্বতে ঐশী নির্দেশে চল্লিশ দিন-রাত অতিবাহিত করেন এবং 'দশ আজ্ঞা' লাভ করেন সেই সময়ে তিনি তাঁর বড়ো ভাই হযরত হারুন (আ.)-কে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন (বাইবেলঃ যাত্রাপুস্তক এবং সুরা আরাফ ৭ঃ ১৪৩)। পরবর্তীকালে হযরত মুসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর নিম্নোক্ত প্রতিনিধিগণ (খলীফাগণ) তৌরাতের অধীনে ইহুদীদের কে নেতৃত্ব দান করেনঃ

১- যোশুয়া বিন-নুন (Jashua), ২- অথিনীয়েল (Othiniel), ৩- ইহুদ (Ehud), ৪- ডেবোরাহ (Doborah), ৫- গিডিয়ন (Gideon) , ৬- জেফথাহ (Gepthah) , ৭-স্যাম্পসন (Sampson), ৮- সাউল (Saul- খলীফা এবং প্রথম ইস্রায়েলী রাজা ১২০-১০০০খৃঃ পূঃ রাজত্বকাল), ৯- দাউদ (Daud- ১০০০-৯৬১খৃঃ পূঃ রাজত্বকাল, নবী এবং খলীফা), ১০- সুলায়মান (Solomon ৯৬১-৯২২খৃঃপূঃ, খলীফা এবং নবী। হযরত সুলেমান (আ.)-এর মৃত্যুর পর ইস্রায়েলী রাজত্ব প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রায় দু'শত বছর পর ইস্রায়েলী রাজ্যের উত্তরাংশ অ্যাসিরীয়ানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, জেরুজালেম নগরীর সুলাইমানের ইবাদত-গৃহ (Solomon Temple) বিধ্বস্ত হয়। তারা দশটি ইস্রয়েলী বংশের লোকদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। বিতাড়িত ইহুদীগণ পারশ্য, আফগানিস্তান, কাশ্মীর এবং ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদীদের ভাষায় এই দশটি গোত্রকে দশটি হারানে ইহুদী গোত্র (The Ten Lost Tribes) বলে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে ৫৮৭খৃঃ পূর্বাব্দে দক্ষিণ অংশ (জুডাহ) পরাভূত হয় ব্যাবিলীয় আক্রমনকারীদের দ্বারা। ইহুদীদের একজন নবীর নাম ছিল দানীয়েল (৬ষ্ঠ শতক খৃঃ পূঃ)। সেই সময়ে বেবিলন সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন নেবুকাদনাজার। প্রায় পাঁচ শত বছর পরে রোমান শাসকগণ এই অঞ্চল করায়ত্ত করে এবং তাঁদের রাজত্ব বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে যার ফলে সিরিয়া (৬৪খৃঃপূঃ) এবং জেরুজালেম (৩৭খৃঃপূঃ) তারা জয় করে। এই সময় জুডিয়ার শাসন রোমান শাসক হেরোডের উপর বর্তায়। রোমানগণ মিশর দখল করে (৩১ খৃঃপূঃ)। এভাবে সমগ্র-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল যীশু খৃষ্টের আগমনের প্রাককালে রোমান শাসকদের অধীনস্থ হয়। হযরত ঈসা (আ.) বা যীশু-খৃষ্ট ছিলেন মুসায়ী শরীয়তের অধীন আগমনকারী সংস্কারক-নবী (যদিও ইহুদীগণ অদ্যাবধি তাঁকে মান্য করে নাই)। ইহুদী পন্ডিতরা বিশ্বাস করে যে, আকাশ থেকে হযরত ইলিয়াস (আ.) ('এলিজা' বা 'এলীয়') পৃথিবীতে নেমে আসবে এবং তার পরে ঈসা-মসীহ আবির্ভূত হবেন [যা আক্ষরিকভাবে বাস্তবে কখনই সম্ভব হবে না। তবে রূপকভাবে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী যোহন বা John the Baptist অর্থাৎ হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

ইহুদী বসতি সম্পর্কে

একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীতে ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৪০লাখ যার মধ্যে ইহুদী-রাষ্ট্র ইস্রায়েলে প্রায় ৪৪ লাখ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ লাখ ইহুদী রয়েছে। এ ছাড়া ফ্রান্স ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া এবং রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনায় ইহুদীগণ ছড়িয়ে রয়েছে এবং ইয়েমেন, তিউনেসিয়া, মরোক্ক, তুরস্ক, ভারতবর্ষ-সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিছু কিছু ইহুদী বসতি রয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টীয় পনেরো শতকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইহুদীরা বসতি স্থাপন করে আসছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কুটনীতি, গণ-মাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে ইহুদী জাতি-গোষ্ঠীর অবদান যেমন ব্যাপক তেমনি তারা প্রভাবশালীও বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময়ে জার্মানীর হিটলার এবং নাজি পার্টির ইহুদী নিধন-যজ্ঞের কারণে প্রায় ৬০ লাখ ইহুদী প্রাণ হারায়। বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সনে বৃটেনের সহায়তায় ইহুদীদের জন্য পশ্চিম জেরুজালেম অংশে স্বতন্ত্র ইস্রায়েলী রাষ্ট্র গঠিত হয়।

পরবর্তীতে ১৯৬৭ সনে ছয় দিনের আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধে আরবদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং জর্ডানের হাত থেকে ইহুদীরা পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয়। এখন পর্যন্ত ইহুদী রাষ্ট্র পাশ্চাত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্য-প্রাচ্যে প্রবল প্রতাপের সংগে বসবাস করে চলেছে এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যস্থিত অনৈক্য এবং পারস্পরিক দ্বন্দ-কলহের কারণে বার বার ইস্রায়েলের আক্রমণের মোকাবেলা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে মধ্য-প্রাচ্যসহ বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক পথ ও পন্থায়- বিশেষতঃ যুদ্ধ নয়, বরং কলমের জিহাদের মাধ্যমে ঐশী পরিকল্পনা মোতাবেক বিশ্ব-শান্তির পথে বিশ্ববাসীকে পরিচালিত করতে হবে [এ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম সংগঠন বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে। আহমদীয়া মুসলমানগণ জঙ্গীবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী নীতিতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না।]

[চলবে]

মাজহাবের ফেরে মরছে মুসলমান

মাহমুদ আহমদ সুমন

‘কাহারে করিছ ঘৃণা ভাই, কাহারে মারিছ লাথি? হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাত্তি।’

সকল মানব একই আদম হাওয়ার বংশধর এবং এক আল্লাহপাকের সৃষ্টি। আমাদের সবার সৃষ্টি একই উৎস থেকে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘হে মানুষ! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন’ (সূরা আন নিসা, আয়াত: ২)। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই একই উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত এবং একই বংশধর হওয়া সত্ত্বেও আজ আমরা একে অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করছি।

আল্লাহপাক সমস্ত আদম সন্তানকে প্রভূত সম্মান ঠিকই দান করেছেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা সেই সম্মান ধরে রাখতে পারি নি। সব আদম সন্তানকে আল্লাহ তা’লা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেননি। একজন মানুষ সে যে ধর্মেরই হোক না কেন তার মূল পরিচয় হলো সে আদম সন্তান আর আদম সন্তান হিসেবে সব ধর্মের মানুষ একই উম্মত। আল্লাহপাকের কাছে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী। মানুষ হিসেবে তিনি কাউকে পৃথক করেন নি। তার দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং একই উম্মাহ কিন্তু পরবর্তিতে মানুষ বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, ‘আর মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে তারা মতভেদ করলো’ (সূরা ইউনুস, আয়াত: ২০)। আবার আল্লাহ তা’লা বলেন, ‘কিন্তু তারা তাদের মাঝে নিজেদের বিষয়কে বহু খন্ডে খন্ডিত করে ফেলেছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে অহংকার করছে’ (সূরা মোমেনুন, আয়াত: ৫৪)। আসলে সমসাময়িক নবীর মৃত্যুর পরে

নবীর অনুসারীরা সাধারণত নিজেদের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ করে এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর প্রত্যেক দলই মনে করে তারাই নবীর সত্য অনুসারী এবং অন্যান্যরা ভ্রান্ত কিন্তু সব নবী অনুসারীরাই আদম-হাওয়ারই বংশধর।

আল্লাহপাক এই পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন মানবের সংশোধন আর দলে-উপদলে বিভক্ত না হয়ে সবাই যেন একই সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করে। এক নেতৃত্বের অধিনে থেকে জীবন পরিচালিত করাই খোদা তা'লার ইচ্ছা আর এ লক্ষ্যেই তিনি নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। আজ মুসলিম জাহানের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায়, তাদের অবস্থা কোন পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছে। সমগ্র মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী মুসলমানরা আজ নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করছে। এর কারণ কী? আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় এর মূল কারণ হচ্ছে, মুসলমান আজ পবিত্র কুরআনের আদেশ ও শ্রেষ্ঠ নবীর শিক্ষার ওপর আমল করা ছেড়ে দিয়ে মাজহাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পবিত্র কুরআন কি বলে তার অনুসরণ না করে মাজহাবের অনুসরণ করছে। অথচ মাজহাবের কোন ভিত্তি পবিত্র কুরআন হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। আল্লাহপাকের কি কোনো মাজহাব আছে? মহানবী (সা.)-এর কি কোনো মাজহাব ছিল?

এক জাতি হিসেবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯৩)। আবার আল্লাহ তা'লা বলেন, 'আর জেনে রাখ তোমাদের এ সম্প্রদায় একটিই সম্প্রদায়। আর আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক' (সূরা মোমেনুন, আয়াত: ৫৩)। সবার সৃষ্টি যেহেতু একই ঐশী উৎস থেকে তাই সকলের মূল কাজ হলো সবার মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। আজ একেক মাজহাবের অনুসারীরা যার যার সুবিদা অনুযায়ী হাদীস তৈরী করে নিয়েছে আর তা দিয়ে অপরকে আঘাত করছে।

সমগ্র বিশ্বে মাজহাবের ফেরে পুড়ছে মুসলমান। আজ পাকিস্তানে যেমন সুন্নিরা আক্রান্ত হচ্ছে শিয়াদের দ্বারা শিয়ারা আক্রান্ত হচ্ছে সুন্নিদের দ্বারা আবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পাকিস্তানে আজ এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয় না যেখানে মাজহাবের ফেরে ডজন খানেক লোককে প্রাণ হারাতে হয়। এছাড়া ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, লিবিয়া, ইয়েমেনসহ বিশ্বের বহু দেশে কেবলমাত্র এই মাজহাবের কারণে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাতে হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের। চালানো হচ্ছে নিরীহ নিরপরাধ অবোধ শিশুদের ওপর একের পর এক বর্বরোচিত হামলা। বিভিন্ন দেশের হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে হাজারো শিশু, যাদের বয়স শূণ্য থেকে দশ বছরের মধ্যে। এসব শিশুদের একটিই প্রশ্ন 'কেন তারা বিশ্বের অন্য শিশুদের মতো বাঁচতে পারবে না, আমাদেরকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দাও'। শিশুদের তো কোন মাজহাব বা ধর্ম নেই। সব শিশুই জন্মগ্রহণ করেন এক আল্লাহপাকের উম্মত হিসেবে কিন্তু পরবর্তিতে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে একেক জন ভিন্ন ভিন্ন মত-পথ অনুসরণ করে। তাহলে কেন বিশ্ব জুড়ে নিরপরাধ শিশুসহ অন্যান্যদের প্রতিনিয়ত হত্যা করা হচ্ছে?

গত কয়েক মাস ধরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনে সৌদি আরবের নেতৃত্বে চলছে মাজহাবি যুদ্ধ। ওয়াহাবী আর সুন্নিরা আক্রমণ চালাচ্ছে শিয়াদের ওপর। ইয়েমেনের রাজধানী সানায় যুদ্ধবিমান থেকে একের পর এক বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে। এতে প্রাণ হারাচ্ছে শতশত ইয়েমেনি মুসলমান। যেহেতু সৌদি আরবের অর্থের কোনো সমস্যা নেই তাই সৌদি আরবের সাথে মিসর, জর্ডান, মরক্কো, সুদান, পাকিস্তানসহ বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ একাত্মতা ঘোষণাও করেছে। অপর দিকে ইয়েমেনে হামলায় সৌদি আরবকে অস্ত্রপাতি সরবরাহ ও গোয়েন্দা সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বিষয়টি আমাদেরকে অনেক ভাবিয়ে তুলে। এক মুসলমান ভাই অপর মুসলমানের আঘাতে মড়ছে আর এর জন্য সহায়তা করছে অপর কেউ অথচ আমরা পড়ে আছি মাজহাব নামক শব্দের খাঁচায় বন্দি হয়ে।

কবি নজরুল যথার্থই বলেছেন, 'কাহারে করিছ ঘৃণা ভাই, কাহারে মারিছ লাথি? হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি।' আবার তিনি গেয়েছেন- 'তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি, তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী, মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা, সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা, বেহেশত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত। ক্ষমা করো হজরত।'

তাই হে আদম সন্তান! হে মানুষ! হে মুসলমান! আসুন না পবিত্র কুরআন আকড়ে ধরি। মাজহাবের নামে রক্তের হোলি খেলা বন্ধ করি। আর দয়াল আল্লাহপাকের কাছে এই মোনাজাত করি, হে আল্লাহ! তুমি তোমার এই শান্তিময় ভূমিতে যে ঐশী ইমামকে পাঠিয়েছো তাঁকে যেন সবাই গ্রহণ করে তাঁর খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে পৃথিবীতে মাজহাবী যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তির জন্য কাজ করে। আল্লাহপাক প্রতিশ্রুত মসীহকে আমাদের সংশোধনের জন্য এ কারণেই পাঠিয়েছেন যাতে মাজহাবের খাঁচা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়ে পৃথিবীকে আবার একই উম্মাহ ভুক্ত করবেন আর সেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ, কোনো রক্তারক্তি আর মারামারি।

হে আদম সন্তান! হে মানুষ! হে মুসলমান! আসুন না পবিত্র কুরআন আকড়ে ধরি। মাজহাবের নামে রক্তের হোলি খেলা বন্ধ করি। আর দয়াল আল্লাহপাকের কাছে এই মোনাজাত করি, হে আল্লাহ! তুমি তোমার এই শান্তিময় ভূমিতে যে ঐশী ইমামকে পাঠিয়েছো তাঁকে যেন সবাই গ্রহণ করে তাঁর খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে পৃথিবীতে মাজহাবী যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তির জন্য কাজ করে।

masumon83@yahoo.com

ঈমান কী, মু'মিন-মুত্তাকী কারা

খন্দকার আজমল হক

(দ্বিতীয় কিস্তি)

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের যেমন সৎকর্ম করতে বলেছেন, তেমন তাদের তাকওয়া অবলম্বন করারও নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর ও সরল সুদৃঢ় কথা বল, ফলে আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করে চলে সে নিশ্চয়ই মহা সাফল্য অর্জন করবে"। (৩:৭১-৭২) কুরআনের প্রথম নির্দেশও তাকওয়ার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে "হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতি পালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"। (২:২২)

তাকওয়ার অর্থ খোদাভীতি। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের মুত্তাকী বলা হয়। অর্থাৎ যারা খোদার ভয়ে সবরকম পাপকর্ম হতে দূরে থাকে বা সবরকম পাপ বর্জন করে তাদের মুত্তাকী বলে। কুরআন মজীদের "টীকায় মুত্তাকীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। "মুত্তাকী শব্দটি ওকায়া হতে উৎপন্ন যার অর্থ ক্ষতিকর বস্তু হতে বেঁচে থাকা। ভিকায়া অর্থ বর্ম, "ইত্তিকা বিহি" (মুত্তাকী হল ইত্তিকার কর্তা) অর্থ সে তাকে বর্মরূপে গ্রহণ করল। (লেইন) হযরত রসূলে করীম (সা.) এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী উবাই বিন কাব (রা.) তাকওয়ার ব্যাখা দিতে গিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন "মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যে কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এমন সাবধানে চলে যাতে তার কাপড় চোপড় কাঁটায় জরিয়ে না যায় বা গুল্মের শাখা প্রশাখায় লেগে না ছিড়ে" (লেইন)। অতএব মুত্তাকী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌কে তার বর্ম বা আশ্রয় রূপে গ্রহণ করে অতি সাবধানতার সাথে সর্বদা পাপকর্ম হতে আত্মরক্ষা করেন এবং নিজের কর্তব্য সযত্নে পালন করেন"। (কুরআন মজিদ টীকা-২৯)

কুরআন পাকে আল্লাহ্ তালা মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন "এটা পূর্ণ্য কর্ম নয় যে তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফেরাও, বরং প্রকৃত পূণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশতা এবং কিতাবসমূহ এবং নবীগণের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন, মুসাফির এবং সাহায্য প্রার্থীদের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন সম্পদ খরচ করে, এবং তারা নামায কায়েম করে এবং দারিদ্র কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য্যশীল থাকে এরাই ঐ সকল লোক যারা নিজেদের সত্যবাদী প্রতিপন্ন করে এবং এরাই প্রকৃত মুত্তাকী"। (২:১৭৮)

এখানে যে সকল কার্যের কথা বলা হয়েছে তা আমলে সালেহা বা সৎকাজের অর্ন্তভূক্ত। অতএব সৎকর্মশীল মু'মিনই মুত্তাকী। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রেও মু'মিন ও মুত্তাকীদের এক কাতারে স্থান দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, "কেবল ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, এসব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। সেই চিরস্থায়ী জান্নাত সমূহে যাদের সম্বন্ধে রহমান আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের সাথে (এমতাবস্থায়) ওয়াদা করেছেন (যখন সেগুলি তাদের) দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে। নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা পূরণ হবেই। তথায় তারা শান্তির সম্ভাষণ ছাড়া কোন বৃথা আলাপ শুনবেনা এবং তথায় তারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের রিযক পেতে থাকবে। এটা সেই জান্নাত যার উত্তরাধীকারী আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে হতে তাদেরকে করব যারা মুত্তাকী"। (১৯: ৬১-৬৪)

কর্ম ও পুরস্কারের দিক দিয়ে বাহ্যত মু'মিন ও মুত্তাকীদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা না গেলেও মর্যাদার দিক দিয়ে মুত্তাকীদের দরজা মু'মিনদের চেয়ে ওপরে। এজন্যই মু'মিনদের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে তাকওয়া অবলম্বনের জন্যই এবাদত বন্দেগী। (২২:২২) উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে নবী হিসেবে কোন নবীর মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও মর্যাদার দিক দিয়ে কোন কোন নবী কোন কোন নবী হতে শ্রেষ্ঠ" (২:২৫৮)।

মুত্তাকীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ সূরা বাকারার প্রথমেই বলেছেন যে কুরআন মুত্তাকীদের হেদায়েত দাতা। অর্থাৎ কুরআন থেকে হেদায়েত পেতে হলে মুত্তাকী হতে হবে। পরবর্তী আয়াত দু'টিতে মুত্তাকীদের পরিচয়ও তুলে ধরা

হয়েছে। বলা হয়েছে "মুত্তাকী তারাই যারা গায়েবে বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায কায়েম করে এবং আমরা যে রিযক দিয়েছি তা হতে খরচ করে এবং ঈমান আনে তার ওপর যা তোমার প্রতি নাযেল করা হয়েছে, যা তোমার পূর্বে নাযেল করা হয়েছিল এবং পরকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে"। (২:৪-৫)

শেষের আয়াতে মুত্তাকীগণ তিনটি বিষয়ের ওপর ঈমান বা বিশ্বাস রাখে বলে বলা হয়েছে। এই বিশ্বাস সমূহের ভেতর আখেরাত শব্দ এসেছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই আখেরাত শব্দের অর্থ করেছেন, "হযরত রসূল করীম (সা.) এর পর যা নাযেল হবে"। পূর্ণ আয়াতটি পর্যালোচনা করলেও তাই প্রতিয়মান হয়। অন্যরা মনে করেন যে এখানে আখেরাত বলতে মৃত্যুর পরবর্তীকাল বা ইহকালের পরবর্তী কালকে বুঝাচ্ছে। কিন্তু সেটাতো গায়েবের বিষয় যা ইউমেনুনা বেল গায়েবের ভেতর এসে গেছে, যেখানে আল্লাহ্, ফিরিশতা, বেহেশত দোযখের ন্যায় সেই পরকালও অর্ন্তভূক্ত। অতএব এখানে মৃত্যুর পরের পরকাল অর্থ করলে দ্বিরুক্তি হয়ে যায় নাকি? আয়াতটি পর্যালোচনা করলে কী দেখা যায়? প্রথমে বলা হয়েছে তোমার প্রতি যা নাযের হয়েছে, পরে বলা হয়েছে তোমার পূর্বে যা নাযেল হয়েছিল, তারপরে কোন বাক্য থাকলে তা কী হতে পারে? 'এবং যা তোমার পরে নাযেল হবে' আসবেনা কী? এখানে ইহকালের পরবর্তী পরকালের প্রশ্ন আসতে পারেনা। কুরআন শরীফের কোন কোন স্থানে এরূপ আখেরাত শব্দ আরও এসছে যেখানে সবাই তার অর্থ রসূলুল্লাহ (সা.) এর মৃত্যু পরবর্তী ইহকাল বলে স্বীকার করেছেন। (৯৩:৫) অতএব আখেরাত দেখলেই ইহকালের পরবর্তী পরকালকে বুঝতে হবে এমন কোন কথা নেই।

আরও একটি কথা "যা নাযেল করা হয়েছে" কথা দ্বারা হয়ত অনেকে কিতাব নাযেল করা বুঝতে পারেন। মনে হয় এটাই হয়ত অন্যদেরকে ভ্রান্তিতে ফেলছে। প্রকৃত পক্ষে এখানে 'যা' বলতে নবুয়ত বা রেসালাত বুঝাচ্ছে। কিতাব নয়। বর্ণিত সূরার ১৩৭ নং আয়াতটি পড়লেই অর্থটি পরিস্কার হয়ে যাবে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা বল, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র ওপর এবং আমাদের প্রতি যা নাযেল করা হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তার) বংশধরদের ওপর নাযেল করা হয়েছে এবং যা কিছু মুসা এবং ঈসা কে দেয়া হয়েছিল এবং যা কিছু অন্য সব নবীদেরকে তাদের প্রভুর পক্ষ হতে দেয়া হয়েছিল তার ওপর ঈমান রাখি। আমরা তাদের কারও মধ্যে প্রভেদ করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্ম সমর্পণকারী"। (২:১৩৭)

এখানে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে মুসলমানদের বলতে বলা হচ্ছে যে তারা পূর্বে আগমনকারী সকল নবীদের নবুয়তের ওপর ঈমান আনে। এটা সবাই জানেন যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর বংশধরদের ভিতর আগমনকারী সব নবীদের ওপর কিতাব নাযেল হয় নি। অতএব আয়াতটিতে হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) এর পরবর্তীকালে নাযেলকৃত নবুয়তের কথা বলা হয়েছে।

আগেই জানা গেছে যে আল্লাহ্ তালা ঘোষণা দিয়েছেন যে কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত বা পথ প্রদর্শক। অর্থাৎ কুরআন বুঝতে হলে মুত্তাকী হতে হবে। তাই মুত্তাকী না হবার কারণে বর্তমান আলেম সমাজ বলে কথিত পীর, মৌলভী-মাওলানাগণ কুরআন পড়লেও তার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারছেন না। এ জন্যই হাদিসে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে যে "আখেরী জামানার কুরআনের অর্থ ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবে না" (বায়হাকী) কুরআন মজীদেও বলা হয়েছে "এবং যদি আমরা চাই তবে তোমার প্রতি যে ওহী নাযেল করেছি তা অবশ্যই উঠিয়ে নিতে পারি, তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য এ বিষয়ে কোন সাহায্যকারী পাবে না"। (১৭:৮৭)

এখানে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে যে এক সময় কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে। এটা যে ভবিষ্যাদ্বানী তা আয়াতটির শেষের বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়। কুরআনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি না করার কারণেই বর্তমানের আলেম সমাজ নবুয়ত, হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু এরূপ অনেক বিষয়ের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারছেন না। তফসীর কারকগণের তফসীরের ভেতরও মত বিরোধ দেখা দিয়েছে। বর্তমান বাজারে অনেক তফসীর দেখা যায়, কিন্তু এক জনের তফসীরের সাথে অন্য জনের তফসীরের মিল নেই। কোন তফসীর ঠিক তার সমাধান দেবার কেউ নেই। এজন্য আল্লাহ্ তালা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে পাঠিয়েছেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.), হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে বলেছেন "হাকামান আদালান ইমামুকুম মিনকুম"। অর্থ "ন্যায় বিচারক মিমাংসাকারী রূপে তোমাদের মধ্যে তোমাদের ইমাম হবেন"। (বুখারী)

একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি, বুঝতে পারবেন আলেম বলে কথিত মাওলানাগণ কীরূপ অন্ধের ন্যায় নিজেদের ভুল বিশ্বাসকে আঁকারে ধরে আছেন। অন্ধ বিশ্বাস রূপ কুসংস্কার ছাড়তে পারছেন না। তখন আমি কিশোরগঞ্জ মহকুমায় মহকুমা শিক্ষা অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে সাথে সব রকম মাদ্রাসাও পরিদর্শন করতে হত এবং তাদের পরীক্ষাও নিতে হত। একবার কিশোরগঞ্জ শহরস্থ হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাসায় দাখিল হতে কামিল পরীক্ষার দায়িত্বে ছিলাম। অফিসে মাদ্রাসার শিক্ষকদের সাথে হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। ঐ মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা নূরল্লাহ সাহেবও তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন টাইটেল (কামিল) পাশ ও সাধারণ শিক্ষায় ডবল এম.এ। এক পর্যায়ে কথা উঠল যে হযরত ঈসা (আ.) ৩০/৩২ বছর বয়সে জীবিতাবস্থায় যদি স্বশরীরে আকাশে উঠে যান তবেতো এখন তিনি অবশ্য অতি বৃদ্ধ হয়ে যাবেন। তিনি কীভাবে মানুষকে হেদায়েত দেবেন? তখন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, "তিনি যে বয়সে আকাশে উঠেছিলেন, সে বয়সেই আকাশ হতে নামবেন"। এ বলেই তিনি ঘরে হতে বের হয়ে গেলেন। ভাবুন তাহলে তাঁর জ্ঞানের বহর। নিজের বিশ্বাস ঠিক রাখতে হযরত ঈসা (আ.) এর জীবনের দু'হাজার বছর বা তারও বেশী সময় গায়েব করে দিলেন। এই হল বর্তমান আলেম সমাজের অবস্থা। কুরআন পড়ে হেদায়েত পেলে তিনি এরূপ কথা বলতে পারতেন না।

পূর্বেই মু'মিন ও মুত্তাকীদের পুরস্কার করা সম্পর্কিত কুরআনের কয়েকটি আয়াতের

উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরও দুটি উদ্ধৃতি দেয়া গেল। মু'মিন-মুত্তাকীদের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। একস্থানে মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আপ্যায়ন স্বরূপ তাদের জন্য হবে জান্নাতুল ফেরদৌস (উচ্চস্তরের বেহেস্ত) তথায় তারা চিরকাল থাকবে এবং তা হতে তারা অপসাররন চাবে না। (১৮:১০৮-১০৯) আরও দেখুন (২৩:১১-১২)। মুত্তাকীদের পুরস্কৃত করা সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইহা- উত্তম না চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা মুত্তাকীদের সাথে করা হয়েছে। এটা তাদের প্রতিদান এবং শেষ প্রত্যাবর্তন স্থল। তথায় তারা যা চাবে তাই পাবে। তারা তাতে সদা বসবাস করবে। এটা এমন ওয়াদা যা পূর্ণ করা তোমার প্রভুর দায়িত্ব"। (২৫:১৬-১৭)

কুরআনের কোন কোন স্থানে সৎকর্মশীলদের জন্য মোহসীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সৎকর্মশীল হিসেবে মু'মিন ও মুত্তাকীদের সাথে কোন পার্থক্য না থাকলেও মর্যাদার দিক দিয়ে মোহসীনদের দরজা অনেক উপরে। ২৯:৭০ নং আয়াতে যারা আল্লাহ্‌কে পাবার জন্য জিহাদ করে বা প্রচেষ্টা চালায় তাদের মোহসীন বলা হয়েছে। আরও দেখুন- ১৬:১২৯। এরাই আল্লাহ্‌র আরেফ বান্দা, তাঁরা এলমে মারেফাত হাসিল করে আল্লাহ্‌র উচ্চ পর্যায়ের বান্দা রূপে গৃহিত হন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে এলমে মারেফাত হাসিলের পথ সকলের জন্যই খোলা আছে। প্রকৃত কথা কোন বিষয়ের জন্য আগ্রহ থাকলে ও তার জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করলে তা অবশ্যই লাভ করা যায়। যেমন যারা ডাক্তার হতে চেষ্টা করে তারা ডাক্তার হয়। যারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চেষ্টা করে তারা ইঞ্জিনিয়ার হয়। তদ্রুপ যে, যে বিষয়ের জন্য চেষ্টা করে সে, সে বিষয়ে পারদর্শী হয়। অতএব কেউ যদি এলমে মারেফাত হাসিলের চেষ্টা করে তবে অবশ্যই সে তা হাসিল করতে পারবে।

নবীগণ এসে মানুষকে খোদার পথে পরিচালিত করে খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। হযরত রসূল করীম (সা.) এসে তাঁর সাহাবীদের খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সাহাবীগণের সাথে খোদার যোগাযোগ ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাহাবাগণেরও খোদা প্রাপ্তি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা কমতে থাকে। বর্তমান আহমদীগণ তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসীন। বয়আত করে বা জন্মসূত্রে আহমদী হয়ে তারা মনে করেন যে আমরাতো আহমদী হয়েছি। অন্যান্যদের মত নামায রোযা করলেই চলবে। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে বয়আত করেই কারও মনে করা উচিত নয় যে তার দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। যে দশটি শর্ত পালন করার ওয়াদা করে সে বয়আত করে, তা পালন করতে হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যে বয়আত করে, তাকে সৎকর্ম করতে হবে। কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে তিনি এ সকল সৎকর্মের বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ সকল সৎকর্ম যে না করবে সে তাঁর জামা'তভূক্ত নয়। আহমদী হিসেবে আমাদের সবার এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত।

যারা প্রকৃত সৎকর্মশীল এবং খোদার পথে জিহাদকারী তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাঁরাই নাফসেমোৎ মাইন্না পর্যায়ের লোক। তাঁদের সম্বোধন করেই বলা হয়েছে "ইয়া আইয়াতোহান্নাফসে মোৎমাইন্না তোরযেই ইলা রাব্বিকা, রাজিয়াতাম মারজিয়াতান ফাদ খুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি"। অর্থ "হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এমতাবস্থায় যে তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে"। (৮৯:২৮-৩১) এরাই আল্লাহ্‌র লেকা বা দর্শন লাভ করবে এবং এদের লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে "ফামান কানা ইয়ারযু লেকায়া রাব্বিহি ফাল ইয়ামাল আমালান সালেহান ওয়ালা ইয়োশরেক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা"। অর্থ "সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবার আশা রাখে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের সাথে যেন কাকেও শরীক না করে"। (১৮:১১১)

মুসলমানদের ভেতর এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়েছে যে ওহির দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা মনে করেন যে এখন যদিও আল্লাহ্ দেখেন, শোনেন কিন্তু কথা বলেন না। অথচ কথা না বলা জ্ঞানহীন বা বোবা বা মৃতদের লক্ষণ। তিনি যখন দেখেন শোনেন এবং শাস্তি বা পুরস্কৃত করেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞানহীন বা বোবা নন। তবে কি তিনি মৃত? নাউযুবিল্লাহ! অন্যান্য ধর্মের উপাস্যগণ মৃত কেননা তারা কথা বলে না। সেজন্য তাদের ধর্মও মৃত। কেবল মাত্র আচার অনুষ্ঠানের ভেতর তা টিকে আছে। তারা ধর্মকে খেল তামাসার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এসে ঘোষণা দিয়েছেন যে আল্লাহ্ যেমন দেখেন শোনেন তেমন কথাও বলেন। ইসলাম যেমন জীবন্ত ধর্ম, তেমন তার খোদাও জীবন্ত। আল্লাহ্ যে এখনও তাঁর অনেক বান্দাদের সাথে কথা বলেন এই আয়াতটি হতে তা জানা যায়। আল্লাহ্ বলেছেন, "নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ অত:পর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে, তাদের সাথে ফিরিশতা নাযেল হয় (এবং বলে) তোমরা আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে"। (৪১:৩১) মানুষের সাথে কথা বলা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন "এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে আল্লাহ্ তাঁর সাথে বাক্যলাপ করেন কিন্তু কেবল ওহী যোগে অথবা পর্দার অন্তরাল হতে অথবা এমন দূত প্রেরণ করে যে তাঁর আদেশানুযায়ী তা ওহী করে যা তিনি চান। নিশ্চয় তিনি উচ্চ মর্যাদাবান ও পরম প্রজ্ঞাময়"। (৪২.৫২) এখানে "ইয়োকাল্লেমুহু" শব্দ এসেছে যা মোজারেয় সিগা, যদ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কালকেই বোঝায়। এ আয়াত হতে জানা যায় আল্লাহ্ শুধু নবী রসূলদের সাথেই কথা বলেন না- সাধারণ মানুষের সাথেও কথা বলেন। কুরআনের অন্যত্র হতে পাওয়া যায় যে আল্লাহ্ হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এর মায়ের কাছেও দূতের মাধ্যমে ওহী করেছিলেন। অতএব ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা সঠিক নয়। সেজন্য সদাত্মা চাই।

অতএব আমাদের প্রচষ্টা চালাতে হবে যেন আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারি। অবশ্য ওহী ইলহামেয় আসায় আমাদের ইবাদত বন্দেগী করা উচিৎ নয়। আল্লাহ্ যার সাথে ইচ্ছা কথা বলেন। আমাদের বিনিতচিত্তে তাঁর ইবাদত করে যেতে হবে।

(চলবে)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৩য় কিস্তি)

১৯২৫ থেকে ১৯২৬

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নবম সালানা জলসা ১৯২৫ সালে এবং দশম জলসা ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়। দশম জলসায় হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কোরাইশী (রা.) এবং হযরত মাওলানা মালেক গোলাম ফরিদ (রা.) শুভাগমন করেন। লাহোরের অধিবাসী এ কোরাইশী সাহেব বঙ্গভূমিতে আহমদীয়াতের বীজ বপনের উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুনামধন্য এডভোকেট মুন্সী মোহাম্মদ দৌলত আহমদ খা'র নিকট মুফাররাহে আম্বারী নামক হেকিমী হালুয়া ভিপিযোগে প্রেরণের সাথে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জাহির হওয়ার শুভ সংবাদের এক বিজ্ঞাপন প্রেরণ করেছিলেন। এ বিজ্ঞাপনটি হযরত মাওলানা আলহাজ্জ হেকীম হাফেজ নূরুদ্দীন (রা.) কর্তৃক রচিত সূরা জুমুআর তফসীর। যিনি পরবর্তীকালে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হিসেবে খিলাফতের মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর দাবীর সত্যতা যাচাইয়ে পত্রালাপের সেতুবন্ধন গড়ে তোলে ছিলেন। পরবর্তীতে আহমদীয়াত গ্রহণ ও বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জামা'ত প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য হয়। তাই সেদিন কোরাইশী সাহেবকে কাছে পেয়ে উপস্থিত বঙ্গীয় আহমদীরা উল্লাসিত হয়ে ওঠেন। আনন্দে আত্মহারা ও আবেগে আপ্লুত হন। তাঁকে শুধু অভিনন্দনই জানান নি, প্রাণের উচ্ছাসে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করেন। সকলেই প্রাণ খুলে জীবনের জয় গান গায়। কৃতজ্ঞতা জানান। কোরাইশী সাহেবও অভিভূত হন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষানুযায়ী বনমালীর অনুগমনকারীদের ফুটন্ত বাগানের পরিচর্যা ও বর্ধিত করার দিক-নির্দেশনা দেন। বাঙালিদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আতিথেয়তায় অভিভুত হন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান মালায় সার্থক ও সফল জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২৭ থেকে ১৯৩২

বঙ্গীয় প্রথম আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ১৯২৬ সালে মৃত্যুর পর জামা'তে তালিম-তরবিয়তের উদ্দেশ্যে মাওলানার শুন্যতা পূরণের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মোবাল্লেগ হিসেবে সাহাবী হযরত মাওলানা সিরাজুল হক নোমানী (রা.)-কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রেরন করেন। তিনি ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের সাথে সারা বাংলা চষে বেড়ায়েছেন। জামা'তের তালিম-তরবিয়ত এবং প্রচার ও প্রসারের কাজে নিরলস কাজ করেছেন। কাদিয়ানের আদলে বঙ্গভূমিতে ঢেলে সাজিয়ে তোলেছেন সালানা জলসা। ফলে তাঁর দিক-নির্দেশনায় জলসা আরো অধিক জাকজমক ও প্রাণবন্ত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তে জলসা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯২৭ সালে এগারতম, ১৯২৮ সালে বারতম, ১৯২৯ সালে তেরতম, ১৯৩০ সালে চৌদ্দতম, ১৯৩১ সালে পনেরতম এবং ১৯৩২ সালে ষোলতম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৩৩

১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় সতেরতম সালানা জলসা। এটা বাঙালি আহমদীদের জন্য এক ঐতিহাসিক ও গৌরবের জলসা। কারণ তখন বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুত্র সাহেবযাদা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)! এদেশ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পদধূলি থেকে বঞ্চিত হলেও সেদিন তাঁর বংশোদ্ভুত পুত্রের শুভাগমনে বাঙালি আহমদীরা হৃদয়ের উচ্ছাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। উপস্থিত সকলের প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। হযরত (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য না হলেও তাঁর সাহেবযাদাকে কাছে পেয়ে সকলেই আবেগাপ্লুত হন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আলিঙ্গন করেন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জলসা উপলক্ষে এক অমূল্য বাণী প্রেরণ করেছিলেন এবং এটা

পাঠ করে শুনানো হয়। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) এক হৃদয়স্পর্শী নসিহতমূলক ভাষণ দান করেন। এতে সকলেই বিমোহিত হন। অন্যান্য বছরের তুলনায় জলসা অধিক সার্থক ও সফল হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সেই অমর বাণীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সুলতানুল কলমের জ্ঞান আহরনের জন্য বাঙালিদেরকে বাংলা ভাষার পর উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দেন। সে অমূল্যবাণীটির কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ–

"একটি খবরে আমি অতিশয় ভারাক্রান্ত হয়েছি যে, বাংলার কিছু-কিছু জামাতে ঐ জীবনাদর্শ পরিলক্ষিত হয় না যা এক ধর্মীয় জামাতের জন্য আবশ্যকীয়। আমি মনে করি এর কারণ নেতাদের অযোগ্যতা নয়। কেননা বাংলার জামাতগুলোতে যথেষ্ঠ নিষ্ঠাবান ও শিক্ষিত আহমদী রয়েছে। তাই সম্ভবত এর কারণ হবে সঠিক মাধ্যম ও একতার মূল উদ্দেশ্যকে ভুলে যাওয়া। আমি জানতে পেরেছি, বাংলার মানুষ নিজেদের ভাষায় কথা বলতে গর্ববোধ করে। কিন্তু কোন জাতির নিজের ভাষাকে গর্ব করার অর্থ এটা নয়, অন্য ভাষা অধ্যয়ন করা যাবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অধিকাংশ পুস্তকই উর্দুতে, আর কেন্দ্রীয় নিত্য নতুন সব সাহিত্য উর্দূতেই প্রকাশিত হয়। এ কারণে বাঙালি আহমদীরা উর্দুকে নিজেদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিসেবে শিখার চেষ্টা করুন। নতুবা আপনারা সঠিকভাবে আপনাদের দায়িত্বাবলী পালন করতে পারবেন না। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, এবং অন্যান্য এলাকাও এমনই করছে। তাই বঙালি বন্ধুদের এরকম না করার কোন কারণ নাই।" (আল ফজল, ৩ অক্টোবর, ১৯৩৩)।

১৯৩৪

১৮-২০ অক্টোবর ১৯৩৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ১৮তম সালানা জলসা। এ জলসা সমাপ্তির পর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ ঃ–

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–গত ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পূর্ববঙ্গ জামাতে আহমদীর বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কোলকাতা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ নোয়াখালী, রংপুর, শ্রীহট্ট, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হতে অধিক পরিমাণে শিক্ষিত জনমন্ডলী সমবেত হয়েছিলেন। খান বাহাদুর মৌলবী হাজী আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্বন্ধে নানাবিধ বক্তৃতা হয়। প্রথম দুই দিবস পুরুষদের সভা ছিল। তৃতীয় দিবস মহিলাদের অধিবেশন হয়েছে। মহিলা অধিবেশনে জনৈক পাঞ্জাবী মহিলা জনাব জুহরা বেগম সাহেবান সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই সভায়, মোট ৯ জন বয়েত করে আহমদীয়া সিলসিলাহ দাখিল হন। (মাসিক আহমদী, অক্টোবর, ডিসেম্বর-১৯৩৪)।

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৬

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯তম সালানা জলসা ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৮-৩০ অক্টোবর ১৯৩৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ২০তম জলসা। এ ২০তম জলসা জামা'তের আঙ্গীনার বাইরে স্থানীয় অন্নদা হাই স্কুলে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ ঃ–

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কন্‌ফারেন্সের বিংশতি অধিবেশনের

প্রোগ্রাম

২৮ অক্টোবর–মহিলা কন্‌ফারেন্স

প্রথম অধিবেশন– বেলা সাড়ে দশটা হতে ১টা পর্যন্ত

দ্বিতীয় অধিবেশন বেলা ২টা হতে ৫টা পর্যন্ত

২৯ অক্টোবর– ১ম অধিবেশন বেলা সাড়ে দশটা হতে ১টা পর্যন্ত

১। কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠ ১০ মিনিট

২। প্রাদেশিক আমীরের অভিভাষণ ৩০ মি:

৩। গত বছরের কার্য বিবরণী পেশ ৩০ মি:

৪। নবুয়ত ৫০ মি:

৫। ঈসা (আ.)এর মৃত্যুতে ইসলামের পুনর্জীবন ৩০ মি:

নামায– 'যোহর' ও 'আসর' একত্রে ১টা হতে ২টা পর্যন্ত

২য় অধিবেশন –বেলা ২টা হতে ৫টা পর্যন্ত

১। কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠ ১০ মি:

২। ইসলামে নবী ১ ঘন্টা

৩। জগতে আহমদীয়াত ৩০ মিনিট

৪। হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব ৪০ মিনিট

৫। তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ৪০ মিনিট

৩০ অক্টোবর–১ম অধিবেশন– সাড়ে দশটা হতে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত

১। কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠ ১০ মিনিট

২। খেলাফত ১ ঘন্টা

৩। আজ্‌মী মাহ্‌দী ও আরবী মুরীদ ৩০ মিনিট

৪। তাহরীকে জাদীদ ২০ মিনিট

জুমুআর নামায সাড়ে ১২টা হতে ২টা পর্যন্ত

২য় অধিবেশন বেলা ২টা হতে ৫টা পর্যন্ত

১। কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠ ১০ মিনিট

২। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ৩০ মিনিট

৩। হযরত গোলাম আহমদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ৪০ মিনিট

৪। খেলাফতে 'মাহমুদ' (হযরত আমীরুল মুমিনীন ৩০ মিনিট

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.)

৬। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধান ৩০ মিনিট

৫। রসূলে করীম (দ:) এর বরুজ ৪০ মিনিট

–দোয়া –

নোট ঃ বন্ধুগণ নিজ প্রয়োজনমত বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনয়ন করবেন।

(মাসিক আহমদী, সেপ্টেম্বর ১৯৩৬)

কর্মসূচী অনুসারে জলসা সার্থক ও সফল সমাপ্তির পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি হল ঃ–

বঙ্গীয় আহমদীগণের বাৎসরিক সম্মিলনীর বিংশতি অধিবেশনের কার্যবিবরণী

গত ২৮, ২৯ ও ৩০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোকামে অন্নদা হাই স্কুলে বঙ্গীয়

আহমদীগণের বিংশতি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভূতপূর্ব লন্ডন মিশনারী আল্‌হাজ্জ খান সাহেব মৌলবি ফরজন্দ আলী খাঁ সাহেব সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

প্রথম দিবস মহিলা কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। দেবগ্রাম নিবাসিনী মিসেস আহসান উল্লা চৌধুরাণী সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। সম্মিলীত মহিলাগণ হতে কেউ কেউ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা, ইসলাম প্রচারে নারীর স্থান, তাহ্‌রীকে জাদীদের নারীর কর্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভূতপূর্ব লন্ডন মসজিদের ইমাম এবং লন্ডন মিশনের হেড্ আল্‌হাজ্জ খান সাহেব মৌলবি ফরজন্দ আলী খাঁ সাহেব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর আলহাজ্জ খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খান চৌধুরী, এম, এ, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মৌলবি গোলাম ছামদানী খাদেম বি, এ, বি, এল, সাহেবগণও এই কনফারেন্সে নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২৯ অক্টোবর পুরুষদের কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলা হতে প্রায় ৩০০ আহমদী এই কনফারেন্সে যোগদান করেন। সভাতে হিন্দু মোসলেম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত ছিলেন।

কুরআন পাঠ এবং উর্দু ও বাংলা কবিতা পাঠের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মহোদয় এক সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। এতে তিনি জামাতের বন্ধুগণের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তালিম ও সংগঠনের উপর বিশেষ জোর দেন এবং জামাতের ভবিষ্যত কার্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করে একটি প্রোগ্রাম পেশ করেন।

অতঃপর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সাধারণ বিভাগের নাজের আল্‌হাজ্জ খান সাহেব মৌলবি ফরজন্দ আলী খাঁ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণের পর বক্তাগণকে তাঁদের বক্তৃতা প্রদান করতে আহ্বান করেন। 'তিনিই আমাদের কৃষ্ণ' এবং 'আহমদীয়াতের বিস্তার' এই বিষয়ে বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রথমটিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে পেশ করা হয়েছে এবং তাঁকে গ্রহণ করবার জন্য হিন্দু ভ্রাতাগণকে আহ্বান করা হয়েছে। শেষোক্তটিতে আহমদীয়া আন্দোলনের সপক্ষে স্বর্গীয় সাহায্য কিরূপ কার্য করছে তা বর্ণনা করা হয়। মৌলবি আউসাফ আলী উকীল সাহেবের রচিত 'আকাশ বাণী' নামক কবিতাটি অতি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। তিনি স্বয়ং পাঠ করে শ্রোতাবর্গকে শুনান এবং পরে আপ্যায়িত করা হয়।

৩০ অক্টোবর তারিখেও পবিত্র কুরআন পাঠ ও একটি বাংলা কবিতা পাঠের পর বক্তাগণ বক্তৃতাদি প্রদান করেন। তন্মধ্যে 'ইসলামে খেলাফত' এই বক্তৃতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে 'খেলাফত' ইসলামের এক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। ইহা ব্যতিরেকে ইসলাম কখনও উন্নতি করতে পারে না। বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে খেলাফতের অবসান হওয়ায় এবং আহমদী মুসলমানদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আহমদীয়াতেই যে প্রকৃত ইসলাম তা প্রমাণিত হচ্ছে।

'তাহরীকে জাদীদ' সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই:)-এর নির্দ্ধারিত উনিশটি মোতালেবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে দেখান হয়েছে যে এই উনিশটি বিষয়কে কার্যে পরিণত করতে পারলে জগতে আহমদীয়তের বিজয় সুনিশ্চিত।

অতঃপর জুম্মার নামাযের পূর্বে কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট মহোদয়, যিনি বর্তমানে সদর আঞ্জুমানের 'বায়তুল মাল' বিভাগের চার্জ গ্রহণ করেছেন, জামাতের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করে সদর আঞ্জুমানের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বপ্রথম তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই:) বাংলার জামাতের প্রতি যে বিশেষ মনোযোগ ও অনুগ্রহ দৃষ্টি আছে তার উল্লেখ করেন। অত:পর সদর আঞ্জুমানের বর্তমান অর্থসঙ্কট যে কেমন নিদারুণ ভাবে অনবরত হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌র মানসিক অশান্তি ও স্বাস্থ্যহানী ঘটছে এবং আঞ্জুমানের প্রচলিত কার্যাবলীর যে কত ক্ষতি হচ্ছে তার উল্লেখ করেন। অত:পর এই অর্থ সমস্যার সমাধান কল্পে বাংলার আহমদীগণের সম্মুখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র মঞ্জুরীকৃত নবপ্রস্তাব পেশ করেন। তা এই :–

১. যে সকল আহমদী ভ্রাতার নিকট জমা টাকা আছে কিংবা টাকা ব্যাংকে বা অন্যত্র গচ্ছিত আছে তাঁরা সেই টাকা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিকট জমা রাখুন। সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার নিকট উক্ত টাকা ঈঁৎৎবহঃ উবঢ়ড়ংরঃব (অর্থাৎ চাহিবা মাত্র ফেরৎ দিবার শর্তে) বা ঋরীবফ উবঢ়ড়ংরঃব (অর্থাৎ নির্দ্ধারিত সময়ে ফেরত দিবার শর্তে) জমা থাকবে। জমাদাতাগণকে এই টাকার জন্য কোন সুদ দেয়া হবে না, তবে এই টাকার যাকাত দিতে হবে না, এবং টাকা ফেরত পাঠাবার মনি অর্ডার খরচও সদর আঞ্জুমানই বহন করবে।

২. (ক) যারা ভূ-সম্পত্তি রেহান রাখেন তারা অন্যত্র রেহান না রেখে সদর আঞ্জুমানের সম্পত্তি রেহান রাখুন। এই রেহানবদ্ধ সম্পত্তি হতে লাভ স্বরূপ শতকরা ৬ টাকা হারে খাজানা পাওয়া যাবে।

(খ) সদর আঞ্জুমানের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বন্ধুগণ ইচ্ছা করলে টাকা ওহাবংঃ (লগ্নী) করতে পারেন। এই টাকার জন্য শতকরা ৭, ৮ টাকা লাভের আশা করা যাতে পারে।

৩. এই অর্থ সঙ্কট হতে উদ্ধার লাভের জন্য তৃতীয় অস্থায়ী উপায় যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই:) নির্দেশ করেছেন তা এই যে–আগামী তিন বছরের জন্য বন্ধুগণ তাদের দেয় চাঁদার হার বৃদ্ধি করে মাসিক চাঁদা টাকা প্রতি এক আনার স্থলে ৫ পাঁচ পয়সা করুন এবং ওসীয়্যতের চাঁদা আয়ের এক দশমাংশ স্থলে এক নবমাংশ বা এক নবমাংশের স্থলে এক অষ্টমাংশ করুন। অবশ্য এইরূপ বৃদ্ধি করা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন, এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সাধারণভাবে চাঁদার হার বৃদ্ধি করে দিবার জন্য অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত সাহেব তা মঞ্জুর করেন নি, কারণ তিনি জামাতের সাধারণ মেম্বারগণের উপর অধিক বোঝা চাপাইতে চান না, তাই একে ইচ্ছাধীন করেছেন, কিন্তু বর্তমানে যে অর্থসঙ্কট হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র মানসিক উদ্বিগ্নতা ও শারীরিক স্বাস্থ্যহানীর কারণ হয়েছে তা লাগব করবার জন্য

প্রত্যেক আহমদীর আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। নাজের সাহেবের এই বক্তৃতার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর এবং উপস্থিত ভ্রাতাগণ সকলে দন্ডায়মান হয়ে 'লাব্বাইক', 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই:) প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অতঃপর জুম্মা ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা হয়। কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট মহোদয় জুম্মার খোতবা পাঠ করেন এবং উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষগণকে সম্বোধন করে কুরবানী বা ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার বিষয় ব্যক্ত করেন।

নামাযের পর পুনরায় সভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী বক্তৃতাদী হয়। তন্মধ্যে দুইটি বক্তৃতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বক্তৃতা দুইটি দুইজন বাঙালি ছাত্র কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এই ছাত্রদ্বয় এক সুদীর্ঘকাল কাদিয়ানে বাস করে কাদিয়ানের পবিত্র সংস্বর্গ লাভ করার সুযোগ পান। একজন মৌ: সৈয়দ এজাজ আহমদ মৌলবি ফাজেল 'খেলাফতে মাহমুদ' এবং অপর জন মৌ: আলী কাসেম খান চৌধুরী মৌলবী ফাজেল 'কাদিয়ান-জীবনের' অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর প্রেসিডেন্ট মহোদ্বয়ের এক বক্তৃতার পর সভার কার্য শেষ হয়। 'ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং আহমদীয়া সম্প্রদায় কর্তৃক এর সমাধানের উপায়' তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এরূপ বৈষম্য পরস্পর কলহ বিবাধ ও মনোমালিন্যের কারণ হওয়া উচিত নয়। সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করবার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) কতিপয় সুবর্ণ শিক্ষা প্রদান করে গিয়েছেন। যথা– (১) প্রত্যেক ধর্মের সমর্থনকারীগণ নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য্যমাত্রা বর্ণনা করবেন, (২) প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীগণকে নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষা পালন করে চলতে দিতে হবে, কেহ আপন ধর্মমত গ্রহণ করবার জন্য অপরকে বাধ্য করতে পারবেন না, (৩) প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীগণ পরমতসহিষ্ণু হবেন, (৪) হিন্দু মোসলেম দুই সম্প্রদায় একই ভারত-মাতার দুই চক্ষু বিশেষ। কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের ক্ষতি করলে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে পারে না, (৫) কুরআন শরীফের শিক্ষানুসারে প্রত্যেক মুসলমান সর্বদেশ ও সময়ের নবী বা অবতারগণকে স্বীকার ও সম্মান করতে বাধ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকগণ যদি বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তকগণকে ভক্তি সম্মান করতে শিখে তবে তাদের মধ্যে পরস্পর সৌহাদ্য ও সহানুভূতির ভাব না জগিয়ে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (আই.) নবী দিবসের অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছেন। (৬) 'অস্পৃশ্যতা' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার এক প্রধান কারণ। যত শীঘ্র এই বিষ পরিহার করা যায় তত শীঘ্রই সম্প্রদায়সমূহের মঙ্গল। (৭) বর্তমান মনোমালিন্যের এক প্রধান কারণ রাজনৈতিক স্বার্থ। বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি পরস্পরের ন্যায্য অধিকার দিতে রাজী হয়, তবে এই মনোমালিন্য অনেকটা দূর হতে পারে। (৮) এই মনোমালিন্য তিরোহিত করবার সর্বপ্রধান উপায় আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-ভীতি সৃষ্টি করা এবং আমাদের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করা। অতঃপর সভাপতি দোয়া করে সভার কার্য সমাপ্ত করেন। □

(মাসিক আহমদী, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৩৬)

(চলবে)

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কিছু সিট খালি থাকায় জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ সাত বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে দশম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি চলছে। ভর্তিচ্ছুদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ও আনসঙ্গিক বিষয়াদি পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যথারীতি অপরিবর্তিত থাকবে। ভর্তির আবেদন পত্র আগামী ২৫/০৮/২০১৫ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশী বাজার, ঢাকা বরাবর পৌঁছাতে হবে।

প্রয়োজনে নিম্নের মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারে- ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১।

মোহাম্মদ হবীব উল্লাহ
সেক্রেটারী, বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

ইসলাম নৈরাজ্য পছন্দ করে না

মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন

'আল কুরআন' এমন একটি ঐশী গ্রন্থ, যার মধ্যে যাবতীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'লার এটি বড় একটি অনুগ্রহ মানবজাতীর জন্য। সর্বকালের মহামানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ওপর এই মহান কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আজ হতে প্রায় পনের শত বছর আগে। পবিত্র কুরআন মজীদের দ্বারা আমরা সু কথা, সু শিক্ষা, সু শাসন ও সু বিচার নবী (সা.) এর মাধ্যমে লাভ করেছি। কিন্তু আজ যদি আমরা সারা বিশ্বের দিকে তাকাই বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে তাহলে সর্বত্র নৈরাজ্য ও অশান্তি চোখে পড়বে। চারদিকের এই নৈরাজ্য ও অশান্তি আমাদেরকে বেদনাহত করে। ইসলাম ধর্ম কখনো এই অনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে না। ইসলামের মূল শিক্ষা কি তা আমাদের জানতে হবে। প্রথম কথা হলো ইসলাম কি? ইসলাম হলো খোদার জন্য ফানা বা বিলীন হয়ে যাওয়া, খোদার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দেয়ার নামই ইসলাম। তারপর প্রশ্ন আসে ইসলাম মানে কি? ইসলাম মানে হলো পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন।

সুধী পাঠক! আমরা সর্বদা এই কথা বলে থাকি যে, ইসলাম, শান্তির ধর্ম। মানবজাতির কল্যাণের জন্য শান্তির বার্তা নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে ইসলাম যুগের পর যুগ সংগ্রাম চালিয়েছে। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাও শান্তির বাণী ইসলামকে প্রসার ঘটাতে গিয়ে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। ন্যায় অন্যায়ের প্রতিবাদে ইসলাম সর্বদা সোচ্চার ছিল এবং আজও সোচ্চার আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নানাভাবে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন 'পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা বিপর্যয় ঘটাবে না' পবিত্র কুরআনের এ বাণী দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় ইসলামে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, অন্যায় ভাবে মানুষের ক্ষতি সাধন এসবই ঘৃণিত, নিকৃষ্ট ও খোদাদ্রোহী কাজ। মহান আল্লাহ্ তা'লা এদের পছন্দ করেন না। এই পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'লা সূরা বাকারার ১২ ও ১৩ নং আয়াতে বলেন, অর্থাৎ আর এদের যখন বলা হয়, 'তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না', এরা বলে, 'আমরা যে কেবল সংশোধনকারী।' সাবধান! নিশ্চয় এরাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু এরা (তা) বুঝে না।

পবিত্র কুরআন বান্দাদেরকে এই কথা শিক্ষা দেয় যে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও নৈরাজ্য ফেৎনা ফাসাদ থেকে বিরত থাকা মু'মিনের কাজ। মু'মিন কখনো নৈরাজ্য কামনা করে না। শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবীতে বসবাস করা সকলের কাম্য। নৈরাজ্য ও অরাজকতা সর্বদা পরিহার যোগ্য। মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে

যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষেরও (আনুগত্য কর)। কিন্তু (কর্তৃপক্ষের সাথে) কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ করলে এ বিষয়টি আল্লাহ্ ও রসূলের সমীপে উপস্থাপন কর, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখ। এ হলো সর্বোত্তম (পন্থা) এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল। (সূরা আন নিসা ঃ ৬০)। পবিত্র কুরআনে অন্য এক জায়গায় অশ্লীলতা, অসঙ্গত ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহারের জন্য নামায কায়েমের প্রতি মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই কিতাবের যা তোমার প্রতি ওহী করা হয় তা তুমি পড়ে শুনাও এবং নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিক্‌র হচ্ছে সবচেয়ে বড় (যিক্‌র)। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন। (সূরা আন্ কাবুত ঃ ৪৬)।

অপরদিকে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাও পৃথিবীতে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে। অন্যায়ভাবে হত্যাকে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ হত্যার বদলা অথবা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির (অপরাধ) ছাড়া কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো। আর যে জীবিত রাখলো সে যেন গোটা মানবজাতিকেই জীবিত করে দিল। (সূরা মায়েদা ঃ ৩৩) ধর্মের ক্ষেত্রে কে উত্তম এর উদাহরণে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, আর ধর্মের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম আর কে, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পন করে এবং একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে? আর আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। (সূরা নিসা ঃ ১২৬)। এ আয়াতে ইসলামের সঠিক মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন এবং নিজের সকল শক্তি, ক্ষশতা ও কর্মশক্তি আল্লাহ্‌র সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার নাম ইসলাম।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দিক দিয়ে মুসলমানদের জন্য এক মহান আদর্শ, যাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। বর্তমান সমাজে মুসলমানদের মাঝে ক্ষমতার লোভ, হত্যা, নৈরাজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ইসলাম ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলমানদের দূরে চলে যাওয়া। মানবজাতির কল্যাণে ইসলাম ব্যবহৃত হচ্ছে না। আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র দুর্দিন চলছে। তাই আমাদের উচিত, ইসলামী এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। আর তা তখনই সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলিম উম্মাহ্ শেষ যুগের মহামানব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে মান্য করে খলীফার ছায়াতলে না আসবে। আর তখনই সত্যিকার অর্থে গড়ে উঠবে আগামীর শান্তিময় স্বপ্নিল পৃথিবী। সমগ্র বিশ্ব এখন শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলো। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠন। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ মানুষ, নারী ও শিশুর। বিশ্বজুড়ে আলোচিত ভয়ংকর জঙ্গি সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে ভয়ংকর তালেবান: বিশ্বের শীর্ষ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আতংকের নাম তালেবান। আইএস: মধ্যপ্রাচ্যের আতংক হিসেবে যাত্রা শুরু করা আইএস। আইএস এখন বিশ্বের অন্যতম ভয়ংকর জঙ্গি সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আফ্রিকার আতংক বোকো হারাম: বোকো হারাম নাইজেরিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন। আল কায়েদার মতো পশ্চিমা শিক্ষা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান রয়েছে। আল কায়েদা: আল-কায়েদা সারা বিশ্বে রয়েছে তাদের নেটওয়ার্ক। পশ্চিমা বিশ্বের চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর সন্ত্রাসী সংগঠন এটি। লস্কর-ই-তৈয়েবা: আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়েবা। ২০০৮ সালে ২৬ নভেম্বর ভারতের মুম্বাই আক্রমণের পর থেকে আলোচনায় আসে এই সন্ত্রাসী সংগঠনটি। হিজবুল্লাহ্: লেবাননে সংগঠিত হয়ে যাত্রা শুরু করে শিয়াপন্থি ইসলামী জঙ্গি সংগঠন হিজবুল্লাহ্। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি: ১৯১৩ সালে আয়ারল্যান্ড বিপ্লবের জন্য সংগঠিত হয় একটি দল। নাম দেওয়া হয় আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি। তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান: তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানে এ সময়ের শীর্ষ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে দেখা দেয়। উগ্রবাদী ও নিষিদ্ধ এই সন্ত্রসী গোষ্ঠীর রয়েছে অসংখ্য সশস্ত্র সদস্য। রেভ্যুলুশনারি আর্মড ফোর্স অব কলম্বিয়া: রেভ্যুলুশনারি আর্মড ফোর্স অব কলম্বিয়া সংগঠিত হয় ১৯৬০ সালে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং মেহনতী মানুষের মুক্তিকামী সংগঠটি যাত্রা শুরুর পর থেকেই ভয়ংকর হয়ে উঠতে শুরু করে। মানুষ অপহরণ, বন্দী নির্যাতন, বিস্ফোরণ ও বোমা মারার মতো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তারা। এমনই অসংখ্য জঙ্গি সংগঠন রয়েছে, তারা ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সূরা নিসার ১৮নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্ কেবল তাদের তওবাই গ্রহণ করেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলার পরপরই তওবা করে। আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে এদেরই তওবা গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাময়।

বলা হয়েছে 'অজ্ঞতাবশত' কথাটি দ্বারা বুঝায় না, অপরাধী যে কুকর্ম করে তা তারা জানে না। বস্তুত প্রত্যেক দুস্কর্মই অজ্ঞতা-প্রসূত, পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের অভাব থেকে জন্মলাভ করে। মহানবী (সা.) বলেছেন, এমন অনেক প্রকারের জ্ঞান আছে যা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা, অর্থাৎ সেইরূপ জ্ঞানার্জন মানুষের ক্ষতির কারণ হয়। অজ্ঞতাবশত শব্দ পাপের প্রকৃত তত্ত্ব ও দর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক মানুষকে সঠিক ও উপকারী সত্যবান লাভ করে পাপ-মুক্তির উপায় বলে দিচ্ছে।

অতএব মহান আল্লাহ্ তা'লা ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও বিজাতি সবাইকে এই উপদেশ মান্য করে সুন্দর শান্তিময় জীবন গড়ে তোলার তৌফিক দিন। আর সকল প্রকার বৈরীতা হতে আমাদেরকে ও আমাদের দেশকে রক্ষা করুন, আমীন।

নবীনদের পাতা-

সেদিন অনেক চেহারা হবে ভীতসন্ত্রস্ত

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ঢালী, সুন্দরবন

দোযখের আগুনের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, "সেদিন অনেক চেহারা হবে ভীতসন্ত্রস্ত, কঠোর পরিশ্রমী ও ক্লান্তশ্রান্ত, তারা জলন্ত আগুনে ঢুকবে। এক ফুটন্ত ঝরণার (পানি) থেকে তাদের পান করানো হবে" (সূরা আল গাশিয়াঃ ৩-৬) দোযখ একটি ফারসী শব্দ। এর আরবী প্রতিশব্দ জাহান্নাম, শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নরক। যেখানে কঠিন আকারে শাস্তি দেয়া হয়, দুঃখময় হয় জীবন।

মহান আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আশরাফুল মাখলুকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব। প্রায় আঠারো হাজার জীব বসবাস করে এই পৃথিবীতে। তার মধ্যে মানুষ নামের জীবটি সর্বসেরা, সর্ব শ্রেষ্ঠ। তবে এই শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার জন্য মানুষ তেমনভাবে গুরুত্ব দেয় না। আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, তাঁর নিদর্শনকে আমলে নেয় না। জাহান্নাম বা দোযখ এমন একটি স্থান যেখানে খারাপ লোকের অবস্থান হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে। পৃথিবীর সুখ নিয়ে মানুষ সর্বদা ব্যস্ত।

মনে রাখতে হবে, পৃথিবী হল ক্ষণিকের জায়গা। মুসাফির যখন পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে সামান্য সময়ের জন্য একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নেয় পৃথিবীও ঠিক তেমনি, যেখানে সামান্য বিশ্রাম নেয়া হয় মাত্র। দীর্ঘকাল আমাদের বসবাস করতে হবে আল্লাহ্‌র তৈরী নিজস্ব জায়গায়। পৃথিবীতে মানুষ সর্বদা অন্যায় অত্যাচারে ব্যস্ত, বড় বড় অট্টালিকা, এসি রুম, টিভি, ফ্রিজ নব্য নব্য কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অশেষ নেয়ামত আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমরা তাঁর সৃষ্টিকে কোন ভাবে মেনে নিতে পারছি না। কুরআনে আছে–"বড় বড় অট্টালিকার অধিকারী ইমারতের মহিত।" (৮৯ঃ৮) আকাশ-বাতাস, নদী-নালা, খাল-বিল, বৃষ্টি-ঝরণা, চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ্‌র তৈরি। অথচ আমরা কত অকৃতজ্ঞ যে, এত কিছু সৃষ্টির পরও তাঁর গুণাগুণ করি না। এমন একটা সময় আসবে, যখন আমাদের ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন– "এবং যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার ধন-সম্পদ তার উপকারে আসবে না।" (৯২ঃ১২) কি করে মানুষ বুঝবে, কি করলে তারা অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকবে। ক্ষুদ্র থেকে বড় এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে মানুষ অপরাধ করছে না। অন্যায়-অত্যাচার, যুলুম-নির্যাতন কত কিছুই না করছে মানুষ। আল্লাহ্ মানুষের এতসব অন্যায় সহ্য করছেন। মানুষ হাজার বার অন্যায় করার পরও যদি রাব্বুল আলামিন-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে ইচ্ছে করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

সামান্য স্বার্থের জন্য ভাই-ভাইকে ক্ষুন করছি। মা-বাবাকে তিরস্কার করছি। অন্যের গলায় ছুরি বসাতে দ্বিধাবোধ করছি না। কি এমন হল যে আমরা একে অন্যের প্রতি বিদ্রুপ করব? সামান্য কারণে মিথ্যা বলছি। মিথ্যা বলা যেন আজকাল ফ্যাসনে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আজ কুরআন হাদীস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান, বেহেশ্‌ত-দোযখ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার কারণে খারাপ কাজ করছে অহরহ। পরকাল নিয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। বাস্তব জীবন যেমন সত্য, ঠিক তেমনি পরকালও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থেকে আল্লাহ্‌র ওপর দৃঢ়বিশ্বাস রেখে দুঃখ কষ্টকে ভুলে গিয়ে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করা একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির কাজ। এই যামানার যত প্রকারের অন্যায় কুৎসিত কাজ আছে তাই মানুষ করছে। পরকালের আযাব বা আগুনকে আমরা ভয় করি না। হাদীসে আছে–হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন 'তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা পুত্র এবং অন্য সকল লোক হতে অধিক প্রিয় না হই।"

অনেকে মনে করেন জীবন মাত্র একটা। এই জীবনে যত খুশী আনন্দ ফূর্তি করা যাবে, তত বেশি মজা হবে। কি নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে কুরআন হাদীস জানে না তার শিক্ষার ফলাফল হচ্ছে শূন্য। যে শিক্ষায় সে শিক্ষিত হচ্ছে তা কোন কাজে আসবে না। ইহকাল সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। পরের জীবন সম্বন্ধেও তার কোন ধারণা হচ্ছে না। এই ইহলৌকিক জীবনকে সে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–"আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নোন।" (৯৫ঃ৯)

পরকালে বিচার যদি না হত তাহলে আল্লাহ্ এমন কথা বলতেন না। আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করে মানুষ আজ নিজ নিজ প্রথা ও প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে স্ব-স্ব কাজ পরিচালনা করছে। একটি অসম্ভব অজানাকে সম্ভব করে নিজে নিজে তৃপ্তি লাভ করছে। অথচ এর পিছনে যে আল্লাহ্‌র অশেষ নিয়ামত নিহিত আছে তা যে উপলব্ধি করতে পারছে না। প্রতি দিন আমাদের মৃত্যুর চিন্তা করা উচিৎ। আল্লাহ্ বলেছেন–"প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" মৃত্যু যেমন সত্য, দোযখের আযাবও তেমনি সত্য।

ভাল কাজ করার আদেশ যেমন কুরআনে আছে তেমনি হাদীসেও আছে। যেমন হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা সাহাবাদের একটি দল মহানবী (সা.)কে ঘিরে বসে ছিলেন, এ অবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন–"তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না, যে ব্যক্তি এই সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুরষ্কার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এসবের একটিতে লিপ্ত হবে এবং সেজন্য পৃথিবীতে তার শাস্তিও হবে। তাহল তার উক্ত অপরাধীর কাফফারা স্বরূপ হবে, আর যে সকল ব্যক্তি এই সকল অপরাধীর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়ছে, অথচ আল্লাহ্ পাক তা গোপন রেখেছেন তার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। অতঃপর আমরা এ সকল কথার ওপর বয়আত করলাম।"

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–"নিশ্চয় পাপী লোকেরা অনন্তকাল ধরে দোযখে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।" অন্যেত্রে তিনি বলেছেন–তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না।" আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন– "দোযখবাসীরা সেখানে মরবে না এবং জীবিতও থাকবে না।"

দোযখের খাদ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন– "সেখানে তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত বরফ কিংবা কোন পানীয় আস্বাদন করবে না।" তিনি আরও বলেছেন–"তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বা কষ্টিযুক্ত বৃক্ষ হতে এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে।"

জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের অনেকগুণ বেশি হবে। এ বিষয়ে হাদীসে আছে– রসূল (সা.) বলেছেন–"পৃথিবীর আগুন দোযখের আগুনের একাত্তর ভাগের এক ভাগের সমান।"

পার্থিব জগতে মানবের বিচার করেন গ্রাম্য মাতব্বর, চেয়ারম্যান ইত্যাদি বিচারক। যে যেমন অপরাধী তার তেমন সাজা হয়। এটা আমরা প্রত্যক্ষদর্শী অথচ আখেরাতের বিচার শুধু কল্পনা বা হাদীস কুরআন এর ওপর নির্ভরশীল যা অনেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে আবার অনেকে তা উপলব্ধি করতে পারে না আবার অনেকে আছেন যারা বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকেন। নামায পড়ি পাঁচ ওয়াক্ত, মসজিদের ঈমাম সাহেব হাদীস কুরআন দিয়ে এত সুন্দর ভাবে পরকালের আযাব সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেন যা শুনলে আমরা পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে পারি। অথচ পার্থিব মোহে পড়ে সে কথা ভুলে গিয়ে আবার পাপ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করি না। সংসারে শান্তি নেই, ছেলের লেখা পড়ার খরচ, বৌ এর নিত্য নৈমত্তিক পোশাকের বাহানার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে মানুষ দোযখের আযাবের কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়ার অবৈধ কাজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরে, ফলে তাদের পাপ বেড়ে যায় এবং তারা তা উপলব্ধি করেও এমন কাজ করে হর হামেশা। কোথায় ঈমাম সাহেব কি বলল তখন তা আর মনে থাকে না। একটু সচেতন হওয়া ভাল।

ফজরের নামাযে তওবা করছি আল্লাহ্‌র কাছে, তারপর দুনিয়া ছড়িয়ে পড়ছি, আবার পাপ কাজ করছি, তাহলে যোহরের নামাযে আল্লাহ্‌র সামনে কিভাবে দাঁড়াবো। কি বলব তাঁকে, কি বলে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন। যদিও চোখ-কান বন্ধ করে নামাযের পাটিতে দাঁড়ালাম কিন্তু আছর অবধি আবার পাপ কাজ করলাম এবার কিন্তু তাঁর কাছে আছরের নামাযে ক্ষমা চাইতে পারছি না। যদি ঐ ব্যক্তি ঈমানদার হয় আর পাপ কাজ করে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়ায় তবে অবশ্যই তার মধ্যে অনুশুচনা তৈরী হবে প্রতি ওয়াক্ত নামায আদায়ের সাথে। আর যদি তার মধ্যে ঈমান না থাকে তবে সে অহরহ পাপ কাজ করবে এবং প্রতি নিয়ত মসজিদে যাবে নামাযও আদায় করবে আবার পাপ কাজও করতে দ্বিধাবোধ করবে না। দুনিয়ার সুখের জন্য তারা এমন কাজ করে কিন্তু এ সুখ কোন কাজে আসবে না। কবি চন্ডিদাস এর মত শুধু হা হুতাশ করতে হবে যেমন তিনি বলেছেন-

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"

আসুন, আমরা পরকালের সুখ চিন্তা করি। দুনিয়ার সামান্য ক্ষুদ্র মোহ ত্যাগ করি। এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, কুরআন হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলি। আল্লাহ্ যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকি তবেই আমরা পরকালের কঠিন আযাব হতে পরিত্রাণ পেতে পারি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সেই আগুন হতে বাঁচিয়ে দাও, যা আমরা সহ্য করতে পারব না বা আমাদের জন্য কষ্ট সাধ্য হবে, তুমি সব কিছুর মালিক, তুমি আমাদের জাহান্নাম হতে রক্ষা কর। তুমি আমাদের হেদায়াত দাও। এই দোয়াও তাঁর কাছে করি এবং সকল অন্যায় অত্যাচার হতে বিরত থাকি, আমিন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব

হালিমা চৌধুরী, আহমদনগর

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর ওপর রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণও তাঁর ওপর রহমত পাঠান। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাঁর জন্য রহমত কামনা (দরূদ) পাঠ কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।' হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত রসূল করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, যে আমার শান্তি (দরূদ) কামনা করে আল্লাহ্ তার ওপর শান্তি বর্ষণ করেন (মুসলিম)। হযরত ইবনে মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেছেন,

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, বিচার দিবসে ঐ সকল লোক আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে যারা আমার জন্য বেশি বেশি শান্তি (দুরূদ) কামনা করে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির ওপর অভিশাপ যার উপস্থিতিতে আমার নাম লওয়া হয় অথচ সে আমার শান্তি কামনা করে না (তিরমিযী)।

হযরত আবু হুসাইদ সাঈদী (রা.) জানিয়েছেন সাহাবাগণ আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কিভাবে আপনার ওপর দুরূদ পাঠ করব রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন এভাবে পড়বে হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ এর ওপর রহমত আশীষ করুন এবং তাঁর পত্নীগণের ওপর এবং বংশধরগণের ওপর তেমনি বরকত দান করুন মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর যেমন ভাবে আপনি বরকত নাযেল করেছেন ইবরাহীম (আ.) এর ওপরে নিশ্চয় আপনি চরম প্রশংসিত ও অতি মর্যাদার অধিকারী।

মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি ছাড়া কেউই এমন অগাধ ধৈর্য ও বিশ্বাস আল্লাহ্‌র প্রতি দেখাতে পারবে না। মহান এ রসূলের (সা.) উম্মত হয়ে আমরা কি করছি? অরাজকতা ও হানাহানিতে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। পবিত্র এ রসূলের অনুসারী হওয়ার তো আমরা দাবীকারক ঠিকই কিন্তু এ মহান রাসূলের (সা.) আদর্শের অনুসরণ কি আদৌ আমরা করে থাকি? পবিত্র কুরআনে সূরা আল আহযাবের ৫৭-৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে "নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্‌তারা এ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও বেশি বেশি করে শান্তি কামনা কর। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

উপরোক্ত আয়াতই স্পষ্ট যে, রসূল করীম (সা.) এর ওপর দরূদ ও রহমত কামনা করা আবশ্যক। আমরা কি সঠিকভাবে দরূদ পাঠ করছি? আমাদের সকলের এ প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ রসূল (সা.) এর উম্মত হওয়ার গর্ব রয়েছে। সৌভাগ্যশীল হওয়ার দাবী রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমরা প্রকৃত উম্মত নই। কারণ মহান এ রসূলের প্রতি দরূদ প্রেরণে আমরা কার্পন্য করে থাকি। সঠিকভাবে বিগলিত চিত্তে দরূদ পাঠাই না। যার ফলে সমগ্র বিশ্বে এত অরাজকতা বিরাজিত। সকল বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দমন তখনই সম্ভবপর হবে যখন সকল মুহাম্মদী উম্মত জাগ্রত হবে। বিগলিত হয়ে দরূদ পাঠ করবে। মহান এ নবী (সা.) এর প্রতি অজস্র, ধারায় দরূদ পাঠ করবে। রহমত ও বরকত বর্ষণের এ সুযোগ আর কোন উম্মতকেই দেয়া হয়নি। যা মহান ও শ্রেষ্ঠ মহানবী উম্মতকে দান করা হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্যশালী হওয়ার নিমিত্তে আমাদের সকল মুসলমান ভাই-বোনদের বেশি বেশি করে রহমত ও কল্যাণের বারিধারা আমাদের প্রিয় নবীর (সা.) ওপর প্রেরণ করা উচিত। এ প্রিয় নবীর কতই না মহান আদর্শ যা অনুসরণে একটা মানুষ পুত পবিত্র খাঁটি মু'মিন বান্দা হিসেবে প্রস্তুত হতে পারে। যার মধ্যে থাকবে না কোন বিদ্বেষ, অহংকার, হিংসা, মিথ্যা, ব্যভিচার, নৈরাজ্য, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি। খাঁটি মু'মিন বান্দা হিসেবে সে হবে, অগাধ ধৈর্য ও সৈর্যের অধিকারী, সহিষ্ণুতা তথা সহনশীলতায় সে পরিপূর্ণ, দয়া-দাক্ষিণ্যের পর্যায়ে সে অতুলনীয় হৃদয়ের অধিকারী যা মহান রসূল (সা.) এর আদর্শের অনুসরণে সম্ভবপর হয়। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর কি অতুলনীয় আদর্শ যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। ছোট একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন, 'আমি মহনবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম আর তিনি মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত ছিলেন। একজন বেদুঈন এসে সেই চাদর ধরে এত জোরে হেঁচকা টান দেয় যার কারণে হুযূর (সা.)-এর গলায় চাদরের পাড়ের দাগ পরে যায়। এরপর সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সম্পদ দিয়ে আমার দু'টি উট বোঝাই করে দিন, কেননা আপনি আমাকে আপনার নিজস্ব সম্পদ থেকেও কিছু দিচ্ছেন না। একথা শুনে প্রথমে মহানবী (সা.) নিরব থাকেন এরপর বলেন, 'আল মালু মালুল্লাহি ওয়া আনা আবুদুহু' অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌রই আর আমি তাঁর এক বান্দা মাত্র। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে তোমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে সে বলল, না! মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কেন প্রতিশোধ নেয়া হবে না? সে বলল, কেননা আপনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না। একথা শুনে হুযূর (সা.) হেসে ফেললেন। এরপর মহনবী (সা.) নির্দেশ দেন, এর একটি উটে যব আর অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দাও। (আল শিফা লিকাবী আয়ায, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪)।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, বিচার দিবসে ঐ সকল লোক আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে যারা আমার জন্য বেশি বেশি শান্তি (দুরূদ) কামনা করে।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এই দৃষ্টান্তই মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আর এই ব্যবহারে শুধু আপন জনের সাথেই নয় বরং শত্রুদের প্রতিও প্রদর্শন করেছেন। এ হলো উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী। কতই না উত্তম ও মহান আদর্শ ছিল আমাদের প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম রসূল (সা.) এর যার কিয়দাংশও আমাদের মাঝে আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

আমাদের প্রিয় খলীফা (আই.)-ও দরূদ পাঠের ওপর গুরুত্বারোপ করে আমাদের সবাইকে বেশি বেশি দরূদ পাঠের প্রতি মনোযোগ দিতে বলেছেন। তাই আমাদের সকলের বেশি বেশি দরূদ পাঠের ওপর গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করতে হবে। বেশি বেশি দোয়ায় রত থাকতে হবে।

সংবাদ

গাজীপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১২/০৬/২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, গাজীপুরের উদ্যোগে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও নযম পেশ করেন যথাক্রমে শেখ হাম্মাদ আহমদ এবং কবির আহমদ। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ মহিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, গাজীপুর। এরপর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উপলক্ষ্যে মূল বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ। পরিশেষে সভাপতি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন ও দোয়া পরিচালনা করেন। শেষে হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা সরাসরি দেখার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত জলসায় ৪৮ জন জেরে তবলীগসহ মোট ১২০ সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। এতে ৪ জন বয়আত গ্রহণ করেন।

ডা: জায়েদুল কাদের

ক্রোড়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১২/০৬/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ায় নবনির্মিত মসজিদ 'মসজিদ মাহমুদ'-এ বাদ জুমুআ এক পবিত্র সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয় জনাব গাজী মাজহারুল খোকন প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব মাহবুর রহমান জেপী ও মনির আহমদ ভূইয়া। সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উপলক্ষে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে পর্যায়ক্রমে মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব শাহানশাহ আজাদ জুম্মন, জনাব আফজালুর রহমান (রিপন), জনাব মঞ্জুর হুসেন, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ, সাবেক আমীর, ব্রাহ্মণাবাড়িয়া এবং কেন্দ্র থেকে আগত আলহাজ্জ মওলনা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। অনুষ্ঠানের একপর্যায় সুললিত কণ্ঠে একটি বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব এনামুল হক (ইন্টু)। পরিশেষে সভাপতির মূল্যবান বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জলসায় আহমদী সদস্যসহ বেশ কিছু মেহমানও উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক

বলিয়ানপুরে সীরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৮/০৬/২০১৫ বলিয়ানপুর জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আরশাদ আলী, প্রেসিডেন্ট, বলিয়ানপুর। উক্ত জলসায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ইকরামুল ইসলাম। জলসায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ, ইসলামের জন্য সাহাবীদের কুরবানী এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এ বিষয়গুলির ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব হাফেজ ওসমান গনি, জাহিদ হাসান, আব্দুল্লাহ্ এবং মৌ. এস, এম মাহমুদুল হক। অনুষ্ঠান শেষে প্রশ্নোত্তর সভা হয়। এতে আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০জন মেহমান এবং ২৫ জন আহমদী ছিলেন।

এস. এম. মাহমুদুল হক

কেরালকাতা হালকায় ওয়াকারে আমল

গত ১৩/০৬/২০১৫ তারিখ কেরালকাতায় বিশেষ ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচীতে রঘুনাথপুর বাগের প্রেসিডেন্ট ও মোয়াল্লেম সাহেব এবং কেন্দ্র হতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল মোতামাদ ও মোহতামীম উমুমী ও এডিশনাল মালসহ ১২ জন খোদ্দাম আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন আব্দুল্লাহ্

নারায়ণগঞ্জে তরবিয়তী ইসলাহ বিষয়ক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

গত ১২/০৬/২০১৫ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ বাদ জুমুআ স্থানীয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে তরবিয়তী ও ইসলাহ্ বিষয়ক বিশেষ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ওমর আহমদ আদর। দোওয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। অতঃপর স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন উপরোক্ত বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। এর সভাপতি নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন- যথা-প্রত্যহ পবিত্র কুরআন পড়া ও শিখা, সামাজিক কদাচার কু-প্রথা কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা, বিবাহ শাদিতে সামাজিক কদাচার পরিহার করা, পর্দা রক্ষা করা, পর্দা মেনে চলা, সালামের প্রচলন করা, প্রতিবেশীদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা, দুস্থ, অসহায়, এতিমদের সহায়তা করা, ক্ষুধার্তদের খাবার দেওয়া, মেহমানদের হক আদায় করা, মসজিদের হক আদায় করা, পিতামাতাদের সাথে সদয় আচরণ করা, শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যথা সময়ে নামায পড়া, নামায শেখা, এমটিএ দেখা, যেসব বিষয়ে জামা'ত নির্দেশ না দেয় তা মেনে চলা ইত্যাদি। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি করা হয়। উক্ত সভায় ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা পাটোয়ারী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইল হালকায় তালিম ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০১লা জুন হতে ৫ জুন পর্যন্ত সফলতার সাথে তালিম ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ১লা জুন বাদ মাগরীব নায়েব কায়েদ জনাব রাশেদুল আলম এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনার পর সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ দেন। এরপর ৪ জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রতিদিন বাদ আসর হতে রাত ৯টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। ৫ জুন বাদ মাগরীব জনাব ইখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ এর সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী আরম্ভ হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন শাওন উদ্দিন। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে-জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, জনাব মোস্তাক আহমদ ভূইয়া। এরপর সভাপতি দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। সবশেষে সভাপতির আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সামাপ্তি ঘোষণা করা হয়। নিয়মিত ক্লাস ও ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন হালকার ১৪ জন খোদ্দাম ও ২৪ জন আতফাল।

আবির আহমদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুন ২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন, সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আতাই রাব্বি। দোয়ার পর সদর সাহেব উপস্থিত শিক্ষার্থীদের পরিচয় নেন। এরপর তিনি সবার উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি সবাইকে ভাল লেখাপড়ার পাশাপাশি নামায, তাহাজ্জুদ নামায, জামা'ত ও মজলিসী কাজে অংশগ্রহণের কথাও বলেন। সেই সাথে বর্তমান অবক্ষয় এর বিভিন্ন উপকরণ তুলে ধরে এ থেকে বেঁচে থাকতে সবাইকে উৎসাহিত করেন। উপস্থিত সবাই মনোযোগের সাথে ও উৎসাহ নিয়ে তার দিকনির্দেশনাগুলো শুনেন এবং ভবিষ্যতে সেভাবে চলার অঙ্গীকার করেন। দীর্ঘ সময় আলোচনার পর দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা হয়। এরপর সকল ছাত্রদের নিয়ে সদর সাহেব ছবি তোলেন। সভায় ৩২ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন। এ সময় জনাব মসিউর রহমান, এডিশনাল মোতাবাদ, বাংলাদেশ, জনাব শেখ সাব্বির আহমদ জেলা কায়েদ, জনাব এস, এম, আরমান, রিজিওনাল কায়েদ, জনাব ইখতিয়ার উদ্দিন শুভ, স্থানীয় কায়েদ উপস্থিত ছিলেন।

আকবর আহমদ

১৪তম বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেট রিজিওনের ৫ দিন ব্যাপী ১৪তম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাশ ২০১৫ গত ১৫ মে হতে ১৯ মে ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। ১৫ মে ২০১৫ তারিখ জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এর সভাপতিত্বে ক্লাস ও সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং ১৯ মে জনাব হালিম আহমদ হাজারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এর সভাপতিত্বে ক্লাস ও সম্মেলনের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জ্ঞান গর্ব বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ওয়াকফেনও কি এবং কেন এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা শাসসুদ্দিন আহমদ মাসুম। ৫ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও পিতামাতাদের বিভিন্ন ক্লাসে পাঠদান করেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মৌ. আব্দুল হাকিম, মৌ. আব্দুস সালাম, মৌ. আবু তাহের, মওলনা তারেক আহমদ, জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, জনাব মোশারফ হুসেন, জনাব কাওসার আহমদ মঞ্জুর প্রমুখ। ক্লাসে কুরআন ক্লাস, অর্থসহ নামায, হাদীস শিক্ষা, আজান, ইকামত, নযম বাংলা-উর্দু, বক্তৃতা, উর্দূ, দ্বীনিমালুমাত, পুস্তক আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ দান করা হয়। উক্ত ক্লাসে অত্র রিজিওনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঘাটুরা, তারুয়া, তালশহর, ক্রোড়া, আখাউড়া, বিষ্ণুপুর ও শালগাঁওসহ মোট ৫ টি জামা'তের ৬৫ জন ওয়াকফেনও এবং ২৫ জন পিতামাতা উপস্থিত থেকে ক্লাস করেন। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

ঘাটুরায় আতফাল দিবস উদযাপিত

গত ০৫ই জুন রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরার উদ্যোগে আতফাল দিবস ২০১৫ পালন করা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় সকাল ৭-৩০ মিনিটে। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব এস, এম ইরফান। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন জনাব মোহাম্মদ মুছা মিয়া, পেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা এবং মওলানা তারেক আহমদ। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে বক্তৃতা রাখেন জনাব আহমদ উজ্জ্বল। এতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। বাদ আসর আতফাল দিবসের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন শুরু হয়। শেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে আতফাল দিবস সমাপ্ত হয়। এতে ২৪ জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

আহমদ উজ্জ্বল

কুমিল্লায় আতফাল দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ই মে রোজ শুক্রবার স্থানীয় জামা'তের মসজিদে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কুমিল্লার আয়োজনে আতফাল দিবস অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে খেলাফত দিবস পালিত

মৌলভীপাড়ার কাজীপাড়া

গত ০৮ জুন ২০১৫ তারিখ বাদ মাগরীব মৌলভীপাড়া হালকাস্থ কাজীপাড়া নামাযের স্থানে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এখতিয়ার উদ্দিন শুভ কায়েদ এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব পিপাস আহমদ, নযম উর্দু ও বাংলা পেশ করেন যথাক্রমে জনাব আতাই রাব্বী এবং জনাব আকবর আহমদ সোহাগ। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব নূরুদ্দীন আহমদ। এরপর দিবসের তাৎপর্য ও বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব শেখ মোশারফ হোসেন এবং মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। সবশেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৫৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

রায়হান আহমদ খান রুদ্র

রংপুর

গত ২৭ মে ২০১৫ রোজ বুধবার বাদ মাগরিব রংপুরের মুন্সীপাড়াস্থ মসজিদে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করেন। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মনিরুল ইসলাম, দোয়ার মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হয়। বক্তৃতা পর্বে দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও দিবসের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াদির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. দাউদ আহমদ বোখারী এবং জনাব খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম। সভাপতির সমাপ্তি বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপনী ঘোষণা করা হয়। এতে ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম

আহমদী পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যে সকল পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার গ্রাহকগণের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তারা আগামী ২০/০৮/২০১৫-এর মধ্যে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ না করলে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে পাক্ষিক আহমদীর পরবর্তী সংখ্যা হতে তাদের কাছে পত্রিকা পাঠানো হবে না। সম্মানিত গ্রাহকগণকে ঠিকানার সাথে পাঠানো পাক্ষিকের আইডি নম্বরসহ স্থানীয় জামা'তে চাঁদা পরিশোধ করে তার ফটোকপি অথবা আমীর/প্রেসিডেন্ট এর চাঁদা পরিশোধের সত্যায়িত চিঠি নিম্ন ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি–

এছাড়া নিজ নিজ বকেয়া চাঁদার হিসাব জানতে সকাল ১১টা হতে দুপুর ১টা এবং বিকাল ৪ টা হতে রাত ৮টার মধ্যে যোগাযোগ করুন–০১৯১২-৭২৪৭৬৯, ০১৭৩৬-১২৪৭০৪

চিঠি লেখার ঠিকানা-
ফারুক আহমদ বুলবুল
লাইব্রেরিয়ান
৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা-১২১১

সংশোধনী

গত ৩০ এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যার ৪৩ পৃষ্ঠার শুভ বিবাহ সংবাদের ৩য় কলামে ১২৫৪ নং রেজিষ্ট্রেশনের বিয়ের সংবাদটিতে *'মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম'*-এর পরিবর্তে *'মওলানা মুহাম্মদ আনিসুল ইসলাম'* হবে। এ অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ১৩ই জুন রোজ শনিবার বাদ মাগরিব মৌড়াইল হালকা নামায সেন্টার মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে খেলাফত দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোস্তাক আহমদ ভূইয়া। নযম পাঠ করেন জনাব সৈয়দ জসিম আহমদ। বক্তৃতা পর্বে ইসলামে আহমদীয়া খেলাফত, আহমদীয়া খেলাফতের বিশ্বময় কল্যাণ, বিশ্ব শান্তিতে খেলাফতের ভূমিকা বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সবশেষে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে ১ জন মেহমানসহ ১২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর ঈশ্বরদী

গত ২৭ মে রোজ বুধবার নূরনগর ঈশ্বরদী লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লাজলি জামান। এতে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় লাজনা সদস্যাগণ বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৩ জন উপস্থিতি ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রওশন আরা

শৈলমারী

গত ০৫/০৫/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রাবার বাদ মাগরীব শৈলমারী মসজিদে খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সালাহ উদ্দিন। সভার কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে। এতে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

রঘুনাথপুর

গত ২৭ মে বাদ আছর রঘুনাথপুর (বাগ)-এ জনাব আতিয়ার রহমান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর-এর সভাপতিত্বে মহান খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সোহেল আহমদ। নযম পরিবশেন করেন ওয়াসিম আহমদ। নেযামে খেলাফতের গুরুত্ব এবং যুগ খলীফার আনুগত্যের মাঝেই সকল সফলতা নিহিত-এ বিষয়গুলির ওপর বক্তৃতা করেন–জনাব জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্ এবং মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি

খেলার ডাঙ্গা

গত ১৪/০৬/২০১৫ প্রেসিডেন্ট জনাব আলহাজ্জ মনির উদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন জনাব মেহেদী হাসান। ঐশী খেলাফতের গুরুত্ব-এ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেন জনাব হাফেজ ওসমান গনি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অমৃতবাণী পড়ে শুনান জনাব আব্দুর রহমান। যুগ খলীফার আনুগত্য সকল উন্নতির পথ দেখাবে-এ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক। এরপর সভাপতির ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে খেলাফত দিবসের সমাপ্তি হয়। উক্ত দিবসে ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

কুটির হাট

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কুটির হাটের উদ্যোগে গত ০৫/০৬/২০১৫ তারিখ বাদ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহ্ আলম ভূঞার সভাপতিত্বে এবং খালেদ ভূঞার পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর

গত ১৫/০৬/২০১৫ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৩ টায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট মিসেস মোস্তারীন আক্তার।

পবিত্র কুরআন পাঠ ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, খেলাফত বিষয়ে ইমাম মাহ্‌দী ও খলীফাদের বক্তব্য, খলিফার আনুগত্য করা অনেক জরুরী ইত্যাদী বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফারহানা রিজোয়ান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ

গত ২৯/০৫/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খিলাফত দিবস সফলতার সাথে পালন করা হয়। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মাসুদা পারভেজের সভানেত্রীত্বে কুরআন পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কাজ শুরু হয়।

বক্তৃতা পর্বে খিলাফত ও বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রচার, ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব এবং খলীফা নির্বাচন করেন আল্লাহ্ তা'লা বিষয়ে স্থানীয় লাজনাগণ বক্তব্য রাখেন। সভানেত্রীর বক্তব্যের পর দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ৫১ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

ঘাটুরা

গত ২৭ মে অত্যন্ত উসাহ উদ্দীপনার সাথে ও ধর্মীয় আনন্দঘন পরিবেশে ঘাটুরা জামাতে মহান খিলাফত দিবস স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মুছা মিয়ার সভাপতিত্বে শুরু হয়। উক্ত সভায় খেলাফত বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতা উপস্থাপন করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। এতে ৮৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম সেলিম

শ্যামপুর

গত ০৫/০৬/২০১৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শ্যামপুর এর মসজিদ প্রাঙ্গনে খেলাফত দিবস পালিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোজহারুল ইসলাম। সভার কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে। এতে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম

রাংটিয়া

গত ২৯ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রাংটিয়ায় বাদ জুমুআ খেলাফত দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় যয়ীম আব্দুর রহমান এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু করা হয়। এতে বক্তৃতা পর্বে সারা বিশ্বের সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষদেরকে এক নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করার সংগঠনের নাম খেলাফত এবং খেলাফতেই রয়েছে মানবজাতির জন্য কল্যাণ ও বরকত বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখা হয়। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

মাহিগঞ্জ

গত ২৭ মে বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহিগঞ্জ-এ খেলাফত দিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মোফাখ্‌খারুল ইসলাম।

সভার কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে। এতে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মৌ. রাশিদুল ইসলাম

সাহিত্য চর্চা সভায় আহমদীয়া জামা'তের প্রচার পত্র বিতরণ

গত ২৮ জুন নগরীর পুলিশ প্লাজায় মনোরম পরিবেশ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আর এফ মিলনায়তনে মুহাম্মদ হাসান এর সভাপতিত্বে আখেরীন সাহিত্য চর্চার উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিল এবং সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা সৈনিক অধ্যক্ষ আবুল কাশেম ও কবি আহমদ ছাফা'র স্মরণে এ সভায় কবি, সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিক এবং শিক্ষাবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তি গনের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়। এতে খাকসারের বক্তৃতায় ইসলামী নীতিদর্শন গ্রন্থের কথা উল্লেখ করি, যে গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্যোগে পৃথিবীর ১৬ টির ও অধিক ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করে বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার কপি প্রচারিত হয়েছে। সভায় সকল সম্মানিত অতিথিকে আহমদীয়া জামা'তের তবলিগী গাইড (পকেট বুক) টি বিতরণ করা হয় এবং এ বিষয়ে চর্চা করার জন্য আহবান জানানো হয়। ৩৫ জনের ও অধিক লোক এই সভায় উপস্থিত থাকেন।

মুহাম্মদ হাসান

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলীর সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব ডা.সামছুল হক সাহেব গত ২২-০৫-১৫ ইং শুক্রবার বিকাল ৪.০০ টায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মরহুম অত্যন্ত নেক ও ধর্মভীরু আহমদী ছিলেন। সবার সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

মহান আল্লাহ্ তা'লা যাতে মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামিল দান করেন, সেজন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ
মুরব্বি সিলসিলাহ্

আপনার জামা'ত বা মজলিসের সংবাদ পাঠাতে নিচের ঠিকানায় ই-মেইল করুন
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

শোক সংবাদ

প্রবীণ সাংবাদিক হাবিবুর রহমান-এর ইন্তেকাল

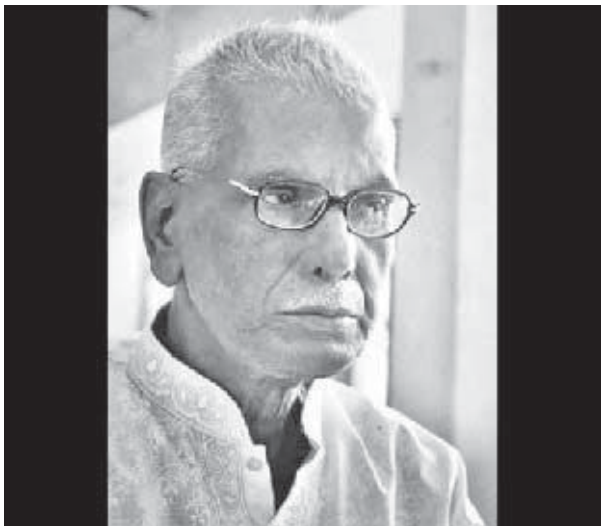

গত ১৩ জুন, ২০১৫ রোজ শনিবার রাত ৩টার দিকে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি)'র বর্তমান চেয়ারম্যান প্রবীণ সাংবাদিক জনাব হাবিবুর রহমান রাজধানীর ল্যাব এইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নালিল্লাহে রাজেঊন)। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি হৃদরোগ, কিডনি জটিলতাসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত জনাব হাবিবুর রহমান দৈনিক ইত্তেফাকের উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন। আশি ও নব্বইয়ের দশকে 'সন্ধানী' ছদ্ম নামে ইত্তেফাকে তার নিয়মিত কলাম 'ঘরে-বাইরে' ছিল পাঠক প্রিয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রথম জানাজার পর মরহুমের মরদেহ পিআইবিতে আনা হয়। পরে দৈনিক ইত্তেফাক কার্যালয় ও সবশেষে বকশীবাজার মসজিদে জানাজার জন্য আনা হয়। সেখান থেকে লাশ ল্যাব এইড হাসপাতালের হিমাগারে রাখা হয়। পরের দিন বিকালে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন হয়। হাবিবুর রহমান ১৯৩৫ সালের ২৩ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার উচালিয়া পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, পাঁচ মেয়ে ও নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। এদিকে সাংবাদিক হাবিবুর রহমানের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরি ও তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু শোক জানিয়েছেন। তারা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলের প্রতি সমবেদনা জানান।

ডেস্ক রিপোর্ট

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমার ভাবী জনাবা ফরিদা ইসলাম কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী গত ২৫ মে রাত পৌনে ২ টায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। তিনি বিগত এক বছর যাবৎ জরায়ুর ক্যান্সার ও কিডনীর সমস্যায় ভুগছিলেন। মরহুমা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার, পরপোকারী, ধৈর্যশীল ও সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারার মানুষ ছিলেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়, কুরআন তেলাওয়াত ও নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করতেন। তিনি জামা'তের লাজনা ইল্লাহ্‌র তাজনীদ সেক্রেটারী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও দুই মেয়ে রেখে যান, মহান আল্লাহ্ তা'লা তার সকল নেক কাজ কবুল করুন এবং জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্য ধারণ করার শক্তি যেন আল্লাহ্ তা'লা দান করেন সেজন্য জামা'তের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আরশাদুল ইসলাম
সেক্রেটারী, তরবিয়ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রাণ-আরএফএলের প্রধান নির্বাহী

মেজর জেনারেল (অব.) আমজাদ আহমদ খান চৌধুরী আর নেই

দেশের অন্যতম বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও CEO, বাংলাদেশে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পের পথিকৃৎ জনাব মেজর জেনারেল (অব.) আমজাদ আহমদ খান চৌধুরী গত ৮ জুলাই, ২০১৫ রোজ বুধবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে ভুগছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মরহুম তাঁর সহধর্মিণী সাবিহা আমজাদ ও ৪ সন্তান রেখে গেছেন। তারা হলেন- আজর খান চৌধুরী, আহসান খান চৌধুরী, ডা. শেরা হক এবং উজমা চৌধুরী। এছাড়াও ১০ জন নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

উত্তরবঙ্গের নাটোর জেলার সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারে ১৯৩৯ সালের ১০ নভেম্বর তার জন্ম। তাঁর বাবার নাম আলী কাশেম খান চৌধুরী। ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটে তার শিক্ষা জীবন শুরু। পরবর্তীকালে সারগোধা মিলিটারী পাবলিক স্কুল এবং অস্ট্রেলিয়ান স্টাফ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি সুনামের সাথে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮১ সালে মেজর জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন।

জনাব আমজাদ আহমদ খান তাঁর ব্যবসায়িক জীবনে ইউসেপ্ট বাংলাদেশ ডেইরি এ্যাসোসিয়েশন, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিইসি), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কো. লি. (আইডিসিওএল)-সহ বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতি, পরিচালকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউসিং এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব), বাংলাদেশ এ্যাগ্রো প্রসেসরস এ্যাসোসিয়েশন (বাপা), আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেন্স এডুকেশন প্রোগ্রাম (ইউসেপ) প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

আমজাদ খান চৌধুরীর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারও স্বজনরা হারিয়েছেন তাদের প্রাণের মানুষকে। দেশ হারাল একজন সৃজন উদ্যোক্তাকে। ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা হারিয়েছেন তাদের 'আইডল' ব্যক্তিত্বকে। প্রাণ-আরএফএলের ৬৮ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী হারিয়েছেন তাদের অভিভাবককে। এদেশে কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন 'প্রাণ'-এর এই 'প্রাণপুরুষ'।

তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্পীকার শিরিন শারমিন চৌধুরী, অর্থ মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, এফবিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট অব্দুল মাতলুব আহমাদ, বিজিএমইএ'র সভাপতি আতিকুল ইসলাম ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার শোকবার্তায় শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ গড়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে তা অর্জনে আমজাদ খান চৌধুরীর পদক্ষেপ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

১০ জুলাই নর্থ ক্যারোলিনাতে মরহুমের প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তার লাশ দাফনের জন্য প্রিয় স্বদেশে আনা হয়। তাঁর জানাযা ১৪ জুলাই বাদ মাগরিব ঢাকার বকশি বাজারে, দ্বিতীয়, ১৫ জুলাই ঘোড়াশাল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে তৃতীয় নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং সামরিক জাদুঘর মাঠে সর্ব-সাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর মরদেহ রাখা হয়। সেখানে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের কর্মকর্তা-কর্মচারি ছাড়াও দেশের বিশিষ্ট সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা ও আপন জনেরা তাঁকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানায়। সেখানে চতুর্থ ও সর্বশেষ নামাযে জানাযার পর বনানী সামরিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মহান আল্লাহ্ তা'লা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামিল দান করুন।

ডেস্ক রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ২৪ জুলাই, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর (আই.) বলেন, আজ আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভাষায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর কতিপয় সাহাবীর বিভিন্ন ঈমান উদ্দিপক ও প্রাণসঞ্চারী ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো।

১৯০৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়, "লা তাকতুল যয়নব" অর্থাৎ যয়নবকে হত্যা করো না। এ দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হাফেয আহমদ সাহেব এর কন্যা যয়নবের বিয়ের কথা-বার্তা হচ্ছিল এবং বিভিন্ন দিক থেকে প্রস্তাবও আসছিল। এর মধ্যে একটি প্রস্তাব এসেছিল শেখ আব্দুর রহমান মিস্রি সাহেবের পক্ষ থেকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাফেয সাহেবকে মিস্রি সাহেবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে বারণ করেছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর চিরায়ত অভ্যাস অনুসারে বেশি জোর দেননি। কিন্তু হাফেয সাহেব মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ইলহামের ভুল ব্যাখ্যা করে মেয়েকে মিস্রি সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দেন ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ সালে। বিয়ের পর যখন মিস্রি সাহেব আহমদীয়াত ত্যাগ করে এবং জামা'তের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায় তখন সবাই বুঝতে পারেন যে, ইলহামের মাধ্যমে খোদা তা'লা পূর্বেই যয়নবের ভবিষ্যৎ জানিয়ে দিয়েছিলেন। হাফেয সাহেব পরে বার বার অনুতাপ করেন যে, মিস্রি সাহেবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি কতবড় ভুল করেছেন।

মিস্রি সাহেবের জামা'ত ত্যাগের ফলে যখন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জন বলাবলি আরম্ভ করে যে, এত বড় মানুষই যখন জামা'তে থাকতে পারলো না তাহলে আর আমাদের থেকে লাভ কী? এর উত্তরে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা,) বলেন, কে বড় আর কে নয় তার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ করবেন। আপনি যাকে বড় মনে করেন আল্লাহ্ তাকে জামা'ত থেকে বের করে দিয়েছেন কিন্তু আপনাকে জামা'তে রেখেছেন; তাই প্রমাণ হল যে, আপনিই বড়। যাকে বড় মনে করা হতো আজ দেখুন! তার নাম-গন্ধও নেই। আর আল্লাহ্‌র অপার কৃপা ও অনুগ্রহে জামা'ত প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পিতার পাঠানো লোকদের এই বলে ফেরত পাঠাতেন যে, উনাকে বলুন! আমি যার চাকরী করার কথা তাঁরই চাকরী করছি। জাগতিক কোন চাকরীর আমার প্রয়োজন নেই। একথা শুনে এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্রতা ও তাঁকে নিভৃতে খোদার ধ্যানে মশগুল থাকতে এবং কাঁদতে দেখে সে যুগের শিখ ও হিন্দুরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় নত থাকতো। এমনকি তাঁর ইন্তেকালের পরও তারা তাঁকে স্মরণ করে কাঁদতো এবং তাঁর মাজারে গিয়ে দোয়া করতো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-একবার দিল্লি গমন করেন এবং সেখানে বিভিন্ন ওলী-আউলিয়ার মাজারে গিয়ে দোয়া করেন। তিনি মাজারে শায়ীত বুযূর্গদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের দোহাই দিয়ে দিল্লিবাসীর হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারের জন্যও দোয়া করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, শুধুমাত্র কবরে শায়ীত ব্যক্তির জন্যই দোয়া করতে হবে এমনটি নয় বরং তাদের পবিত্রতার দোহাই দিয়ে তাদের বংশধর এবং উম্মতের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও দোয়া করা যেতে পারে। শুধুমাত্র কবরে শায়ীত ব্যক্তির কাছে গিয়ে কোন কিছু চাইতে বারণ আছে। কারণ তারা কিছু দেয়ার কোন ক্ষমতা রাখেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার মোকদ্দমায় হাজিরা দিতে যাওয়ার পূর্বে তাযকিরাতুশ শাহাদাতাঈন পুস্তকটি লিখে শেষ করার সংকল্প করেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে যখন এমনটি হয়ে উঠছিল না তখন তিনি হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ সাহেবের আত্মার দোহাই দিয়ে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্ তোমার এক পবিত্র বান্দা, যে তোমার খাতিরে কুরবাণী করেছে তার স্মৃতিস্বরূপ আমি এই পুস্তক রচনার সংকল্প করেছি–তুমি আমাকে শক্তি দাও। পরের দিন সকাল ছয়টার আগেই তিনি পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করেন এবং মধ্যাহ্নের পূর্বেই বই লেখার কাজ সম্পন্ন করে মামলায় হাজিরা দিতে যান।

হুযূর (আই.) বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কবরে গিয়ে তাঁর সাথে কৃত খোদার প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়ে দোয়া করা যেতে পারে যে, হে খোদা! তুমি তোমার মনোনীত ব্যক্তিকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ করো।

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে আপন-পর সবার জন্য গভীর ভালবাসা ছিল। তাঁর ঘোরতর শত্রু মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীল এক পুত্র যখন ইসলাম ছেড়ে আর্যসমাজী হয়ে যায় তখন তিনি তাকে বুঝিয়ে ইসলামে ফিরিয়ে আনেন।

এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণ কত আন্তরিকভাবে ও গভীরভাবে যে, তাঁকে ভালবাসতেন এর উদাহরণ দিতে গিয়ে হুযূর হযরত মৌলানা নূরউদ্দিন সাহেব (রা.), হযরত মওলানা আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা.), হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেব এবং হযরত মুন্সী অরোঢ়া খান সাহেবের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও তাঁর নিষ্ঠাবান সাহাবীদের কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তাও তুলে ধরেন।

কপুরথলা নিবাসী মুন্সী অরোঢ়া সাহেবের জামা'তকে একবার লিখে দেন যে, এই জামা'ত এত আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছে যে, এরা জান্নাতেও আমার সাথে থাকবে। মসীহ্ মাওউদ (আ.) লেখা এই সুসংবাদ বার্তাটি এখনো সংরক্ষিত আছে।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১০ জুলাই, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর বলেন, রহমত, মাগফিরাতের পর এখন আমরা রমযানের শেষ দশক অর্থাৎ নাজাতের দশক অতিক্রম করছি।

এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাতের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, খোদার রহমত দু'প্রকার। এক প্রকার রহমত হচ্ছে সার্বজনীন, সবকিছুকে তা পরিবেষ্টন করে আছে আর মানুষের কোন কর্ম ছাড়াই খোদার এই রহমত মানুষ লাভ করে থাকে। দ্বিতীয় রহমত কর্ম বা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। যারা শাস্তির ভয়ে জেনে-শুনে কোন পাপ করে না। মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোন পাপ হয়ে গেলে খোদা ভীতির সাথে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায়, যারা পাপের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য সবসময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং যারা খোদা ভীতির সাথে জীবন কাটায় আল্লাহ্ নিজ দয়ায় তাদের ক্ষমা করে দেন।

হুযূর (আই.) বলেন, খোদার এরূপ দয়া লাভ করতে চাইলে সৎকাজ করতে হবে। নিজের কাজ ও আচার-আচরণ উন্নত করতে হবে। মুহসিন বা সৎকর্মশীল হতে হলে, সকল কাজের সময় বিশ্বাস রাখতে হবে আমি খোদাকে দেখছি অথবা খোদা আমাকে দেখছেন। যদি কারো ভেতর এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে সে কোন পাপ বা অন্যায় করতে পারে না। সে কারো অধিকার খর্ব করতে পারে না।

ইসলামী শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে খোদা ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদি আমরা চাই যে, আমাদের দোয়া গৃহীত হোক, খোদার কৃপাবারী আমাদের ওপর বর্ষিত হোক তাহলে সেজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। শুধু রমযানের এক মাসই নয় বরং পুরো জীবন আমাদেরকে পাপ থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে।

আমরা যেন সেই অপরাধির মত না হই যে তার পাপ মুক্তির জন্য সাময়িক কান্নাকাটি করে আর পাপমুক্তির ঘোষণা শোনার পর আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায়। আমাদের হতে হবে সেই বান্দার মত যে মুহসিন বা সত্যিকার অর্থেই সৎকর্মশীল। সকল প্রকার সৎকাজে এগিয়ে থাকতে হবে। পুণ্যকাজ এবং অন্যের অধিকার প্রদানে যত্নবান হতে হবে। যারা খোদার ভয়ে এমনটি করে তারা এই পার্থিব জগতকে জান্নাত প্রতীম বানায় আর পরকালের জান্নাত তো তাদের জন্য অবাধারিত হয়ে যায়।

রমযান ইবাদতের মাস। এ মাসে খোদা বান্দার নিকটে আসে। এই মাসে নিজেদের ভেতর আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা উচিত। আর সেই পরিবর্তন যেন স্থায়ী হয় সেজন্য চেষ্টা-সাধনা আবশ্যক।

এরপর হুযূর ইস্তেগফারের ব্যাখ্যা করেন। মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতা আল্লাহ্ ডেকে রাখেন। খোদা নিজের শক্তি থেকে মানুষকে শক্তি দেন। এবং নিজ জ্ঞান ও আলো থেকে মানুষকে জ্ঞান ও আলো দান করেন। তিনি যা কিছু বানিয়েছেন পুরো সমর্থন দিয়ে এর সুরক্ষা করেন আর নিজ শক্তিবলে একে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তাই ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদার গুণাবলী ও শক্তি থেকে আমাদের অংশ পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, খোদার জ্যোতি থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ অন্ধকারে হাবডুবু খায় আর খোদার শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে শয়তানের খপ্পরে না পড়ে এজন্য মানুষের ইস্তেগফার করতে থাকা আবশ্যক। সৎকাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যও খোদার ফযল আবশ্যক।

হুযূর (আই.) বলেন, রমযানের শেষ দশক আগুন থেকে বাঁচার সুযোগ রয়েছে। যদি এই মাসের পূর্বের দিনগুলোতে ইবাদতে কোন কমতি থেকে থাকে তাহলে এই দশকে তা পূরণ করার সুযোগ রয়েছে।

এছাড়া মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পুরো ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে রমযানে রোযা রাখে খোদা তার সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। রমযানের শেষ দশকে মুমিনদের লাইলাতুল কদরের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। লাইলাতুল কদর লাভ হলে মানুষ পরিশুদ্ধ হয়, খোদার নৈকট্য এবং তাঁর প্রকৃত বান্দাদের দলভুক্ত হয়।

আল্লাহ্ সবাইকে রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আরো বেশি বেশি ইবাদতের তৌফিক দিন আর তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য করুন।

ইসলামী শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে খোদা ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদি আমরা চাই যে, আমাদের দোয়া গৃহীত হোক, খোদার কৃপাবারী আমাদের ওপর বর্ষিত হোক তাহলে সেজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। শুধু রমযানের এক মাসই নয় বরং পুরো জীবন আমাদেরকে পাপ থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে।

সিডনীতে খেলাফত দিবস উদযাপন

এবছর ২৩ এবং ২৪ মে রোজ শনি ও রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা''ত, অস্ট্রেলিয়া সিডনির বাইতুল হুদা মসজিদে পৃথকভাবে ২দিন ব্যাপি খেলাফত দিবস উদযাপন করেছে। ২দিন ব্যাপি এই আয়োজনে মূল জলসার পাশাপাশি মসরূর একাডেমীর শিক্ষার্থী, ওয়াকফে নও এবং লাজনা-নাসেরাতদের জন্য বিশেষ অধিবেশনেরও আয়োজন করা হয়। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে এবার আবহাওয়া ছিল বেশ অনুকূলে। মসরূর একাডেমীর শিক্ষার্থীদের অধিবেশনটি ২৩ মে, শনিবার অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ২০০ জন শিক্ষার্থী এবং ১৮০ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। দু'দিন ব্যাপি এই ধরনের আয়োজন এবারই প্রথম ও পৃথকভাবে করা হয়েছে এবং উপস্থিতিও বেশ ভালো ছিলো যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিফল রেজওয়ান শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী সবাই ছিল ৬-৯ বছর বয়সী শিশু-কিশোর। এই অনুষ্ঠানে হুযূর আকদাস (আই.)-এর নিকট চিঠি লেখারও একটি আয়োজন ছিলো।

রবিবার সকাল ১০.০০ টায় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান হয়। মোহতরম আমীর সাহেব জামা'তের পতাকা এবং মোহতরম নায়েব আমীর সাহেব অস্ট্রেলিয়ার পতাকা উত্তোলন করেন। এতে এক শতাধিক জামা'তের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে নাসেরাতরা খেলাফত বিষয়ক নযম এবং তিফলরা জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। এরপর মোহতরম আমীর সাহেব দোয়া করান। ওয়াকফে নওদের খেলাফত জলসা সকালে বাইতুল হুদা মসজিদে আর একই সময় লাজনা-নাসেরাতদের জলসা খেলাফত হলে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াকফে নও মুজাহিদরা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন যেমন, খিলাফতের প্রতি আন্তরিকতা, খেলাফত এবং খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা, ওয়াকফে নও স্কীমের তাৎপর্য এবং এমটিএর সাথে তাদের সম্পৃক্ততা ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক ওয়াকফে নও এবং ৩১ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

বাদ যোহর আয়োজনের মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় আর এতে নয়শোর বেশি উপস্থিতি ছিলো। এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিয়য়ে আলোচনা হয় যেমন, খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, খিলাফতের পটভূমি, নিযামে খিলাফতের আনুগত্য, খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বের সকল প্রান্তে ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষা পৌঁছে দিতে খিলাফতের ভূমিকা। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব ছিলো ওসীয়্যত সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ২০০৬ সালে প্রদত্ত একটি জুমু'আর খুৎবার নির্বাচিত অংশ উপস্থাপন।

এরপর মোহতরম আমীর সাহেব তার বক্তব্যে জামা'তের সদস্যদের ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় যোগ দিতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন এবং হুযূর আনওয়ার (আই.)-এর তাহরীক স্মরণ করান যেন জামা'তের শতভাগ সদস্যরা এই মহতী স্কীমে অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ সিডনি জামা'তের ৫০জন সদস্য-সদস্যা এই আশিসপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন করেন। মহান আল্লাহ্‌ তাদের সবার সহায় হোন। এবছর জামা'তের আপামর সদস্যদের বিশেষভাবে আহবান জানানো হয় তারা যেন হুযূ র আনোয়ার (আই.)-এর নিকট

নিয়মিত দোয়ার চিঠি লিখে এবং যুগ খলীফার সাথে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সবশেষে শতবার্ষিকী খিলাফতের অঙ্গীকারনামা পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইতালির ৯ম বার্ষিক জলসা সফলভাবে সম্পন্ন

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ এবং হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ার কল্যাণে গত ১, ২ ও ৩রা মে, ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম, জামা'ত ইতালির ৯ম বার্ষিক জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পতাকা উত্তোলন ও ইজতেমায়ী দোয়ার পর জামা'তের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনাব মালিক আব্দুল ফাতের এর সভাপতিত্বে জলসার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতির স্বাগত ভাষণের পর জামা'তের মুরব্বী মওলানা আতাউল ওয়াসে তারেক সাহেব এবং সদর আনসারুল্লাহ্‌ জনাব রানা নাসির আহমদ বক্তব্য প্রদান করেন।

মুরব্বী সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এ সময় খেলাফত এক অমূল্য সম্পদ শিরোনামে আরবীতে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ হোসেন। আর পবিত্র কুরআন উম্মতকে পথনির্দেশনা প্রদান করে শিরোনামে বক্তৃতা দেন জনাব নাসের মাহমুদ। সদর আনসারুল্লাহ্‌ জনাব রানা নাসির আহমদ এর সভাপতিত্বে তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং সদর খোদ্দাম সহ আরো অনেকেই এই অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করেন। এরপর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

জলসায় ইতালিয়ান অতিথি যোগদান করেন তাদের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় ফোরামের সভাপতি মিস্টার খঁপরধহড় গধুড়হর। এছাড়া শ্রাউড অব তুরিন কমিশনের সম্মানিত সভাপতি মিস্টার এরঁংবঢ়ঢ়ব এযরনবৎঃর জলসা উপলক্ষে একটি বাণী প্রেরণ করেন।

সমাপনী অধিবেশন আরম্ভ হয় হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা আব্দুল মুমিন তাহের সাহেবের সভাপতিত্বে। এই অধিবেশনে নবাগত আহমদীরা নিজেদের অভিব্যক্তি এবং বয়আত গ্রহণের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন এবং একজন বন্ধু বয়আত গ্রহণের ঘোষণা দেন।

এরপর তালীম বিভাগের পক্ষ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তম সাফল্য অর্জনকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থিদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এরপর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব হুযূরের বাণী পাঠ করে শোনান এতে হুযূর সকল আহমদীকে আহমদীয়াত গ্রহণের পর তাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মওলানা আব্দুল মুমিন তাহের সাহেব তার সমাপনী ভাষণে জামা'তের সদস্যদের যুগ খলীফার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সবশেষে দোয়া এবং বিভিন্ন কাসিদা পাঠ করা হয়।

আল্লাহ্‌র ফযলে বিভিন্ন জাতী-গোষ্ঠির লোকের সমাহার রয়েছে ইতালি জামা'তে। জলসার সকল বক্তৃতা বিভিন্ন ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করা হয়। জলসার পুরো কার্যক্রম প্রথমবারের মত লাইভ স্ট্রিমিং করা হয় বলে জানা গেছে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বেনিন এর ১৩তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা সফলভাবে সম্পন্ন

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বেনিন তাদের ১৩তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা গত ১০, ১১ ও ১২ই এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে আয়োজনের সৌভাগ্য লাভ করে। এবারের ইজতেমা বেনিনের রাজনৈতিক রাজধানী পোর্ত নোভোতে শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত খুপবব ইবযধহুরহ কলেজ এর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় খোদ্দাম ও আতফালদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় জ্ঞান ও খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন খোদ্দাম ও আতফালরা শহরের প্রায় ৮কি: মি: পথ পদব্রজে প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করে এবং বিভিন্ন জয়ধ্বনি দিতে থাকে।

ইজতেমার তৃতীয় দিন সমাপনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার পূর্বে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হয়। এজন্য জাতীয় ব্লাড ব্যাংক এর কর্তারা আসেন এবং জাতীয় টিভি চ্যানেল এই সংবাদ বেশ ফলাও করে প্রচার করে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেনিন এর সম্মানিত আমীর মোহতরম রানা ফারুক আহমদ সাহেব। এসময় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ নিজ নিজ দেশের সদর সাহেবের বাণী পাঠ করে শোনান। এরপর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এবার আলমে এনামী লাভ করে কোতোনো রিজিওন। মোট ৮০১জন উক্ত ইজতেমায় যোগদান করেন। বেনিনের জাতীয় টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকা ফলাও করে এই মহতি ইজতেমার সংবাদ প্রচার করে বলে সূত্র জানিয়েছে।

সুইজারল্যান্ড জামা'তের উদ্যোগে সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি সুইজারল্যান্ড জামা'ত জুরিখ শহরের নিকটস্থ Bonstetten গ্রামের একটি গির্জায় একটি সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করে। এর মাধ্যমে ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মিলিতভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এতে ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আলহামদুলিল্লাহ্‌। সুইজারল্যান্ডের মুবাল্লিগ ইনচার্জ মোহতরম সাদাকাত আহমদ সাহেব "ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা" শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দোয়াও করেন। ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিনিধিবর্গও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষামালা তুলে ধরেন। এ সময় বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ দ্বারা অনুষ্ঠান স্থলটি ছিল পরিপূর্ণ। প্রাদেশিক মন্ত্রী মিস্টার Mario Fehr সহ জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদের বিভিন্ন সাংসদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সময় নাসেরাতগণ সুললিত কণ্ঠে জার্মান ভাষায় নযম পাঠ করে যা উপস্থিত দর্শকদের মনোযোগ কাঁড়তে সক্ষম হয়।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্রের প্রতীক হিসেবে তিন ধর্মের প্রতিনিধি গির্জার প্রাঙ্গনে তিনটি বৃক্ষ রোপণ করেন। সর্বপ্রথম বৃক্ষরোপণ করেন মোহতরম সাদাকাত আহমদ সাহেব আর অন্য ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে মাটি ও পানি দেন। অনুরূপভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিনিধিবর্গও বৃক্ষরোপণ করেন।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে, এই গ্রামের আসল নাম ছিল, Baumstetten. যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বৃক্ষের স্থান। আর ঘটনাচক্রে এই গ্রামেই প্রথম আহমদীয়া জামাত শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যেশ্যে বৃক্ষ রোপণ করে।

এদিন গির্জার একটি হলে জামাতের পক্ষ থেকে পুস্তক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে আপ্যায়নের সময় অনেকেই আমাদের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। বুকস্টল থেকে অতিথিরা ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন বই-পুস্তক সংগ্রহ করেন। প্রচার মাধ্যমও এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখায় এবং পরের দিন অপরাহ্ন ৬টার সংবাদে Teletop বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার করে এবং প্রতি ঘন্টায় তা পুনরাবৃত্ত করা হয়। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছানোর সুযোগ ঘটে।

পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল : ০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

23rd July 2015

Head of Ahmadiyya Muslim Community delivers Eid Sermon in London

Hazrat Mirza Masroor Ahmad prayed for peace in the world

The World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, delivered the Eid-ul-Fitr sermon on 19th July 2015 from the Baitul Futuh Mosque in London.

Addressing the importance of Eid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Today young and old, men and women, have gathered together because this day holds great significance. Islam has decreed the day of Eid as a day of happiness in which Muslims should join together with their loved ones."

His Holiness said different nations and communities held various festivals and their sole purpose was enjoyment and recreation. However Islam's days of celebration guided mankind towards fulfilling the rights of God and serving humanity.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"A distinctive feature of Eid is that

it is incumbent on Muslims to congregate in the Mosque and to offer Eid prayers and listen to the sermon. The purpose of enjoining this is so that when people gather to celebrate and enjoy their Eid programmes, they should also assemble to listen to the words of God Almighty and to worship Him."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued by saying:

"Muslims are taught that during their Eid celebrations they must not forget to fulfil the rights that are due to God and those that are due to the creation of God."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said Islam taught Muslims to give precedence to the injunctions of God over their own desires.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Islam teaches that a person should never forsake truth for the sake of fulfilling his own rights and should never declare what is unlawful to be lawful. Rather one must adhere to the limits set by God Almighty. For instance a person who is financially well-off can purchase something that is lawful. However if a person who is unable to purchase something attempts to acquire it by employing unlawful means or by incurring a crippling debt for the sake of fulfilling his personal desires, then this is equivalent to giving precedence to one's selfish desires over the injunctions of God Almighty."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said that Islam does not prohibit one from fulfilling his or her own rights. In fact God instructs us to fulfil our own rights and those of our loved ones and others.

However when fulfilling one's own rights, a person must not become selfish. His Holiness quoted the example of a companion of the Holy Prophet of Islam (peace be on him) who attained great wealth, however he was never selfish and once donated a caravan of 700 camels loaded with riches for the sake of God.

During the sermon, His Holiness spoke with regret at the dire state of the Muslim world.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"The injustices perpetrated by certain Muslims today are not just defaming Islam, but are also a means of completely disregarding the most basic values of humanity. Such inhumane acts are being perpetrated in the Muslim world that one trembles at the sight. We see that Muslims are killing Muslims and are taking the lives of innocent children. Even this day of Eid, which is a day of joy and celebration, has been turned into a day of mourning. They show no remorse and take pride in their cruelty. Blood is being shed and lives are being taken simply because the victims are from a different sect or have different beliefs."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

"In certain Muslim countries the governments are carrying out injustices so that their power is not threatened, whilst the opposition are carrying out injustices to topple the governments even at the cost of taking innocent lives. And the greatest injustice is that all this is being perpetrated in the name of the religion of God Almighty and His Prophet (peace be on him) and in the name of Islam."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said it is only through prayers that Islam would progress. His Holiness said that all Ahmadi Muslims should pray for peace in the world.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Today, if Ahmadi Muslims wish to celebrate Eid in in the true sense, then where they seek to attain the blessings of true Eid by bringing about a moral reformation, they should also make every effort to free the world from injustices and should engage fervently in prayer to free the Muslim world from the disorder and troubles it is engulfed in."

Press Secretary AMJ International

MTA INTERNATIONAL

MTA Bangladesh : Monthly Schedule for, August -2015

Date	Day	URDV	Description/Remarks
01/08/2015	Saturday	628	2nd Episode of Bornali, a magazine programme by Lajna members of Bangladesh
02/08/2015	Sunday	Repeat	Central Bangla Desk's program
03/08/2015	Monday	629	2nd Episode of Peace Symposium 2014, recorded on December 19, 2014
04/08/2015	Tuesday	630	3rd Episode of Deeni O Fiqahi Masail, a discussion programme on issues related to Islamic jurisprudence. Jalsa Speech
05/08/2015	Wednesday	631	3rd Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on the books of the Promised Messiah (as.) 3rd Episode of Life of Muhammad (saw) Jalsa Speech
06/08/ 2015	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
07/08/ 2015	Friday	Live	Friday Sermon followed by Central Bangla Desk Program
08/08/ 2015	Saturday	624 Repeat	1st Episode of Bornali, a magazine programme by Lajna members of Bangladesh
09/08/2015	Sunday	-----	Central Bangla Desk's program
10/08/ 2015	Monday	632	Interview
11/08/2015	Tuesday	633	4th Episode of Deeni O Fiqahi Masail, a discussion programme on issues related to Islamic jurisprudence. Jalsa Speech
12/08/ 2015	Wednesday	634	4th Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on the books of the Promised Messiah (as.) 4th Episode of Life of Muhammad (saw) Jalsa Speech
13/08/2015	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
14/082015	Friday	Live	Friday Sermon followed by Central Bangla Desk Program
15/08/2015	Saturday	628 Repeat	2nd Episode of Bornali, a magazine programme by Lajna members of Bangladesh
16/08/2015	Sunday	----	Central Bangla Desk's program
17/08/ 2015	Monday	625 Repeat	1st Episode Peace Symposium 2014, recorded on December 19, 2014
18/08/2015	Tuesday	635	5th Episode of Deeni O Fiqahi Masail, a discussion programme on issues related to Islamic jurisprudence. Jalsa Speech

19/08/2015	Wednesday	636	5th Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on the books of the Promised Messiah (as.) 5th Episode of Life of Muhammad (saw) Jalsa Speech
20/08/2015	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
21/08/2015	Friday	Live	Friday Sermon followed by Central Bangla Desk Program
22/08/ 2015	Saturday	637	3rd Episode of Bornali, a magazine programme by Lajna members of Bangladesh
23/08/ 2015	Sunday	-------	Central Bangla Desk's program
24/08/2015	Monday	632 Repeat	Interview
25/08/ 2015	Tuesday	638	6th Episode of Deeni O Fiqahi Masail, a discussion programme on issues related to Islamic jurisprudence. Jalsa Speech
26/08/2015	Wednesday	639	6th Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on the books of the Promised Messiah (as.) 6th Episode of Life of Muhammad (saw) Jalsa Speech
27/08/ 2015	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
28/08/2015	Friday	Live	Friday Sermon followed by Central Bangla Desk Program
29/08/ 2015	Saturday	624 Repeat	3rd Episode of Bornali, a magazine programme by Lajna members of Bangladesh
30/08// 2015	Sunday	------	Central Bangla Desk's program
31/08/ 2015	Monday	640	3rd Episode Peace Symposium 2014, recorded on December 19, 2014

MOHAMMAD KHAIRUL HAQ
In-charge MTA Bangladesh
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
National Secretary, Audio-Visual, Bangladesh.
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka - 1211, BANGLADESH.
Tel: Cell: (+88) 01628010130 Ahmadiyya Bangladesh HQ: (+88 02) 73001939 , 7300014(mta),
Fax: (+88 02) 7300925

ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় করো পরে

LOVE for ALL HATRED for NONE

khrumy@yahoo.com,
www.alislam.org; www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

শিশু আফিয়ার হাসি কেড়ে
নেয় যে ভুল চিকিৎসা

পত্র পত্রিকার পাতা থেকে- [লেখাটি বাংলাদেশ প্রতিদিন, ভোরের কাগজ, সংবাদ প্রতিদিনসহ আরো কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়।]

১১ জুলাই, ২০১৫

আলোকিত বাংলাদেশ

আমাদের চিকিৎসক ও আফিয়া নামের শিশুটি

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

২০১৩ সালের এমনই পবিত্র রমজানের দিন। ফুটফুটে মায়াবী চেহারার অধিকারী মেয়েটির নাম আফিয়া। বয়স আড়াই বছর। সবেমাত্র বাবা-মা ডাকতে শুরু করেছে। হঠাৎ একদিন চেয়ার থেকে পড়ে যায়। ব্যথায় রাতে প্রচণ্ড জ্বর, জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি। বাবা-মা সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আদরের সন্তানটিকে পার্শ্ববর্তী একটি প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা সেখানে না রেখে পাঠিয়ে দেন সরকারি হাসপাতালে। আফিয়াকে ভর্তি করা হয়। তারা আফিয়ার চিকিৎসা শুরু করেন। দিন যত গড়াচ্ছে ততই আফিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। কয়েক দিনের মাথায় আফিয়া তার বাবা-মাকেও চিনতে পারছে না। এমনকি তার সবচেয়ে প্রিয় নানুকেও চিনতে পারছে না। আর ভুলে গেছে বাবা-মা ডাকাসহ সব বাক্য। সে এমন আচরণ শুরু করেছে যে, মনে হচ্ছে সে মানসিক রোগী। চিকিৎসকরাও বলছেন, সে নাকি আগে থেকেই এমন। অথচ আগে আফিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। দিন দিন তার চেহারা নষ্ট হতে লাগল আর শরীরও শুকিয়ে গেল। যে পায়ে সে ব্যথা পেয়েছিল সেই পা-ও সোজা করতে পারছে না, হাঁটতেও পারছে না। এভাবে হাসপাতালের বিছানায় অর্ধমাস অসহনীয় কষ্ট ভোগ করার পর একজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সহযোগিতায় চিকিৎসক পরিবর্তন করায় আফিয়ার শরীরে ধীরে ধীরে প্রাণের সঞ্চার শুরু হয়। এক মাস হাসপাতালের বিছানায় আফিয়াকে ছটফট করতে হয়।

এক মাসে সে ভুলে যায় আদরের ডাকগুলো। তার পা এক মাস পরও সোজা করতে পারছে না। এমন অবস্থায় আরেকটি হাসপাতালের চিকিৎসক তার পা সোজা করার জন্য প্লাস্টার করেন। এতে আফিয়ার পা ঠিকই সোজা হয় কিন্তু এখন আর সে আগের মতো স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারে না। পায়ের গোড়ালি ফেলতে পারে না। ভুল প্লাস্টারের ফলে পায়ের গোড়ালি সোজা হয়ে যায়। বর্তমানে অন্য চিকিৎসকরা বলছেন, প্লাস্টার করাটা নাকি ভুল হয়েছে। এখন আফিয়ার বয়স ৪ বছর তিন মাস। ৬ থেকে ৭ বছর হলে পায়ে অস্ত্রোপচার করলে পা ঠিক হওয়ার নাকি সম্ভাবনা আছে। এ তো ছিল আফিয়া নামের ফুটফুটে শিশুটির জীবনের করুণ কাহিনী। এটি কোনো গল্প নয়, এটি সত্য ঘটনা। এ ধরনের শত শত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে, কিন্তু দেখার কেউ নেই।

আবার এমনই শত আফিয়াকে পাওয়া যাবে, চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার ফলে যাদের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। আবার অনেকেরই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে শুধু কিছু চিকিৎসক নামে কসাইয়ের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে। সুস্থতার আশায় রোগী যায় হাসপাতালে; কিন্তু সেখানে পড়তে হচ্ছে শত বিড়ম্বনায়। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং আয়ারা রোগী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে এমন অশুভ আচরণ করেন, মনে হয় রোগীরা মানুষই নয়। এছাড়া উঠতে-বসতে সবখানেই যেন অর্থের প্রয়োজন। টাকা দিলেই যেন সব ঠিক, সব সম্ভব। অধিকাংশ হাসপাতালের অবস্থা একই, সেবার নামে চলছে বাণিজ্য। তাই আমরা বলতে পারি, আমাদের হাসপাতালগুলোর সেবা মোটেও ভালো নয়। এ বিষয়ে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে সেবাপ্রার্থীদের বিড়ম্বনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। ডাক্তারদের কাছেও আকুল আবেদন, আপনারা যে মহৎ কাজে আছেন তাকে পেশা মনে না করে সেবা ভাবুন। আপনার একটু সচেতনতায় ফিরে আসবে হাজারও আফিয়ার মুখে হাসি। আপনি কি পারবেন, আপনার আদরের সন্তানটির জীবন নষ্ট করতে? তাই রোগীদের প্রতি একটু দয়া করুন।

ছাত্রী, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।" (খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবনা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' এমটিএ লন্ডন স্টুডিও এবং এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।

আসছে ৩০ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট, ২০১৫ পর্যন্ত টানা ৪ দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে যে সকল মেহমানদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদেরকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন।

দিন ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ৩০/০৭/২০১৫	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার ৩১/০৭/২০১৫	রাত ৮.৩০ থেকে	১৪.৩০	২ ঘন্টা
শনিবার ০১/০৮/২০১৫	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার ০২/০৮/২০১৫	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

N AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 1st & 2nd Issue

The Ahmadi

Fortnightly

31st July, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন । (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ মাস। (৪) বহুমূত্র (Diabetes) ১ মাস। (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) ৩ মাস। (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com